মুক্তিপথ

মোহাম্মদ আব্দুল-গণি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কবিবর

মৌলভী ডাক্তার শেখ ফজলল করিম

সাহিত্যবিশারদ, কাব্যরত্নাকর, নীতিভূষণ কর্ত্তৃক

লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

১৩৩১ বঙ্গাব্দ

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক

মুক্তিপথ

মুক্তিপথ

———○*○———

মোহাম্মদ আব্দুল-গণি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কবিবর

মৌলভী ডাক্তার শেখ ফজলল করিম

সাহিত্যবিশারদ, কাব্যরত্নাকর, নীতিভূষণ কর্ত্তৃক

লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

———○———

১৩৩১ বঙ্গাব্দ

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক
মোহাম্মদ আব্দুল-গণি
পোঃ কাকিনা,
রংপুর।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩১ বঙ্গাব্দ
১০০০

কলিকাতা
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র

আমার

পরম ভক্তিভাজন

পীর ও মোর্শেদ

আলিজনাব

হজরত হাজী হাফেজ মওলানা শাহ্

সৈয়দ মোহাম্মদ ছফি

হানফী, চিশ্‌তী, নেজামী

সাহেবের

পবিত্র

করকমলে।

স্নেহভিখারী

আব্দুল গণি

ভূমিকা

একস্থানে যাবার অনেক পথ। কোন পথ দীর্ঘ, কোন পথ হ্রস্ব, কোন পথে সাগর, কোন পথে মরু, কোন পথে অরণ্য, কোন পথে অচল। কিন্তু দীর্ঘ হোক, হ্রস্ব হোক, পাহাড় থাক আর সাগর থাক, সব পথই পথ,—কোন পথকে অস্বীকার করা চলে না। মানুষ নিজের সুবিধা বুঝিয়া, প্রয়োজন মত উহার এক একটি পথ অবলম্বন করে। ধর্ম্মরাজ্যেরও ঠিক এই অবস্থা। খোদাকে লাভ করিবার—সাধন রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনেকগুলি পথ আছে। কাহার পক্ষে কোন পথ অবলম্বন সঙ্গত এবং শ্রেয়ঃ, পথচারী পীর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া থাকেন। তথাপি যাত্রার পূর্ব্বেই তীর্থাভিলাষী ব্যক্তিগণকে পথব্রজের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান মানসে এই "মুক্তিপথ" সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠে স্ব স্ব পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন ;—হয় তো সময়ে অসময়ে ইহা তাঁহাদের "গাইডের" কার্য্যও করিবে।

বই পড়িলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়,—দেশ দেখা হয় না। "মুক্তিপথ" পড়িয়াও পাঠক পথের সন্ধান পাইবেন মাত্র ; কিন্তু সেখানে যাওয়ার তৃপ্তি পাইবেন না। সে তৃপ্তি, সে সান্ত্বনা লাভ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞ পর্য্যটকের সহযাত্রী হইতে হইবে। তবেই তিনি দস্যু-তস্কর, হিংস্র শ্বাপদ সমূহের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিয়া, নিরাপদে আপনাকে সে দেশে লইয়া যাইতে পারিবেন। আপনিও তীর্থের ধূলি গায়ে মাখিয়া দেহ-মন পবিত্র করিতে পারিবেন।

কিন্তু পর্য্যটনে অনেক দুঃখ, অনেক ক্লেশ। যাত্রার পূর্ব্বেই সে কথাটি ভাল করিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে। ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত সে রাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না; কারণ সাধন-পথ বড়ই দুর্গম। পৃথিবীর ধন ব্যয় করিয়া যেমন রেল-ষ্টিমারের টিকিট সংগ্রহ করিতে হয়, তেমনি জীবন ব্যয় করিয়া যুগ যুগ কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে সে দেশের "ছাড়পত্র" সংগ্রহ করিতে হয়। যদি কেহ এই সুন্দর পুস্তিকাখানি পাঠে সেই "ছাড়পত্র" সংগ্রহে যত্নবান্ হন, তবেই পথরচনা সার্থক মনে করিব। ইতি

কাকিনা,
২২শে এপ্রিল, ১৯২৪

শেখ ফজলল করিম

প্রকাশকের নিবেদন

আমার পরম ভক্তিভাজন পীর ও মোর্শেদ জনাব হজরত মওলানা হাজী শাহ্ সৈয়দ মোহাম্মদ ছফি সাহেব যেদিন আমার প্রতি "মুক্তিপথ" প্রকাশের গুরুভার অর্পণ করেন, সেদিন নিজের দীনতা এবং অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া বড়ই ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু খোদা-তায়ালার অনুগ্রহে, পীরের আশীর্ব্বাদে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন বাসনা পূর্ণ হইল,—যাঁহার কাজ তিনিই করাইয়া দিলেন; আমি মধ্যে উপলক্ষ হইয়া প্রকাশ করিলাম মাত্র। যদি আমার অজ্ঞতাবশতঃ পুস্তকের কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তবে অভিজ্ঞ মহাত্মগণ দয়া করিয়া তাহা জানাইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধিত হইবে।

দূরে অবস্থিতি হেতু পুস্তকখানিকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ছাপার ভুলমুক্ত করিতে পারা গেল না। পাঠকগণ, শুদ্ধিপত্রের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

পুস্তকের শেষদিকে "ছামা" অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গীত সম্বন্ধীয় যে আলোচনাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা প্রথিতনামা সাহিত্যিক কবিবর মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাব্যরত্নাকর, নীতিভূষণ সাহেব কর্তৃক ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রচারিত "আস্‌বাত-উস্-ছামা" বা "ছামাতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

পরিশেষে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা পীর ও মোর্শেদ, বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা তত্ত্বশাস্ত্রবিশারদ সুফী জনাব মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আলী হানফী নক্‌শবন্দী সাহেব এই পুস্তক

প্রকাশে আমাকে বিপুল উৎসাহ এবং বিবিধ সদুপদেশ দানে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

"আল্‌হক্" পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ধর্ম্মপ্রাণ সাধক মৌলভী মনিরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ লাভ করিয়াছে।

"বাসনা" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিবর মৌলভী ডাক্তার শেখ ফজলল করিম সাহিত্য-বিশারদ, কাব্যরত্নাকর, নীতিভূষণ (মেডালিষ্ট্) সাহেব কৃপাপূর্ব্বক পুস্তকের ভাষাদোষ এবং প্রুফ্ সংশোধনের ভার গ্রহণে, অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইহার একটি ভাবপূর্ণ ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াও আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি—ব্যাংকান্দা নিবাসী সমাজ-হিতৈষী দানশীল মুন্‌শী আহারতুল্লা প্রধান ও কোচবিহার—খাটেরবাড়ী নিবাসী বদান্যবর মুন্‌শী পছরউদ্দীন সাহেবদ্বয় পুস্তক প্রচারার্থ আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ কার্য্যে আশাতিরিক্ত সহানুভূতি দেখাইয়া পরম উপকৃত করিয়াছেন।

আমার পরম সুহৃৎ পীর-ভাইগণ এবং অন্যান্য অনেক উদার-হৃদয় ব্যক্তির নিকট এই পুস্তক সম্পর্কে আমি একাধারে যেরূপ অর্থসাহায্য এবং উপদেশ লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

কাকিনা নিবাসী আমার পূজনীয় কেবলাগাহ্ জনাব মুন্‌শী মফিজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও জনাব মুন্‌শী আব্দার রহমান সাহেবের আনুকূল্য লাভেও একান্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি।

এজন্য আজ সকলের নিকট আমি প্রাণ খুলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র কার্য্য কবুল করুন এবং আরও মহত্তর কার্য্যে অগ্রসর হইবার শক্তি দান করুন। যদি একজন লোকও ইহা পাঠে খোদাকে লাভ করিবার আশায় মুক্তির পথে, মঙ্গলের পথে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আমাদের শ্রম, সেবা এবং অর্থব্যয় সফল হইবে। আমীন্।

কাকিনা, রংপুর।
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩০

দীনহীন
মোহাম্মদ আব্দুল গণি।

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
তেলাওতে কোর্-আন্	...	...	২৫৩
কোর্-আন্ তেলাওতের আদাব		...	২৫৪
বর্জ্জখের মর্ম্ম	...	...	২৫৪
ছামা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)	...	...	২৬২

মুক্তিপথ

হাম্‌দ্‌-ও-নে'ৎ

(বন্দনা)

কোনও মুখের শক্তি নাই, কাহারও কলমের ক্ষমতা নাই যে, সেই আল্লাহ্‌ পাক রব্বুল্‌ আলামিনের—সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার গুণকীর্ত্তন, করিবার মত করিতে পারে। তাঁহার মহিমার পার নাই, শক্তির সীমা নাই, সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই। তিনিই চিরকাল একভাবেই আছেন, একরূপেই থাকিবেন। তাঁহার রূপে, গুণে ও কার্য্যে কোনও নূতনত্ব নাই। পূর্ব্বে ছিল না, এখন হইয়াছে বা এখন নাই, পরে হইবে অথবা এখানে নাই, সেখানে আছে, এরূপ কোনও কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা চলে না।

অনাদিভাবে তাঁহার সহিত কোন বস্তুরই বিরাজ নাই। সুতরাং অন্য কোনও বস্তুর অবলম্বন না করিয়া তিনি শুধু নিজেরই অব্যক্ত মহিমায়, ইচ্ছামাত্র এই বিরাট সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনাদি ইচ্ছায়, অনুরাগ ও বিরাগের

সংঘাতে এই আবহমান নিত্য-নূতন বিচিত্র সৃষ্টির ধারা স্থান ও কালের বুকে অনাদি হইতে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি আরেফগণের অন্তরে (দেলে) তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও অপার পরাক্রম দর্শন করিবার নূর (দিব্যালোক) বিকাশ করিয়া উঁহাদিগকে সর্ব্বদার জন্য অব্যক্ত তত্ত্বের সাগরে ডুবাইয়া আপনহারা, পাগল করিয়া রাখিয়াছেন এবং উঁহাদিগের প্রাণের পিয়ালায় দিবানিশি তজল্লিয়াতের সুধারাশি ঢালিয়া দিতেছেন। ফলে তাঁহারা এতই মত্ত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান লোপ পাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বাহিরের চক্ষে বা অন্তরের নয়নে সর্ব্বদা সেই এক অচিন্ত্য অদ্বিতীয় রূপ-জ্যোতিঃর বিকাশ খেলিতে থাকে এবং সেই জ্যোতিঃ, সেই নূর, তাঁহাদের প্রাণে, এত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইতে থাকে যে, তাঁহারা নিজকে, নিজের প্রাণকে এবং জগতকে নাই বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহারা দেখেন তাঁহাকেই, চলেন তাঁহারই সঙ্গে,—ধারণ করেন তাঁহারই বলে এবং আলাপ করেন তাঁহারই সঙ্গে। এক্ষেত্রে নাই আমরা, নাই আমি,—নাই ইহা, নাই উহা,—থাকেন শুধু তিনি! শুধু তিনি!! শুধু তিনি!!!

অতঃপর যাঁহার প্রসাদে নবি ও রছুল আলায়হিমোছ-ছালাত-ওয়াছ-ছালাম ইহকালে ও পরকালে আল্লাহো তাআল্লার দরবারে আপন আপন মানসম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আউলিয়ায়ে কেরাম প্রেম ও

সাধনার অতি দুর্গম পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ফলতঃ আল্লাহ তাআলার সহিত মিলন বা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার পক্ষে যিনি জগতের একমাত্র আশ্রয় বিশ্ব-নিয়ন্তার অপার মহিমার, অনন্ত মাধুরীর পূর্ণ বিকাশ (মজ্‌হরে কামেল) সেই আহ্‌মদে মোজ্‌তবা, মোহম্মদ মোস্তফা এবং জ্ঞান ও পুণ্যের চিরোজ্জ্বল নক্ষত্রমালা সদৃশ তাঁহার বংশধর ও সহচরগণের পরম পবিত্র প্রাণে লক্ষ লক্ষ দরুদ,—বিধাতার অজস্র আশীষ কামনা করি। যদি হুজুর আলায়হেছ-ছালামের সৃষ্টি না হইত, তবে কাহারও—কোন বস্তুর সৃষ্টি হইত কি? স্বর্গ-মর্ত্ত্য, রবিশশী, গ্রহনক্ষত্র, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমুদয়ই নাস্তির অন্ধকারে লুক্কায়িত রহিত। এ দুনিয়ায়—এই মরলোকে তিনি আসিয়াছেন, তাই আদম আসিয়াছেন,—আদ্‌মির সৃষ্টিপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে।

সকল প্রকারের অন্ধকারের মধ্যে তিনিই সকল প্রকারের আলোকরূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রেমিকজনের নির্জ্জন-সাধন-কক্ষে তিনিই প্রাণের বন্ধু সাজিয়া মিলনের আনন্দ-মদিরা বিতরণ করেন। হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহারই হৃদয়ের ভাব-ভঙ্গী, পরাণে পরাণে তাঁহারই প্রাণের প্রতিবিম্ব। বিহঙ্গকুল তাঁহারই নিকটে সঙ্গীতের আলাপ শিখিয়াছে, ফুলদল তাহাদের নশ্বর দেহে তাঁহারই দেহের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য, তাঁহারই দেহের কোমলতা ও কমনীয়তা মাখিয়া লইয়াছে। আমি অতি তুচ্ছ নরাধম হইয়া কেমন করিয়া তাঁহার

রূপের প্রশংসা ও গুণের মহিমা বর্ণনা করিব!! তিনি যে স্বয়ং সেই প্রেমময়ের একমাত্র প্রেমাস্পদ! তিনি যে সেই সর্ব্বশক্তিমানের একমাত্র গুণধর। বটে বটে, তিনি, এক খোদার ছোট, আর সকলের বড়।

চয়নিকা

হজরত শাহ আফাকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বাদ হামদ্ ও ছালাত বক্তব্য এই—আমাদের শেখোল-মশায়েখ্ হজরত শাহ্ মোহম্মদ আফাক আপনার সময়ের 'গ'ওছ' ছিলেন। তিনি তাঁহার বোজর্গানের নিকট সমুদয় প্রসিদ্ধ ছেল্ছেলার এজাজৎ লাভ করিয়াছিলেন। হজরতের তরিকা যাবতীয় তরিকার সারসংগ্রহ এবং সাধনের পক্ষে এত সহজ যে, আল্লাহ তাআলাকে লাভ করিবার জন্য এই তরিকাই সকলের চেয়ে অতি নিকটের পথ। কাজেই এই শেষ জমানার (যুগের) সম্পূর্ণ উপযোগী। হজরতের যোগবল অতি উচ্চ ছিল। যিনি ভারতের সর্ব্বত্র বোজর্গ অলিআল্লাহ্ বলিয়া সম্মানিত, আমাদের হৃদয়ের আলো, প্রাণের আনন্দ সেই হজরৎ মওলানা ফজ্‌লে রহমান ছাহেব ইঁহারই প্রিয়তম মুরিদ ও সর্ব্বপ্রধান খলিফা ছিলেন। আমাদের মোর্শেদ পরম পূজনীয় হজরৎ মওলানা আহামদ মিয়া ছাহেব মওলানা

মরহুমের অর্থাৎ জনাব হজরত মওলানা ফজলে রহমান ছাহেবের প্রধান খলিফা।

আমাদের এই তরিকা হইতে যতগুলি তরিকা বাহির হইয়াছে, আর কোনও তরিকা হইতে ততগুলি বাহির হয় নাই। কারণ ইহা হজরত রছুল করিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আছহাব ও খলিফা হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের সহিত মিলিত।

(১) ছোলতানুল আরেফিন হজরত বায়েজিদ হইতে তরিকা-ওয়ায়ছিয়া।

(২) হজরত খাজা আব্দুল খালেক গজ্‌দওয়াণী হইতে তরিকা-খাজগান্‌।

(৩) খাজগান খাজা হজরত মোহম্মদ নক্সবন্দ (রঃ) হইতে তরিকা-নক্সবন্দি।

(৪) হজরত মোজাদ্দেদ আল্‌ফেছানি হইতে তরিকা মোজাদ্দেদিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

পুনশ্চ—মোজাদ্দেদী-তরিকা হইতে আরও কয়েকটী তরিকা নির্গত হইয়াছে। যথা,—

১। তরিকা-এ-হজ্‌রতাএন্‌

{হজরত ইশা ও
হজরত খাজেনূর হমৎ কর্ত্তৃক।

২। তরিকা আহ্‌ছনিয়া—

{হজরত ছৈয়দ আদম
বনৌরি কর্ত্তৃক।

৩। তরিকা-এ-হজরত শাহ্ অলি উল্লাহ।

৪। জোবায়রিয়া। ৫। মজ্হরিয়া।

৬। তরিকা মোহম্মদিয়া

{ খাজা শাহ্ এন্দলিব কর্ত্তৃক।

৭। তরিকা জামেউল্-বর্কাৎ

{ শেখোল-মশায়েখ হজরত শাহ আফাক কর্ত্তৃক

হজরত মির্জা মজহর জানে জানান ছাহেবের আশীর্ব্বাদে হজরত শাহ্ আফাকের জন্ম হয়। পিতৃক্রমে তিনি হজরত মোজাদ্দেদ পাকের পুত্র হজরৎ খাজেনূর হমৎ মোহম্মদ ছইদের বংশধর, নিম্নে হজরতের বংশতালিকা দেওয়া হইল।

হজরত মোজাদ্দেদ আল্ফেছানি শেখ আহমদ ছর্হেন্দী
|
হজরত খাজেনূর হমৎ মোহম্মদ ছইদ
|
হজরত শেখ আব্দুল আহাদ্ শাহ্ গোল্
|
হজরত শেখ মোহম্মদ নকি আলায়হের হমৎ
|
নবাব আজহরুদ্দিন খান্ ছাহেব মনছব্দার
| (মোগলসম্রাট আওরংজেবের রাজত্বকালে)
জনাব আহ্ছনুল্লাহ খান ছাহেব।
|
হজরত শাহ আফাক

হজরত শাহ্ আফাকের ছেল্‌ছেলা, হজরত মোজাদ্দেদ পাকের ছাজ্জাদানশিনের পুত্র খাজা মোহম্মদ মাছুম ছাহেবের সহিত মিলিত। হজরত তাঁহার মোর্শেদ জনাব হজরত জিয়াউল্লাহ্ আলায়হের রহ্‌মতের নিকট যাবতীয় কামালিয়ৎ হাছেল করিয়াছেন। ইনি কেব্‌লায়ে আলম্ খাজা মোহম্মদ জোবাএর ছাহেবের খলিফা ও হজরত খাজা নক্সবন্দ বোখারীর বংশধর।

হজরত আফাক, জনাব হজরত খাজা মিরদর্দ্ আলায়্-হের্‌র্হ্‌মতের পবিত্র সংসর্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়া কোৎবিয়ৎ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। হজরতের বেলায়েতের পুণ্যচ্ছায়া কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি কাবুলরাজ্যে পদার্পণ করিলে তৎকালীন কাবুলের আমীর জমান শাহ্ তাঁহার মুরিদ হইয়াছিলেন। ১১৬০ হিজরি, ৪ঠা মোহর্‌র্ম তারিখে দিল্লীনগরীতে হজরতের জন্ম হয় ও হিজরি ১২৫১, ৭ই মোহর্‌র্ম বুধবারে তাঁহার লোকান্তর ঘটে। ৮ই মোহর্‌র্ম বৃহস্পতি-বার মছ্‌জিদের পশ্চাদ্দিকে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে।

ফয়েজে রহ্‌মানী

হজরত ওমর ফারুক রযিআল্লাহো আন্‌হু, হজরত রছুল করিম আলায়হেছ্-ছালামের নিকট শুনিয়াছেন, 'দিনের' অর্থাৎ এছলাম-ধর্ম্মের তিনটী প্রধান অঙ্গ। যথা ঃ—

১। **ঈমান**—পবিত্র কোর্আন ও হাদিছ শরিফে যাহা যাহা আদিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ভুল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

২। **এছলাম**—ফর্জ, ওয়াজেব ও মোস্তহব ইত্যাদি যাবতীয় আদেশ যথাবিধি প্রতিপালন ও কোফর্, শের্ক, বেদ্অৎ ও হারাম ইত্যাদি সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা।

৩। **এহছান**—এরফান; প্রত্যেক বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব। আকায়েদ শাস্ত্রে ঈমানের ব্যাখ্যা, ফেক্হ্ শাস্ত্রে এছলামের বিবরণ এবং তাছৌয়ফ্ গ্রন্থে এহ্ছানের মর্ম্ম লিখিত আছে। আর কোর্আন ও হদিছ শরিফে উক্ত তিনটী বিষয়ের জ্ঞানই সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে।

হনফিয়া, মালেকিয়া, হাম্বলিয়া ও শফ্ইয়া, চারিটী মজ্হব্ই সত্য, একটীও গোম্রাহ্ (পথভ্রষ্ট) নহে এবং আওলিয়াগণের তরিকা সমূহের সমুদয়ই পবিত্র কোর্আন ও হদিছ সম্মত। শরিয়ৎ ও তরিকতের মতভেদের তত্ত্ব অতীব গুরুতর বিষয়, সাধারণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগোচর। খোদার চরিত্রে চরিত্রবান্ পরমতত্ত্বদর্শী মহাবিজ্ঞ আলেমগণ এই মতভেদের নিগূঢ় তথ্য বিশেষরূপে অবগত আছেন। "মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ যেন সোনা ও রূপার এক একটী খনি" এই সঙ্কেত বাক্যই উক্ত মতভেদের ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট।

নক্‌শ্‌বন্দিয়া, কাদেরিয়া, ছেহ্‌রওয়ার্দিয়া ও চিশ্‌তিয়া এই চারি তরিকা হইতে অবশিষ্ট যাবতীয় তরিকা বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকের নেছ্‌বৎ উল্লেখ করা হইতেছে।

১। নক্‌শ্‌বন্দিয়া তরিকা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রযিআল্লাহো আন্‌হুর সহিত মিলিত। এই নিমিত্ত এই তরিকা সকলের অপেক্ষা অল্পদূর ও সহজসাধ্য। হজরত ছিদ্দিক আকবর এব্রাহিমি অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র স্বভাব হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলায়হেছ-ছালামের অনুরূপ ছিল।

২। কাদেরিয়া তরিকার বোজর্গ্‌গণের নেছবৎ হজরত ওমর ফারুক রযিআল্লাহো আন্‌হুর সহিত ও হজরত ফারুকের নেছবৎ হজরত মুছা আলায়হেছ ছালামের সহিত ছিল। এই কারণেই গওছোল্‌আ'জম হজরত বড়পীর ছাহেবের অতি উচ্চ সোপানের কারামৎ ও জালাল প্রকাশ পাইয়াছিল।

৩। ছেহ্‌র্‌ওয়ার্দি তরিকার বোজর্গ্‌গণ হজরত ওছমান রযিআল্লাহোআন্‌হুর সহিত ও হজরত ওছমান রঃ আঃ হজরত নুহ্‌ আলায়হেছ্‌ ছালামের সহিত নেছবৎযুক্ত।

৪। চিশ্‌তিয়া তরিকার বোজর্গান্‌ হজরত আলী রযি-আল্লাহো আন্‌হুর ও হজরত আলী রঃ আঃ, হজরত ঈছা আলায়হেছ ছালামের নেছবৎ বিশিষ্ট। এই জন্যই চিশ্‌তিয়া খান্দানের বোজর্গান্‌, দমে-ঈছারূপ সঙ্গীত বা ছামার বড়ই পিপাসা রাখেন।

হদিছ শরিফে লিখিত আছে, কতকগুলি বালিকা

দফ্ বাজাইতে বাজাইতে হজরত রছুল করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের নিকটে বসিয়া খোদা ও রছুলের গুণগান করিতেছিল, হজরত শুনিতে ছিলেন। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রঃ আঃ আসিলেন; তিনিও শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন হজরৎ ওমর রঃ আঃ আসিলেন, বালিকারা গান বন্ধ করিল ও দফ্ লুকাইয়া রাখিল। হজরত ওমর রযিআল্লাহোআন্‌হুর স্বভাব বালিকাদের জানা ছিল। হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শ্‌বন্দ্ আলায়হের্‌হমতের ছেল্‌ছেলা হজরত ছিদ্দিক আক্‌বরের সহিত মিলিত। এই জন্য তিনি বলিতেন "না ইঁকার মিকোনম্, না এন্‌কার্ মিকোনম্" অর্থাৎ না আমি এ কাজ করি, না তাহা এন্‌কার করি। মানে, "আমি ছামা (খোদারছুলের প্রেমগান) শুনি না, শুনা যায় না এ কথাও বলি না।" হজরত মোজাদ্দেদ আল্‌ফেছানি আলায়হের্‌হমৎ হজরত ওমর ফারুক রযি আল্লাহো আন্‌হুর বংশধর ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বভাব ফারুকি ছিল। কাজেই তিনি ছামার ধারপাড়েও যাইতেন না। আবার তাঁহার খলিফা খাজা মোহম্মদ হাশেম ছামা শুনিতে লাগিলেন। হজরৎ মোজাদ্দেদ পাক এ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "তিনি কামাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নিষেধ করি না।" হজরৎ মির্জ্জা জানে-জানান কোদ্দেছা-ছিরেহু হজরৎ মোজাদ্দেদ পাকের বড়ই ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ছামা শুনিতেন। কেহ হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের নিকটে গিয়া

নিবেদন করিলেন, "হুজুর! মির্জা ছাহেব ছামা শুনেন, আর আপনি শুনেন না, তার অর্থ কি?" হজরত আদেশ করিলেন "তিনি এ পথে কান দিয়া চলেন, আমি চক্ষু দিয়া চলি।" প্রেমিকের তত্ত্ব প্রেমিকই বুঝেন।

নেশা—এ—এরফান

(পরমার্থের নেশা)

তওবা—লজ্জা ও অনুতাপের সহিত পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে ফিরিয়া আইসার নাম তওবা।

[হাদিছ—আন্‌-নদমো তওবাতুন্‌।
অর্থ—অনুতাপই তওবা]

এনাবৎ—আল্লাহোতাআলার দিকে মন ফিরাইবার নাম এনাবৎ এবং ইহাই তওবার সত্যতার পরিচয়।

জোহ্‌দ্‌—আল্লাহ্‌ তাআলা ভিন্ন যাবতীয় বিষয়ের সম্বন্ধ ছেদন করাকে জোহদ্‌ কহে।

ছব্‌র্‌—খোদা ও রছুলের আদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করার নাম ছব্‌র্‌। অপর কথায়, খোদা ও রছুলের নিষেধ ও বিধি সমুদয় প্রতিপালন করিতে যে সকল ক্লেশ ও পরিশ্রম ভোগ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা এস্কে হকিকির অর্থাৎ ঐশ প্রেমের বলে, অথবা বিবেকের অনুরোধে

পরিণাম ভাবিয়া, আনন্দের সহিত সহ্য করিবার ক্ষমতাকে ছব্‌র্ কহে।

শোক্‌র্—আল্লাহ্‌তাআলার সমুদয় আদেশ যথাবিধি প্রতি-পালন ও নির্দ্দিষ্ট উপাসনা ও আরাধনা সকল যথাকালে যথা-নিয়মে ভয়-ভক্তি সহকারে সম্পাদন করাকে শোক্‌র্ কহে।

মানে,—শরীর মন প্রাণ বা ধনসম্পত্তি যে পরম দাতার দান, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জ্ঞানে তাঁহারই প্রদত্ত ঐ সমুদয় দান তিনি যে যে কার্য্যে যে যে ভাবে ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা সেই সেই কার্য্যে সেই সেই ভাবে বিলাইবার নাম শোক্‌র্। শোক্‌র্ শব্দের অর্থ কৃতজ্ঞতা।

তওয়াক্কোল্—তওহিদের জ্ঞান পূর্ণ হইলে সুখে-দুঃখে সকল সময়ে আত্মসমর্পিত অবস্থায় খোদার উপরি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকার নাম তওয়াক্কোল্।

জেক্‌র্—আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা—মনে বা মুখে অথবা মনে-মুখে তাঁহার পবিত্র নাম ও গুণগান জপ করার নাম জেক্‌র্।

তওয়াজ্জোহ্—আল্লাহো জালালোহুর সহিত হৃদয়ের (দেলের) যোগ হওয়ার নাম তওয়াজ্জোহ্।

মোরাকেবা—আল্লাহ তাআলাকে সর্ব্বদা হাজের নাজের মনে করা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সর্ব্বদা এই মনে করা যে, খোদা আমার অন্তরে ও বাহিরে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমুদয়ই দেখিতেছেন।

রেয়াজৎ—চরিত্র সংশোধনের জন্য, অন্তরের যাবতীয় ব্যাধি দূর করিবার নিমিত্ত, খেদমতে খালাএক (লোকসেবা), অনাহার, অনিদ্রা বা অল্পাহার, অল্প নিদ্রা,অল্পালাপ ইত্যাদি কষ্টকর ব্রত পালন করা।

কানাআৎ—যাহা কিছু আছে তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট থাকা, লোভ বা ক্ষোভ না করা, ইহাই কানাআৎ।

ওজলৎ—খোদার ধ্যান আরাধনার জন্য নির্জ্জনতা অবলম্বন।

প্রকৃতপক্ষে কোন লোকই ভালও নয়, মন্দও নয়। যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে লোকের আত্মায় বা প্রকৃতিতে ভালমন্দ আগমন করে। খোদার সহিত যাহার যোগ হইয়াছে, সেইজনই ভাল, সেই ব্যক্তিই পরম ভাগ্যবান। খোদার সহিত যাহার যোগ হয় নাই, প্রেম জন্মে নাই, সে কিছুই নয়; তাহার জীবন বৃথা। আপনাকে কখনও ভাল বলিয়া অনুমান করিবেন না, কেননা ইহাই অহঙ্কারের মূল।

জাহুরারে মোহব্বৎ

(প্রেমের তত্ত্বমালা)

এই অঙ্কে কোৎবুল্ আক্তাব হজরৎ মোহম্মদ শাহ আফাক এবং মোজাদ্দেদুজ্জমান্ হজরৎ মওলানা ফজলে-রহমান কোদ্দেছা ছের্‌হোমার পবিত্র বচন সমূহ লিখিত হইয়াছে।

১। পীর ও মোর্শেদ্ হজরৎ মওলানাকে কেহ ছামা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, হজরৎ উত্তর করিলেন, "কেহ যখন গান করিতে করিতে পথ চলিয়া যায়, আমি তখন ব্যাকুল হইয়া পড়ি।"

২। কেহ নিবেদন করিলেন, "হুজুর! বিপদের সময়ে বা হাজতের (মনস্কামনার) জন্য 'ইয়া রছুলুল্লাহ' বলা সম্বন্ধে আপনি কি আদেশ করেন?" তিনি পাক জবানে উত্তর করিলেন, "হজরৎ রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের খেদমৎ মোবারকে এক অন্ধ আসিয়া চক্ষু চাহিল। হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম্ তাহাকে 'ইয়া মোহম্মদো ইন্নি আতাওয়াজ্জাহো এলায়কা' এই দোআ তেলাওৎ করিতে আদেশ করিলেন।" ঐ ব্যক্তি হজরতকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি তবে হজরৎ রছুল করিমেরই কথা?" হজরত কহিলেন, হুজুর আলায়হেছ ছালামের পর ওছমান-বিন্-হনিফ (রঃ আঃ) নামক একজন ছাহাবি মহোদয়ও ঐ দোআ এক জনকে শিখাইয়াছিলেন।"

৩। একব্যক্তি হজরতের নিকট ফাতেহা করার দলিল (প্রমাণবাক্য) চাহিলেন। হজরৎ মোর্শেদেনা কহিলেন, "হুজুর আলায়হেছ্ ছালাম কোর্বানী জবেহ্ করিবার কালে বলিতেন "ইহা আমার উম্মৎগণের তরফ হইতে।" বছ্, ইহাই ফাতেহা।

৪। হজরত শাহ্ আফাক রহমতুল্লাহে আলায়হে এক

নিশ্বাসে বারহাজার নফি এছবাৎ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি প্রথম প্রথম চারিহাজার নফি এছবাৎ করিতাম। আমাদের হজরৎ মোর্শেদও প্রথম অবস্থায় পাঁচশত বার নফি এছবাৎ সাধন করিতেন।

৫। হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এছলামের যাবতীয় আর্কান যথাযথ প্রতিপালন করেন, তিনিই অলি। তাঁহার অলি হওয়ার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ যদি এছলামের সমুদয় আর্কান পালন করার সঙ্গে সঙ্গে হারাম কার্য্যও করে, তাহার কি অবস্থা?" হজরৎ উত্তর করিলেন, "সে যেন উপাদেয় বস্তু আহারের পর বিষ ভোজন করিল; আর যে জন খোদাকে হাজের নাজের জানে, সে কেমন করিয়া ওরূপ করিবে?"

৬। হজরৎ বলিয়াছেন, 'আল্লাহ' এই পাক নামের অর্থ 'মনোমোহন'।

৭। ছুলুক সম্বন্ধে 'হছ্‌নে-হছিন' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ আর নাই।

৮। খোদার বান্দাগণ সুখের তালাস করেন না।

৯। আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করিবার প্রবল পিপাসার নাম রেলাএৎ—অলির মকাম।

১০। ছুন্নতের তাবেদারিই গওছিয়ৎ ও কোৎবিয়ৎ। ছুন্নৎ সমূহের পায়রবি (পদানুসরণ) পূর্ণ হইলেই মানুষ পরম ভাগ্যবান গ'ওছ ও কোৎবের পদ লাভ করেন।

১১। হজরৎ এমাম গেজ্জালি রহমতুল্লাহে আলায়হে আদেশ করিয়াছেন, "বড় বড় ছাহাবাগণ আজকাল জীবিত থাকিলে লোকে তাঁহাদিগকে পাগল ও কাফের বলিয়া মনে করিত।

১২। হজরত পীর মোর্শেদেনা কহিয়াছেন, "একটী কূয়ার জল লোনা ছিল। আমি একদিন সেখানে তছবিহ পড়িতেছিলাম দৈবাৎ আমার হাত তছবিহ খানি কূয়াতে পড়িয়া যায়। সেই হইতে সে কূয়ার জল মিঠা হইয়া গিয়াছে।"

১৩। হজরৎ বলিয়াছেন, "ছোটবেলায় আমার সহিত হজরৎ রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের আছ্‌হাব রযি আল্লাহো আনহুমের সাক্ষাৎ হইত।

১৪। এক সময় মোরাদাবাদ শরিফে একব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন, কোন মহাজন হজরতের শিয়রে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আসিয়া হজরতের নিকট স্বপ্নের কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া হজরৎ কহিলেন, "আমার শিয়রে বসেন এমন লোক ত আজকাল আমার নজরে পড়ে না।" ইতিমধ্যে আ'লা হজরৎ শাহ আফাকের পুত্র মিঞা আতা ছাহেব মদিনা মোনাউরা হইতে হিন্দুস্থানে পৌঁছিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। হজরৎ তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অভ্যাগত মহাজনকে চারপায়ীতে বসাইয়া হজরৎ তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া গেলেন। যতদিন তিনি রহিলেন, ততদিন আদবের জন্য হজরৎ কাহারও প্রতি রাগ করিলেন না বা বড়

আওয়াজে কথা কহিলেন না। কহিলেন, "যদি আমার সাত রাজার রাজত্ব রহিত, হজরতের জন্য ব্যয় করিতাম।" ঠিক এই সময়ে তিনি হজরৎ শাহ্ আফাককে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি তাঁহার উপর বড়ই প্রসন্ন হইয়াছেন। হজরৎ শোকর গোজারি করিলেন।

১৫। হজরৎ বলিয়াছেন, "রুমনিবাসী এক ব্যক্তি আমাকে জেনের অত্যাচার জানাইল। আমি কহিলাম,—"তুমি সে জেনকে আমার ছালাম জানাইও।" সে ব্যক্তি ঐ রূপই করিল, জেনও তথা হইতে চলিয়া গেল।"

১৬। কেহ নিবেদন করিল—"হজরৎ, এই মছজিদে জেন ছিল। উহারা মানুষকে দুঃখ দেয়।" আমি মোরাকেবায় বসিয়া দেখিলাম, একজন জেন্ আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?"

সে কহিল—"আমি জেন্। আপনার নিকটে মুরিদ হইতে আসিয়াছি। আমি তাহার বয়অৎ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলাম—"দেখ খবরদার! এ মছজিদে কাহাকেও কষ্ট দিও না।" সেই হইতে আর কেহ কোনদিন জেনের কথা বলে নাই।

১৭। হজরৎ কহিয়াছেন,—"আমি একদিন মোরাকেবায় দেখিলাম, পরিগণ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আমরা জেনের কন্যা।" সকলেই মুরিদ হইয়া চলিয়া গেল।

১৮। সাক্ষাতের পূর্ব্বে হজরত পীর মোর্শেদেনা আমাকে

পত্রযোগে জানাইয়াছেন,—“এৎমিনানের জন্য অর্থাৎ অন্তরে (দেলে) শান্তি আনিবার নিমিত্ত মগ্‌রেবের সময় জিহ্বা না নড়াইয়া আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ ১০০ বার, জবান দিয়া লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ ১০০ বার পড়িও।

১৯। মুন্সী ছালেকরাম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরৎ বলিলেন, দিল্লীতে আমার নিকট পাঁচটী টাকা ছিল। আমার চিন্তা হইল টাকা কয়টী কেমন করিয়া বাড়ীতে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দি। হজরত শাহ আফাক (রঃ) আমার চিন্তার বিষয় অবগত হইয়া আমাকে বলিলেন,—“টাকা আমাকে দাও, আমিই পাঠাইয়া দিতেছি। একমাস পর হজরত আমাকে কহিলেন, “তোমার টাকা বাড়ী পৌছিয়াছে।” অতঃপর বাড়ী গিয়া জানিলাম, ঐ দিনই রাত্রিকালে স্বয়ং আ'লা হজরত দুয়ারে দাঁড়াইয়া পর্দ্দা হইতে মাকে টাকা কয়টী দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—“তোমার পুত্র মঙ্গলেই আছে।”

২০। হজরৎ আমাকে নিম্নলিখিত অজিফা প্রত্যহ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। ‘ইয়া হাইও ইয়া কাইউমো’ ১০০ বার, ‘আলিফ-লাম্‌-মীম্‌ লা-এলাহা ইল্লা হুয়াল্‌ হাইউল্‌ কাইউমো’—১০০ বার।

‘লা-এলাহা ইল্লা আন্তা ছোব্‌হানাকা ইন্নি কুন্তো মিনাজ্জালেমিন’—১০০ বার।

বাদ মগ্‌রেব ‘ইয়া বাকী আন্তাল্‌ বাকী’—১০০ বার।

এ ছাড়া হজরত কোর্‌আন শরিফ ও দালাএলোল্ খায়রাৎ সর্ব্বদা তেলাওত করিতেন।

২১। হজরৎ লিখিয়াছেন—"এহিয়াউল্-উলুম ও কুওতোল্-কুলুব" ইত্যাদি গ্রন্থে ইমানের বহু মারাত্মক বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। তম্মধ্যে যে কয়টী মূল কারণ হইতে যাবতীয় গোনাহ্ উৎপন্ন হয়, তাহা নিম্নের চক্রে সন্নিবেশিত হইল। এই দায়েরা (চক্র) যতই অতিক্রম করিবে, ততই উন্নতিলাভ হইবে।

গঞ্জিনা—এ—ফক্‌র্

যে এল্‌মের (বিদ্যার) সহিত ইমানের যোগ আছে, তাহাই প্রকৃত এল্‌ম্। যে ইমানের সঙ্গে খোদা ও রছুলের প্রেম আছে, তাঁহাই প্রকৃত ইমান। এবাদৎ বন্দেগীই প্রেমের (মোহব্বতের) পরিচয়।

ইয়ারের গলি হইতে—আল্লাহ্ তাআলার হুজুরী হইতে এক মুহূর্ত দূরে অবস্থান করা, অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা

আমার সহিত এক অভিন্ন ভাবে বিরাজ করিতেছেন এই জ্ঞান, এই ধ্যান মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাওয়া আঁশেক (প্রেমিক) গণের মজ্‌হবে হারাম বলিয়া গণ্য।

এশ্‌ক্ ও আঁক্‌লের অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমের সংযোগে হৃদয়ে যে পরম ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকে ওন্‌ছ্‌ বলে। দুইজন বন্ধুর মধ্যে প্রেম যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন উভয়ের আলাপ আধ আধ ভাঙা ভাঙা হইয়া যায়। সমুদয় জগৎ সেই প্রেমময় স্বষ্টিকর্ত্তার প্রেমের বিকাশে একটী অসম্পূর্ণ বাক্য মাত্র।

'আঁলম তামাম এক ছোখ্‌নে নাতামামে উস্ত্‌'

অর্থ—সমুদয় বিশ্ব তার প্রেমের বিকাশ—অসম্পূর্ণ একটী বচন।

পূর্ণ প্রেমিক (আঁশেকে কামেল) না হওয়া পর্য্যন্ত রাজে তখ্‌লিক অর্থাৎ সংসারের স্বষ্টিরহস্য কেহই বুঝিতে পারিবে না।

প্রেমিকের প্রেমালাপ ইঙ্গিত বচন
যে বুঝে সে বুঝে, নাহি বুঝে অন্য জন

মহবুবে রব্বানী হজরৎ মোজাদ্দেদ্ আল্‌ফেছানি রহমতুল্লাহ আঁলায়হে, হজরত রছুলে করিমের একজন শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলেন। তাঁহা দ্বারা এছলামের যেরূপ বহুল প্রচার ও শরিঅতের নবজীবন লাভ ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত

নহে। তিনি তরিকৎ ও হকিকৎকে শরিঅতের খাদেম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শরিঅতের তিনটী অঙ্গ, যথা—এল্‌ম্‌, আমল্‌ ও এখ্‌লাছ এবং তিনি বলিয়াছেন, ছুফিগণের তরিকা সাধন না করিয়া এখ্‌লাছ (খাঁটি-নিষ্কাম ধর্ম্মভাব) লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। তওহিদে ওজুদির * নিগূঢ়তত্ত্ব তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণে বিকাশ পাইবার পর তিনি তওহিদে শুহুদির † জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তিনি ওয়ারাউল-ওয়ারার মকামে পৌঁছিয়াছিলেন বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন। হজরৎ মহিউদ্দিন এবে্‌ আরবী রহমতুল্লাহ্‌ আলায়হে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"তিনি খোদার মকবুল জবরদস্ত্‌ বোজর্গ ছিলেন। তাঁহাকে যাহারা এনুকার করে তাহারা অন্ধ,—তাহাদের নাজাতের (মুক্তির) আশঙ্কা আছে।"

---

* তওহিদে ওজুদি—অস্তিত্বগত একত্ববাদ অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে। এই তওহিদেরই আর এক নাম 'হামাউস্ত'—সবই তিনি।

† তওহিদে শুহুদি—এই তওহিদেরই আর এক নাম 'হামা জোস্ত', মানে, সবই তাঁহা হইতে। তবেই বুঝা যায়, তওহিদে অজুদি ও শুহুদির মধ্যে অর্থাৎ হামাউস্ত ও হামা জোস্তের মধ্যে মানে,—'সবই তিনি' এবং 'সবই তাঁহা হইতে' এই দুই কথার মধ্যে শুধু শব্দেরই যা প্রভেদ, অর্থের কোনই পার্থক্য নাই। কারণ, 'সবই তাঁহা হইতে' তার মানে সকলই স্বয়ং আল্লাহ্‌ হইতে। যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌ হইতে, তাহা আল্লাহ্‌ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। ভিন্ন না হইলেই অভিন্ন।

হজরত মোজাদ্দেদ্ পাক (রঃ) হন্‌ফি মজহব রাখিতেন। তিনি বাদশাহ্‌কে সম্মানের ছেজদা করেন নাই ও তাঁহার কথা অনুসারে কাজ করেন নাই বলিয়া, হজরত নবিগণের ছুন্নত স্বরূপ পরনির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন—দুই বৎসর কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। হজরৎ খাজেমুর হমৎ ও হজরৎ ঈশাঁ এই দুই মহাত্মা তাঁহার পুত্ররত্ন ছিলেন। হজরৎ শাহ্ গোল্ হজরৎ খাজেমুর হমতের পুত্র, মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। হজরৎ মোজাদ্দেদ্ পাক বলিয়াছেন, "হজরত বড়পীর জিলানী কোদ্দেছা ছিরেহুল্ আজিজ আমার মনিব, আমি তাঁহার নায়েব।"

হজরত শাহ কামাল কাথায়লি একজন জবরদস্ত কামেল অলিআল্লাহ্ ছিলেন। তিনি বনে জঙ্গলে কবরস্থানে বেড়াইতেন। তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা হইলে আল্লাহ তাআলার মহিমায় তৎক্ষণাৎ একটী শহরের সৃষ্টি হইত। শহরের লোকজন তাঁহাকে নিতান্ত সম্মান ও তা'জিমের সহিত জেয়াফত করিয়া খাওয়াইত। হজরত তথায় আহার করিয়া রাত্রিযাপন করিতেন। প্রাতঃকালে সেই গাএবী শহর গাএব হইয়া যাইত।

হজরৎ গাল্‌বায়ে হাল অর্থাৎ ভাব প্রাবল্যের জন্য জামাআতের নামাজে উপস্থিত হইতেন না। এই কারণ তাঁহার প্রতি একজনের এন্‌কার (অবহেলা) আসিল। ঐ লোকটী একদিন কোন কারণে কোন মাঠে গেল। নামাজের সময়

উপস্থিত হইলে, সে এক অপরূপ ঘটনা দেখিতে পাইল। দেখিল, একটী মনোহর বাগান, তার মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড হাওজ পানীতে ভরপূর; পার্শ্বে একটী পরিষ্কার দিব্য মছজিদ। বহুলোক নামাজ পড়িতেছে; হজরৎ শাহ কামাল এমাম হইয়াছেন। লোকটীও ঐ জামাআতে শামিল হইয়া নামাজ পড়িল। বাহির হইয়া দেখিল, সেখানে লোকজন, হাওজ বা মছজিদের কোনই চিহ্ন নাই। সেই অবধি হজরৎ শাহ্ কামাল ছাহেবের প্রতি তাহার এন্‌কার দূর হইয়া গেল।

হজরৎ পীর মোর্‌শেদেনা ছোট বেলা আ'লা হজরৎ শাহ আফাক ছাহেবের খলিফা হজরৎ শাহ হয়দর আলী ছাহেবের নিকট ফএজ হাছেল করিয়াছেন। হজরৎ কেব্‌লায়ে আলম মোহম্মদ শাহ আফাকের এই চারিজন প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন।

১। হজরৎ খাজা মোহম্মদ নাছের এন্দ্‌লিব।

২। হজরৎ শাহ্ কোৎবুদ্দিন।

৩। হজরৎ খাজা মোহম্মদ আব্দুল আদেল।

৪। হজরৎ খাজা মোহম্মদ জিয়া উল্লাহ্।

হজরৎ মোজাদ্দেদ রহমতুল্লাহ্ আলায়হের পিতা হজরৎ মখ্‌তুম শেখ আব্দুল আহদ্ ছাহেব, হজরৎ আব্দুল্ কুদ্দুছ গাঙ্গুহীর মুরিদ ছিলেন।

[এল্‌মে তাছৌয়ফের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিখ্যাত 'হছ্‌ন্-হছিন' হইতে দুই চারিটী মূল্যবান কথা]

১। আল্লাহ্ তাআলার দিকে তাওয়াজ্জোহ্ লাভ

করিবার জন্যই দোআ তেলাওৎ করিতে হয় এবং দোআ করিলেই তাহা কবুল হইয়া থাকে।

২। আল্লাহ্ তাআলা আদেশ করিয়াছেন, "ইন্না এন্দাজ্‌জন্নে আব্দি বি ওয়া আনা মাআহু এজা জাকারানী ; ফা-ইন্ জাকারানি ফি নফ্ছেহি, জাকার্তোহু ফি নফ্ছি। ওয়া ইন্ জাকারানি ফি মালাএন্, জাকার্তোহু ফি মালাএন্ খাএরোম্ মিন্হো।"

অর্থ—

নিশ্চয়ই আমি আমার বান্দার অনুমানের নিকটবর্ত্তী (ভাল ভাবিলে ভালই, মন্দ মনে করিলে মন্দই) ও আমি তাঁহার সঙ্গে থাকি যখন সে আমার জেকের করে। সে যদি দেলে দেলে আমার জেকের করে, তবে আমিও দেলে দেলে তাহার জেকের করি। আর যদি বহুলোকের মধ্যে আমার জেকের করে, তবে আমিও বহুজনের মধ্যে তাহার জেকের করি। ইহা হইতেই জেক্‌রে খফি ও হাল্‌কার জেকের প্রমাণিত হয়।

তের্মিজি শরীফে লিখিত আছে ঃ—

"ইন্না রাজোলান্ কালা ইয়া রছুলাল্লাহে, ইন্না শারাএ-এল্-এছ্‌লামে কাদ্ কাছোরাৎ আলাইয়া ; ফা-আম্বে'নী বেশায়এন্ আতাশাব্বাছো বিহি। কালা লা ইয়াযালো লেছানাকা রতাবান্ মিন্ জেক্‌রিল্লাহে।"

অর্থ—

এক ব্যক্তি নিবেদন করিল,—'ইয়া (হে) রছুলাল্লাহ্!

শরিয়ৎ আমার উপর বড়ই ভার হইয়াছে। অতএব আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দিন্ যাহাতে আমার শান্তি লাভ হয়।" হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম্ আদেশ করিলেন, "তোমার জবান যেন সর্ব্বদা জেকেরে ভিজা থাকে।"

"ইয়া কুলোল্লাহো আজ্জা ওয়া জাল্লা ছা-ইয়া'লামো আহ্‌লাল্ জম্‌এল্ ইয়াওমা মিন্ আহ্‌লিল্ করমে। কিলা, মন্ আহলাল্ করমে ইয়া রছুলাল্লাহ্! কালা হুয়া আহ্‌ল মজালেছেজ্জেক্‌রে মিনাল্ মছাজেদে।"

অর্থ—

আল্লাহ তাআলা বোজর্গ্ বরতর বলেন, আমি অতি সত্বর জানাইব (তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা সকলের নিকট তাহাদের স্বরূপ ব্যক্ত করিব) কাহারা 'আহলেল্ জম্‌অ' এবং কাহারা 'আহলেল্ করম'। জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর, আহলেল্ করম কাহারা? আদেশ করিলেন, মছজেদে বহুজন একত্র জেকের করে।

"ইন্না খিয়ারা আব্দেল্লাহেল্লজিনা ইয়োরাউনাশ্ শম্ছা ওয়াল্-কমরা ওয়াল্ আহেল্লাতা ওয়ান্নুজুমা ওয়াল্ আজেল্লাতা লেজেক্‌রিল্লাহে।"

অর্থ—

যাহারা আল্লাহ্ তাআলার জেকেরের জন্য সূর্য্য-চন্দ্র, নক্ষত্র ও ছায়ার প্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ বান্দা।

আল্লাহ্ তাআলার জেকেরের উদ্দেশ্যে পবিত্র অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সময় ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা জায়েজ হওয়ার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট দলিল।

"আকছরু জেক্‌রিল্লাহে হাত্তা ইয়াকুলু মজ্‌নুনোন্।"

অর্থ—

আল্লাহ্ তাআলার জেকের এত অধিক পরিমাণে কর, যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে।

"হছ্‌বি আল্লাহো লা এলাহা ইল্লাহু; আলায়হে তওয়াক্কাল্‌তো ওয়া হুয়া রব্বুল্ আর্শেল আজিম।"

কোন কোন মশাএখ বলিয়াছেন, কাহারও যদি উপরোক্ত অজিফা ভিন্ন আর কোনও অজিফা না থাকে, তথাপি যথেষ্ট।

আমাদের হজরত সকলকে প্রায়ই এই দোআটী পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। যথা,—

"ছোব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দেহি।"

হজরত রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম্ আদেশ করিয়াছেন ঃ—

"আফ্‌জালুছ্-ছলাতে বা'দিল মক্তুবাতেছ্-ছলাতুন্ ফি জওফেল্-লায়্‌লে।"

অর্থ—

ফর্জ নমাজের পর অর্দ্ধরাত্রের নমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নমাজ আর নাই।

"ইয়াকুলোল্লাহো ছোব্‌হানহু ওয়া তাআলা,মান্ শাগালাহুল

কোর্‌আনো আন্‌ জেক্‌রি ওয়া ; মছাএলতী আ'তায়তোহু আফজলা মা আ'তাছ-ছাএলিনা, ওয়া ফজ্‌লো কালামেল্লাহে তাআ'লা আলা ছাএরিল কালামে কাফজ্‌লুল্লাহে তাআ'লা আলা খাল্‌কেহি।"

অর্থ—

পবিত্র পরাৎপর আল্লাহ্‌ জাল্লাজালালোহু আদেশ করেন, যে ব্যক্তি কোর্‌-আনের অধ্যয়ন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় আমার জেকের করিতে বা আমার কাছে কিছু চাহিতে পারিতেছে না, তাহাকে আমি অনেক বেশী দান করি ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে আমার নিকট ছওয়াল অর্থাৎ কামনা করে। এবং সৃষ্ট বস্তু সমুদয় অপেক্ষা আল্লাহ তাআ'লার শ্রেষ্ঠত্ব যত অধিক, তাঁহার কালামের (বচনের) শ্রেষ্ঠত্ব যাবতীয় কালাম অপেক্ষা তত অধিক।"

গোল্‌শানে—ওয়াহ্‌দৎ

(একত্বের উদ্যান)

"জোহ্‌দো রেয়াজৎ মে রহে আওর্‌ আঃ কা না'রা করে,
জবাঁ ছে জেক্‌রো শোগ্‌ল্‌ কে দেল্‌ আওর জেগের পারা করে,
বে-এশক্‌ কুছ্‌ হাছিল নহো হর্‌চন্দ ছর্‌ মারা করে,
আশেক্‌ জমালে-ইয়ার্‌ কা হর্‌ লহ্‌জা নজ্জারা করে,
ইয়েঃ ছব্‌ তফারোজ্‌ গাহ হয়্‌ নাজের ওহিআল্লাহ হয়,"

ব্যাখ্যা—জোহদ্ ও রেয়াজৎ কর, উঃ আঃ চীৎকার করিতে থাক এবং জেক্‌র্ ও শোগলের জর্ব (ঘা) মরিয়া দেল ও জেগের (কলিজা) ফাটাইয়া ফেল, কিন্তু যতই মাথা কুট না কেন, বিনা এস্কে—বিনা প্রেমে কিছুই লাভ করিতে পারিবে না। আশেক অর্থাৎ প্রেমিক সর্ব্বদা ইয়ারের (বন্ধুর) জামাল (সৌন্দর্য্য) দর্শন করেন। এই সমুদয় (সৃষ্টবস্তু) যেন একটী আনন্দের ভূমি এবং (সকলের চক্ষে) দর্শক স্বয়ং সেই আল্লাহ্ তাআলা।

উপরের কথা কয়েকটী বড়ই মূল্যবান, সংক্ষেপে অনেক দূরের কথা বলিয়া দিতেছে। এস্তেগ্রাক্-ফিৎ-তওহিদ অর্থাৎ তওহিদের ধ্যানে ডুবিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ছালেক্ বা মুরিদ শুধু জোহ্দ্ রেয়াজতের সাহায্যে কিছুই হাছিল করিতে পারিবে না। যতদিন ছালেকের দেলে গাএরিয়তের অন্ধকার থাকিবে, যতদিন সে বাতেনের নূরে—অন্তরের দিব্য আলোকে, সমুদয় আলমের হস্তি নেস্ত করিয়া—সারাটি জগতের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া আল্লাহ তাআলার জামালের মোশাহেদায়—অপার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া মস্ত, মদ্‌হোশ, পাগল, আপনহারা না হইবে, ততদিন তাহার দেলে আল্লাহ তাআলার এশ্‌কের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে না; ততদিন তাহার দেলের অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে না, এবাদতের পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। তাই মওলানা গাহিয়াছেন,—

"বে-এশ্‌ক্ কুছ্ হাছিল নহো হর চন্দ ছর্ মারা করে।
আশেক্ জামালেইয়ার কা হর্ লহ্‌জা নজ্জারা করে॥"

যতই মাথা কুট, যতই পরিশ্রম কর, প্রেমে একমগ্ন আত্মহারা না হওয়া পর্য্যন্ত এ পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যাহারা প্রেমিক, তাহারা প্রেমের আলোকে, একদর্শনের চক্ষে, সর্ব্বক্ষণ সেই জীবনের জীবন, নয়নের নয়ন, অচিন্ত্য অনন্তের অপার সৌন্দর্য্য দর্শন করে।

চোখাচোখি (মোশাহেদা) না হইলে বা ভাবের আদান প্রদান না থাকিলে প্রেম হওয়া অসম্ভব। কাজেই যতদিন হামা জোস্ত (সবই তাঁহা হইতে) বা হামা উস্ত (সকলই স্বয়ং তিনি) এই পরম জ্ঞানের ছোর্মা (অঞ্জন) দ্বারা বাতেনের চক্ষু উজ্জ্বল না হইবে, যতদিন হর্ হর্ জর্রায়—প্রতি পরমাণুতে আল্লাহ্ তাআলার অপার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ওয়াহ্‌দৎ অর্থাৎ এক দর্শন ও এক ধ্যানের ময়দানে উপনীত না হইবে, ততদিন ছালেক খোদার এশ্‌ক্ লাভ করিতে পারিবে না,—এবাদৎ-বন্দেগীর পূর্ণ আনন্দ দেখিবে না। এই মর্ম্মে কোন বোজর্গ কি সুন্দর এর্শাদ করিয়াছেন,—

"বাকী না মাঞ রহোঁ না মেরি আরজু রহে,
তব এশ্‌ক্ কী ময়দান মেঁ মেরি আবরু রহে।
আশেক্ কো চাহিয়ে কে নমাজে ফানা পঢ়ে,
খুনে-জেগের কি আব ছে কর্‌তা অজু রহে।"

অর্থ—আমিও যেন না থাকি, আমার কোন আর্জু বা কামনাও যেন না থাকে। তবেই এশ্‌কের ময়দানে আমার সম্মান বজায় থাকে। আশেকের কর্ত্তব্য এই, সে যেন ফানার নমাজ পড়ে। মানে,—নমাজ পড়িবার সময় যেন তাহার আনাইয়ৎ বা আমিত্ব-জ্ঞান রহিত হয় এবং সর্ব্বদা কলিজার রক্তে ওজু করে।

যে জমিটুকুর উপর হজরত নবি করিম ছল্লাল্লাহো আঁলায়হে ওয়াছাল্লামের পবিত্র দেহ বিদ্যমান আছে, আঁলেমগণ তাহাকে আঁর্শ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

অশিক্ষিত সাধারণ মুছলমান মা-বাপ, আঁলেম ও আপনা পীরের নিকট শুনিয়া মাত্র ইমান লাভ করে, এজন্য তাহাদের ইমানকে ইমান-তক্‌লিদি কহে। জাহের আঁলেমগণ পবিত্র কোর-আন্ ও হদিছ পাঠ করিয়া ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া ইমান লাভ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের ইমানকে ইমান এস্তেদ্‌লালী বলে।

ওলামাএ বাতেন তরিকতের পথে মেহনৎ করিয়া, কামেল মোর্শেদের তওয়াজ্জোহ্‌ পাইয়া বাতেনের চক্ষে ইমান প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া তাঁহাদের ইমানকে ইমান-শুহুদী বলা হয় এবং খাছানে-খাছ (বিশিষ্টাদপি বিশিষ্ট) ছিদ্দিক ও নবিগণের ইমান অতি উচ্চ ও অতি অব্যক্ত, এই হেতু তাঁহাদের ইমানের নাম রাখা হইয়াছে 'ইমান-বিল্‌গাএব'।

নক্‌দে ওয়াক্ত

"আজ্ হর্ চে মি রওয়দ ছোখনে-ইয়ার খোশ্-তরস্ত।"

পরম অমৃত যাহা বলে বন্ধুজন।

'নালাএ-এন্দ্‌লিবে' লিখিত আছে ঃ—"জানিয়া রাখ, যত-কাল ছালেক্ তাঁহার ছাএর (ভ্রমণ) মরাতেবে আফাক অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া কার্য্য সমূহকে দেখিয়া কর্ত্তার দর্শনলাভ করেন, ততকাল তাঁহাকে বেলায়েতে আমের দায়েরার ভিতরে দাখেল বলিয়া জানিতে হইবে। এই ছাএর—এই ভ্রমণ শেষ করিয়া ছালেক যখন ছাএরে আন্‌ফোছির মধ্যে উপস্থিত হন—অর্থাৎ যখন আপনার নফ্‌ছের বা নিজেরই মধ্যে ছাএর করিতে থাকেন এবং আল্লাহ্ তাআ-লার সমুদয় আয়াত (নেশানী, পরিচয়-লিপি) ও তাঁহার সমুদয় ছেফাতের জোহুর (গুণের বিকাশ) এবং জাতের তজল্লি আপনার জাহের ও বাতেনের আইনায় (দর্পণে) মোশাহেদা করেন—প্রত্যক্ষ দেখেন, তখন তাঁহার এই ছাএরকে বেলায়েতে ছোগ্‌রার মকাম কহে। ইহাই আওলিয়াগণের মকাম (অধিষ্ঠান)।

তারপর 'ছাএরে আফাকী' ও 'ছাএরে আন্‌ফোছি' (বিশ্ব-পর্য্যটন ও আত্মপর্য্যটন) হইতে মুক্তি লাভ করিবার পর ছালেক আলমে-আখেরৎ অর্থাৎ পরজগতে ছাএর করিতে করিতে এমন এক উচ্চাদপিউচ্চ মকামে উপস্থিত হন যে, সেখানে তাঁহার সমক্ষে মরাতেবে-এলাহিয়াতের আয়াত

(আল্লাহ্ তাআলার অতি উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব সমূহের পরিচয়লিপি) জাজ্বল্যমান হইয়া যায়। এই মকামকে বেলাএতে কোব্রা বলা হয়। ইহা হজ্রাৎ নবিগণের মকাম। উরুজের (ঊর্দ্ধ-গমনের) সময়ে এই বেলাএতে ছায়ের করিতে করিতে, আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে গমন শেষ করিয়া ছালেক যখন পুনরায় মর্কজের (কেন্দ্রের) দিকে নামিয়া আসেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যখন ছালেককে উরুজের উচ্চাদপিউচ্চ মকাম হইতে নুজুলের (অধোপ্রয়াণের) নিম্নাদপি নিম্নের সমুদয় হাকাএক্ ও দাকাএক্ যাবতীয় আছ্রার্ (ভেদ) এবং এলাহিয়তের অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার জাত ও ছেফাতের সমস্ত মরাতেবের হেক্মৎ, উচ্চ হইতেও উচ্চ, নিম্ন হইতেও নিম্ন সমুদয় আলমের (সমগ্র বিশ্বের) ও সকল মখ্লুকাতের (সৃষ্ট বস্তু সমূহের) সৃষ্টিতত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া জানাইয়া দেন, তখন ছালেকের এই মকামকে কামালাতে নবুয়ৎ বলা হয়। অবশ্য এ অপার অসাধারণ সৌভাগ্যের দুয়ার সকলের জন্য খোলা নহে। এ অতুল পদগৌরব হজরৎ খাতেমুন্নবিইন্ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ (১) হজরত আদম ছফিউল্লাহ্, (২) হজরত নুহ্ নবিউল্লাহ, (৩) হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ (৪) হজরত মুছা-কলিমুল্লাহ (৫) হজরত ঈছা রুহুল্লাহ্ আলায় হিমুছ্ছালাত ওয়াছ্ছালামের জন্যই খাছ করা হইয়াছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ—হজরত খাজা মোহম্মদ নাছের রযি আল্লাহো আন্হু 'এলমোল্ কেতাবে' লিখিয়াছেন, রাজা

বাদশাহগণের প্রতি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্মান দেখান হইয়া থাকে। তাঁহাদের চাকর নওকর, অমাত্যগণ যদিও তাঁহাদের সম্মুখে হাতযোড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তাহা-দের সকলেরই অন্তরে শেকাএৎ—গ্লানি থাকেই থাকে। তাহারা তাহাদের মনিবের প্রতি কখনই আন্তরিক ভাবের সম্মান প্রদর্শন করে না। এইরূপই, জাহের আলেমগণের আদব মৌখিক মাত্র। অবশ্য তাঁহারা শরিয়ৎ ও আকায়েদের বিরুদ্ধে কোন কথা মুখে আনেন না; কিন্তু তাঁহাদের মনে হাজার হাজার সংশয় সন্দেহ রহিয়াছে। এৎমিনানে কল্‌বি (আন্তরিক শান্তি) তাঁহারা পান না। শরিয়ৎ ও আকাএদের বহু বিষয়ে তাঁহা-দের অন্তরে অনেক আপত্তি আছে বলিয়া তাঁহাদের চিত্তে পূর্ণ শান্তির উদয় হয় না। কিন্তু ফোকারা, মানে, বাতেনের আলেমগণের আদাব (এবাদৎ-বন্দগী) অন্তরের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। কারণ তাঁহারা বাতেনের নূরে সমুদয় বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ণ এৎমিনান (নিঃসন্দেহ ভাব) প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের ভক্তগণ ইঁহাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তিই প্রদর্শন করেন। মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ মনেরই অধীন। কাজেই বাহিরের আদব-কায়দাও ইঁহাদের ফওত হয় না,—বাদ পড়ে না। বরং সমুদয় কার্য্য অতি সুন্দর ও অতিশয় পবিত্রভাবে সম্পাদিত হয়।

"লাও্ খাশাআ কল্‌বোহু লখাশাআ জওয়ারেহাহু।"

অর্থ,—যদি তাহার অন্তর ভয় করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভয় করে।

মানবের স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ যদি ইঁহাদের কোন আদবের প্রতিপালনে কোন প্রকারের ত্রুটি ঘটে, তবে তাহা তাহাদের আন্তরিক বে-আদবী নহে। পক্ষান্তরে আহ্‌লে-জাহেরগণের যাবতীয় বে-আদবী তাঁহাদের দেলের খাবাছৎ অর্থাৎ হৃদয়ের মলিন ভাবের জন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"ইন্নাল্লাহা লা ইয়ান্‌জোরো এলা ছুয়রেকুম্ ওয়া আ'মালেকুম্ বল্ ইয়ান্‌জোরো এলা কুলুবেকুম্ ওয়া নিয়াতেকুম্।"

অর্থ—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও কর্ম্মের দিকে দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও উদ্দেশ্যের দিকেই দৃষ্টি করেন।

নোক্তাতে-ছুলুক

"মা হর্‌চে খাঁদাএম ফরামুশ কর্দাএম্
ইল্লা হদিছে দোস্ত্ কে তক্‌রার্ মিকোনম্"

(পদ্যানুবাদ)

ভুলিয়াছি যাহা কিছু শিখিয়াছি মোরা,
ভুলিব না বঁধুয়ার মধুর বচন,
তাই তার প্রিয়কথা কহি বার বার,
জীবন-সম্বল সে-যে হৃদয়ের ধন।

হজরত পীর মোর্শেদ আমাকে হজরত মোজাদ্দেদ পাকের খতম এইরূপে সমাধা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যথা—প্রথমে দরুদ শরিফ ১০০ বার, তারপর "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহে" পাঁচশত বার এবং শেষে দরুদ একশত বার।

হজরত আৎ-তাহিয়াতে পড়িবার সময় শাহাদতের আঙুল (তর্জ্জনি) উঠাইতেন না। হজরত মোজাদ্দেদ পাকেরও এই নিয়ম ছিল।

হজরত ছুরা এখ্‌লাছ (কুলহুয়াল্লাহ্‌) ১০০ বার পড়িতে আদেশ করিয়াছেন। হজরত জোমআর (জুম্মার) ফর্জ নামাজের পর ছয় রক্‌অৎ নামাজ পড়িতেন। প্রথমে চারি রক্‌অৎ ও পরে দুই রক্‌অৎ।

আমি দ্বিতীয় বার হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে জোমআর দিন ছুরা 'কহফ্‌' পড়িতে উপদেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ইহাতে অনেক উপকার আছে। তারপর এশার ছুন্নতের পর চারি রক্‌অৎ পড়িতে আদেশ করিলেন। ইহাতে শব্‌-কদরের ছওয়াব পাওয়া যায়। তারপর আদেশ করিলেন,—"ফজরে মগ্‌রেবে ও এশায় জেকের করিও, 'হছন-হছিনের' শেষের দিকের দোআ গুলি তেলাওৎ করিও এবং হদিছ শরিফের আলোচনা রাখিও।"

হজরত পীর মোর্শেদ ১০০ বার কলেমা তৈয়ব পড়িতে

বলিয়াছেন। হজরত ফর্জ্ নামাজের ছালামের পর আক্‌ছর এই দোআ পড়িতেন—

"আল্লা হোম্মা আন্তাছ্ ছালামো ওয়া মিন্‌কাছ ছালামো তাবারক্তা ইয়া জল্‌জলালে ওয়াল্ এক্‌রামো।"

হজরত পীর মোর্শেদ কহিয়াছেন, হজরত শাহ্ আব্দুর্রা-জ্জাক বাঁছবি কা'বা শরিফ গিয়া নামাজ পড়িতেন। তাঁহার একজন মুরিদও তাঁহার সহিত কা'বায় যাইবার আর্জ্ করিলেন। তিনি সেই মুরিদকে কহিলেন—"ইয়া হাই, ইয়া কাই" পড়িতে পড়িতে আমার সঙ্গে চলিয়া আইস। মুরিদ এইরূপেই তাঁহার সহিত রওয়ানা হইল। সমুদ্রে পৌঁছিলে তাঁহার খেয়াল হইল, 'ইয়া হাই, ইয়া কাই' না পড়িয়া শুদ্ধ ভাবে 'ইয়া হাইও, ইয়া কাইউমো' পড়া চাই। অমনি তিনি ডুবিতে আরম্ভ করিলেন। পুনরায় যখন পূর্ব্বের মত পড়িতে লাগিলেন, নিরাপদে তাঁহার সঙ্গে কা'বা শরিফে পৌঁছিলেন। সেখানে হজরতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,—"তুমি মুখ ছাফ করিয়াছ, আমি মন ছাফ করিয়াছি।"

"কুন্তো কাঞ্জান্ মখ্‌ফিআন্ ফা-আহ্‌বাব্‌তে আন্ ও'রেফা ফাখালাক্‌তোল্ খাল্‌কা।"

উল্লিখিত হদিছ কুদ্‌ছিতে আল্লাহ্ পাক হজরত রছুল করিমকে বলিতেছেন,—"আমি একটী গুপ্তরত্ন ছিলাম; তারপর ভাল বাসিলাম যে আমি পরিচিত (প্রকাশিত) হই। তাই

জগতের সৃষ্টি করিলাম।"

অতএব হোবব্ অর্থাৎ প্রেমই আল্লাহ্ তাআলার প্রথম তাআইওন্ (সসীম বিকাশ)।

ছালেকিনে তরিকৎ স্বপ্নে, মোরাকেবায় এবং জাগ্রৎ অবস্থায় নবিগণের, ফেরেশ্তা ও অলি আল্লাহ্গণের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

"মা আরাফ্নাকা হাক্কা মা'রেফতেক্"

(হে খোদা) তোমাকে যেমন চিনিতে হয়, তেমন চিনিতে পারিলাম না।" ইহাই অর্থাৎ বুঝিবার অক্ষমতা প্রকাশ করাই মা'রেফতের শেষ সীমা।

এল্মে নাফে—(লাভজনক বিদ্যা) অর্থাৎ নমাজ-রোজা, হজ্জ্, জাকাত, তেলাওতে কোরআন, আজ্কার-আশগাল, মোরাকেবা ইত্যাদি অনন্ত জীবনের মঙ্গলজনক কর্ম্ম সমূহকে সময়, অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী সাজাইয়া লওয়ার নাম হেকমৎ।

হর্কতে এল্মীকে অর্থাৎ জ্ঞানের পরিচালনাকে, মানে, তাহা কর্ম্মে প্রকাশ করারই নাম ছুলুক।

"কয়ফো-কম্ কো দেখ্ ওছে বে-কয়ফো-
কম্ কহ্নে লগে।
জব হুদুছ আপ্না খোলা রাজে কেদম্
কহ্নে লগে॥"

(পদ্যানুবাদ)

আকার ও পরিমাণ দেখি
বলিতে লাগিল,
নাহি তার আকার অথবা পরিমাণ ;
অনিত্যের হইলে সৃজন
বলিতে লাগিল,
তিনি নিত্য নিরাময়।

ছালেহিন অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তিগণ, শোহাদা অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বীরগণ এবং ছিদ্দিকগণ অর্থাৎ আমরণ অপাপ-লিপ্ত সত্যপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ, ইঁহারা সকলেই আওলিয়া-আল্লাহ্। তবে ইঁহাদের মধ্যে ছিদ্দিকগণের মর্ত্তবাই (পদ) সকলের চেয়ে বেশী।

ছালেহিন বেহেশ্‌তী হইবেন, পবিত্র কোর-আন্ শরিফে এইরূপ এর্শাদ রহিয়াছে এবং হদিছ্ শরিফে আসিয়াছে—

"ওএদ্দাৎ লে-এবাদিছ্-ছালেহিনা মা লা আঁএ-নোন্ রাআৎ, ওয়া লা ওজনোন্ ছামেআৎ, ওয়া লা খাতারা আলা কল্‌বে বশ্‌রেন্"

অর্থ—আমার নেককার বান্দাগণের জন্য যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে, তাহা কেহ চক্ষেও দেখে নাই, কাণেও শুনে নাই, মনেও ভাবে নাই।

হজরত ছিদ্দিক আকবর খালেছ মহব্বতের (খাঁটি প্রেমের) ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"মান্ জাকা খালেছ হোব্বুল্লাহে স্তওহাসা আম্মা ছেওয়াহো"

অর্থ—যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সমস্ত জগতকে ভুলিয়াছেন।

আর্শে-রহমান বেহেশ্তের উপরে অবস্থিত। শহিদগণের রুহ্ সকল আর্শের কন্দিলে বিরাজ করে।

যাঁহারা এর্ফান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেলে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ্ ও জাকাতের ভেদ (তথ্য) খুলিয়া যায়।

ছায়া মাত্রই মূলবস্তু হইতে এবং মূলবস্তু মূলের মূল হইতে অস্তিত্ব লাভ করে।

লাতাএফে-খাম্ছা অর্থাৎ পঞ্চলতিফা * মানুষের কামালিয়ৎ লাভ করিবার আশ্রয়। লতিফা সমূহের ইয়াদ্দাশ্তের পক্ষে উপকারী এবং ইহার সাহায্যে জ্ঞানের চক্ষু ফুটিয়া যায়।

অধিক মোরাকেবা করিলে মোল্ক্ এবং মল্কুতের ভেদ প্রকাশ পায়।

"শুনা কথা কভু নয় দেখার মতন।"

---

* মতান্তরে লতিফা ছয়টী যথা—১। নফ্ছ, ২। কল্ব্, ৩। রুহ্, ৪। ছির্, ৫। খফি, ৬। আখ্ফা।

অর্থাৎ জেকের, মোরাকেবা ইত্যাদি সাধ্য-সাধনা দ্বারা যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সমুদয় গুপ্ত বিষয় বাহিরের চক্ষে দেখিবার অপেক্ষাও আরও অধিক স্পষ্টরূপে দেখিয়া লয়েন। অতএব তাঁহাদের সেই চোখে-দেখা জ্ঞান, আর সাধারণ মু'মেনের শুধু শুনা-জ্ঞান উভয়ই সমান নহে। আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

ছোলতান্‌জী কহিয়াছেন, আওলিয়াগণের আক্‌ল্ (বিবেক) অপেক্ষা এশ্‌কের জোরই বেশী। মানে, তাঁহাদের অন্তরে ভাল-মন্দের বাছাইবুদ্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্ তাআলার প্রেমেরই বেশী অধিকার। অথচ ভাল-মন্দের বিচার না করিয়া শুধু প্রেমেরই তাড়নায় স্বাভাবিক ভাবে তাঁহাদের হইতে যে সকল কাজ ও কথা প্রকাশ পায়, তাহা অতি সুন্দর, অতি নির্ভুল, ভাবের আবেশে তাঁহারা যে সকল কাজ করেন, তাহা নিতান্ত পবিত্র ও পুণ্যময় এবং যে সকল কথা বলেন, তাহা বড়ই মধুর ও বড়ই সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

জোনাব পীর ও মোর্শেদ বলিয়াছেন, ছাফায়ে-কল্‌বের জন্য দরুদ তাজ ও দরুদ লাখী প্রত্যহ পাঠ করা তরিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

হজরত পীর ও মোর্শেদ বলিয়াছেন, ফজর ও মগ্‌রেবই খতম পড়ার উৎকৃষ্ট সময়।

হজরত শুক্রবার রাত্রে নিম্নের দরুদ শরিফ পড়িতে উপদেশ করিয়াছেন—

দরুদ—আল্লাহোম্মা ছল্লে আ'লা ছৈয়েদুল্ খাল্‌কে ছৈয়েদেনা ওয়া মওলানা মোহাম্মাদেঁও ওয়া আ'লা-আ'লেহি।

হজরত মোর্শেদেনা একজন বোজর্গের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বদা রাগ শুনিতেন। আর একজন বোজর্গ স্বপ্নে হজরত রছুলুল্লাহ্‌কে দেখিলেন, হুজুর আ'লায়হেছ্-ছালাম তাঁহাকে বলিলেন—"হে অমুক, তুমি ঐ বেদ্-আ'তিকে আমার ছালাম কহিও।" তিনি জাগিবা মাত্র ঐ বোজর্গের নিকট যাইয়া হুজুর আ'লায়হেছ্ ছালামের তরফ হইতে তাঁহাকে সেই ছালাম জানাইলেন।

রছুল ছল্লাল্লাহো আ'লায়হে ওয়া-ছাল্লাম যে তাঁহাকে বেদ্‌আ'তী বলিয়া ছালাম জানাইয়াছেন, ইহা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কবিতাটী পাঠ করিলেন—

"বদম্ গোফ্‌তী ও খোর্ছন্দম্ জাজাকাল্লাহ্
নেকো গোফ্‌তী
জওয়াবে তল্‌খ্ মি-জেবদ লবে-লা'লে
শকর-খা-রা।"

অর্থ—আমাকে তুমি মন্দ বলিয়াছ, আমি খুব আনন্দিত। আল্লাহ্ তোমাকে ইহার জাজা (বদ্‌লা—প্রতিদান) দিন; বড়ই সুন্দর বলিয়াছ। মধুরভাষী সুন্দর মুখে কটু কথাই শোভা পায়।

হজরৎ কহিয়াছেন—"আওলিয়াগণের এমনও ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা রুহ্‌কেও আপনার মুরিদ করিয়া লয়েন।"

হজরৎ তরিকাভুক্ত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত দোআ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন।

—ঃ দোআ ঃ—

ইয়া খফিয়াল্ লোৎফে আদ্‌রেক্‌নি বে-লোৎফেকাল্ খফি ৫০০ বার। দরুদ শরিফ আগে ও পরে ১০০ বার।

হজরত মহবুবে ছোবহানী গওছোল্-আ'জম জিলানী আলায়হের হমতের খতম এইরূপ —

হছ্‌বোনাল্লাহো নে'মাল ওয়াকিল ৫০০ বার, দরুদ শরিফ আগে ১০০ বার, পরে ১০০ বার।

হজরত কেবলায়ে-আলম খাজা মোহম্মদ জোবাএর, হজরত খাজা জেয়াউল্লাহ্, হজরত শাহ আফাক (রহমতুল্লাহে আলায়হিম্) এই তিন বোজর্গের উপর খতম পড়িতে হইলে এইরূপে পড়িবে—

প্রথমে দরুদ ২৫ পঁচিশ বার, মধ্যে 'ইয়া আরহামার-রাহেমিন' ৫০০ বার এবং পরেও দরুদ ২৫ পঁচিশ বার।

স্বপ্নে হজরত রছুল করিমের দিদার হাছিল করিতে হইলে এই দোআ শুক্রবার রাত্রে, মানে, বৃহস্পতিবার দিন গতে রাত্রে ৭ সাত বার পড়িতে হয়।

দোআ—আল্লাহোম্মা আউজো বে রব্বে ছৈএদেনা মুছা ওয়া ছৈএদেনা ঈছা ওয়া ছৈএদেনা এব্‌রাহিমা ওয়া ছৈএদেনা ওয়া মওলানা মোহম্মদেনিল্ মোস্তফা ছলাওয়াতুল্লাহে আলায়-হিম আজ্‌মাইন।

ছাফাএ-কল্‌বের জন্য "ছল্লাল্লাহো আলায়কা ইয়া নূরো মোহম্মদ" রোজ ৭০০ বার ও ফজর ও মগরেবে 'ইয়া মোকাল্লেবোল্‌ কুলুবে ছাবেবৎ কল্‌বি আলা দিনেকা আল্লাহোম্মা মোছারের্ফোল্‌-কুলুবে ছারের্ফ কুলুবোনা আলা তাআতেকা !

ছাফায়ে-কল্‌ব্‌ ও রছুলুল্লাহের দিদার শরিফ লাভ করিবার জন্য এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার ও মনোবাসনা (মোক্‌ছেদ) পূর্ণ হইবার জন্য এশার পর 'ইয়া মোহম্মদ' ৭০০০০০ সাত লক্ষ বার এবং দরুদ তাজ ৭ সাত বার পড়িবে।

হজরত পীর ও মোর্শেদের জন্মস্থান মাল্লওয়া শরিফ। কিছু-দিন পর তিনি তথা হইতে গঞ্জে-মোরাদাবাদ আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং এইখানেই তাঁহার এন্তেকাল হয়। হজরতের পাণ খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তিনি পাণ খাইয়া তাহার যে ছিটি ফেলিয়া দিতেন, তাহা কোন নিঃসন্তান স্ত্রীলোক-খাইলে তাঁহার পুত্র লাভ হইত। হজরত কহিয়াছেন, মোমেন বান্দার হোর্‌মত (সম্মান) কা'বা শরিফের হোর্‌মত অপেক্ষা অধিক।

হেকাএৎ—একদা দিল্লীর বাদশাহ, মওলানা ফখরুদ্দিন চিশ্‌তি ছাহেবের খেদমতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মওলানা, বাদশাহ্‌ ও তাঁহার সঙ্গী লোকজনের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। বাদশাহ্‌ তথা হইতে মির্জা-ছাহেবের

দরবারে উপস্থিত হইলেন। মির্জা ছাহেব তাঁহাদের কাহারও কোন সম্মান করিলেন না।

বাদশাহের বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হইল। তিনি তথা হইতে হজরত অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহ্‌লবীর খেদ্‌মতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাদশাহের তা'জিম করিলেন; কিন্তু উজিরকে বসিতেও দিলেন না, অথচ বাদশাহের চেলা-চোবদার আদি অন্যান্য অনুচরগণকে যথাযোগ্য আসন দিলেন। বাদশাহ্, তিনজন আলেম্ ও বোজর্গের তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া হজরত অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছ্ ছাহেবের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থ জানিতে চাহিলেন। হজরত মোহাদ্দেছ ছাহেব কহিলেন, এ সময় মওলানা ফখরুদ্দিন চিশ্‌তি ছাহেব তওহিদ অজুদির মধ্যে ডুবিয়া আছেন। তিনি সকল দিকে সকল বস্তুতেই মাশুকের (পরম বন্ধু আল্লাহের) ছবি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না; তাই তিনি আপনার ও আপনার সমুদয় অনুচরগণের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। হজরত মির্জা-ছাহেব এক্ষণে তওহিদ্ শুহুদির মধ্যে ডুবিয়া আছেন; কাজেই তাঁহার পক্ষে এ সময়ে এক খোদা ভিন্ন আর কাহারও তাজিম করা রওয়া (সঙ্গত) নহে। তিনি এক্ষণে খোদা ভিন্ন সকলই মিথ্যা দেখিতেছেন। তারপর এ ফকির একমাত্র শরিঅতের তাবেদার। অতএব আমি প্রত্যেক কার্য্য শরিঅৎ অনুযায়ী করিতেই বাধ্য। আপনি বাদশাহ্-উলুল-আমর্, আপনার সম্মান করা কর্ত্তব্য।

আপনার উজির রাফজি। শরিঅতে তাহার তা'জিম নিষেধ বলিয়া তাহার প্রতি কোন সম্মান দেখান হয় নাই। আর এই যে আপনার সঙ্গে চোবদারটী রহিয়াছেন, ইনি হাফেজে কোর্আন; অতএব ইঁহার সম্মান—তা'জিম করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাদশাহ্ এই সকল গোপনীয় তত্ত্বকথা জানিতে পারিয়া বড়ই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন; ছালাম-তছ্লিম করিয়া চলিয়া গেলেন।

হজরত কহিয়াছেন, সদাসর্ব্বদা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করাকে পাছে আন্ফাছ বা ছোল্তানোজ্জেক্র কহে।

হজরত কহিয়াছেন, প্রত্যহ ৫০০ বার এই দরুদ পড়িলে স্বপ্নে হজরত রছুল করিম আলায়হেছ্ ছালামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

দরুদ—আল্লা হোম্মা ছল্লে আলা ছইয়েদেনা ওয়া মওলানা মোহম্মদেঁও ওয়া এৎরাতেহি বে-আদাদে কুল্লে মালুমাতেল্লাক্।

হজরত কহিয়াছেন, আল্লা-হোম্মা ছল্লে আলা ছইয়েদেনা ওয়া মওলানা মোহম্মদেঁও ওয়া এৎরাতেহি প্রত্যহ ৫০০ বার ও শেষে ছাল্লাতুন্-তোনাজ্জিনা ১১ বার পাঠ করিলে, স্বপ্নে হজরৎ খাজা খেজের আলায়হেছ্ ছালামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

খতম হজরত বাকি বিল্লাহ্ এইরূপ—ইয়া বাকী আন্তাল্ বাকী ৫০০ বার এবং আগে-পরে দরুদ ১০০ একশত বার।

খতম হজরত ঈশাঁ ও খাজা মোহম্মদ মা'ছুম। যথা—

লা-এলাহা ইল্লা আন্তা ছোব্হানাকা ইন্নি কুন্তো মিনাজ্জালেমিন ৫০০ বার, দরুদ আগে-পরে ১০০ বার।

পবিত্র কাদেরিয়া তরিকার শেজ্‌রা-শরিফ।

এলাহী বহক্কে ধন্য হবিব তোমার,
মোহম্মদ মোস্তফা নবিগণের ছরদার।
বহক্কে হজরত আলী দয়ার মূরতি,
এমাম্ হাছান্ আলী অগতির গতি।
হজরত হাছান্ মছ্‌নি মহা ভাগ্যধর,
ছইয়দ আব্দুল্লাহ্‌ গুণী গুণের সাগর।
হজরত ছইয়দ মুছা এর্ফানের খনি,
হজরত দায়ূদ পূজ্য জ্ঞান-গুণমণি।
বহক্কে ছইয়দ মুছা আওলিয়ার অলি,
ইয়াহিয়া জাহেদ শেখ নূরের পুতলি।
ছইয়দ আব্দুল্লাহ্‌ খাজা মোকাম্মেল পীর,
ছইয়দ মুছা জঙ্গি পীর—দস্তগীর।
ছইয়দ আবু ছালেহ্‌ পরাণ-মোহন,
মহ্‌বুবে-ছোব্‌হানী ধন্য জিলান-রতন।
আব্দুর্রাজ্জাক খাজা সাধু-শিরোমণি,
ছইয়দ শরফুদ্দিঁ মুক্তির তরণী।
আব্দুল-ওয়াহ্‌-হাব খাজা খোদার মক্‌বুল,
হজরত বাহাউদ্দিঁ তাপস অতুল।

হজরত অকিল খাজা খাজগান-শির,
মহারাজ শমছুদ্দি সাধক সুধীর।
জ্ঞানের প্রদীপ পূজ্য গাদা-এ-রহ্মান্,
শমছুদ্দি আরেফরাজ জ্ঞানে গরীয়ান্।
ছানি গাদা-রহমান দোবেশ-রতন,
হজরত ফোজাএল সত্য প্রেমিক সুজন।
হজরত শাহ্-কামাল কথএলী উপাধি,
হজরত শাহ্ ছেকন্দর জ্ঞান-গুণনিধি।
মোজাদ্দেদ্-আল্ফে-ছানি শাহে আলিশাঁ,
দয়ার সাগর সাধু হজরত ঈশাঁ।
মোহম্মদ নক্শ্বন্দী হুজ্জত আল্লার,
আবুল-কাছেম বটে উপাধি যাঁহার।
মোর্শেদ শিরোমণি জোবাএর অতুল,
জিয়াউল্লাহ্ গুণমণি খোদার মক্বুল।
খাজা শাহ্-আফাক পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
যাঁহার তরিকা যত তরিকার সার।
বহক্কে কেব্লা ও কাবা ফজ্লে রহমান,
মহাপাপী যাঁর নামে পায় পরিত্রাণ।
পীর ও মোর্শেদ হক্ ওয়ারেছে-রছুল,
ছৈয়দ মোহম্মদ ছফি আওলাদে বতুল।
দূর কর আমাদের দেলের আঁধার,
কখন না ভুলি যেন ইয়াদ তোমার।

শয়নে কি জাগরণে তোমারে ধেয়াই,
এই বুঝি, তুমি আছ আর কিছু নাই।
মধুর তোমার নাম জপিতে জপিতে,
মোহম্মদ মহারূপে দেখিতে দেখিতে,
আনন্দে মুদিয়া যেন যায় দু'নয়ন,
করযোড়ে নতশিরে এই নিবেদন।
পূরাও বাসনা প্রভো কাঁদি তোমা ঠাঁই,
তোমা বিনা আমাদের আর কেহ নাই।

পবিত্র নক্‌শ্‌বন্দী তরিকার শেজ্‌রা।

খোদাওন্দা বহক্কে তোমার দেলারাম,
মোহম্মদ মোস্তফা নবি আলায়হেছ্-ছালাম।
আওলিয়ার শিরোমণি হজরত ছিদ্দিক
ছিলেন নবির যিনি প্রধান রফিক।
বহক্কে ছলমান গুণী জ্ঞানের সাগর,
হজরত কাছেম শেখ জ্ঞান-গুণাকর।
হজরত জাফর ছাদেক গুণধাম,
বাএজিদ আরেফরাজ গওছে-বোস্তাম।

কোৎবুল্-আলম ধন্য আবুল হাছান,
বরেণ্য বু-আলী পীর গওছে জাহান।
বু-ইয়াকুব ইয়ুছফ শেখ আরেফ-রতন,
আব্দুল খালেক খাজা পরাণ-মোহন।
বহক্কে আরিফ খাজা আরেফের রাজা,
তাপসকুলের পীর মহমুদ খাজা।
বহক্কে শেখ আলি খাজা নূরের পুতলী,
খাজা বাবা মোহম্মদ আওলিয়ার অলি।
বহক্কে আমির শেখ সাধক সুবীর,
শেখ ধন্য বাহাউদ্দিঁ পীর দস্তগীর।
গওছে জমান আলাউদ্দিন সদয়,
হজরত ইয়াকুব খাজা গুণের আলয়।
হজরত আহ্‌রার খাজা নাছের উদ্দিন,
কোৎবুল্-আক্তাব খাজা জাহেদ প্রবীণ।
বহক্কে দোবের্শ খাজা খোদার পেয়ারা,
বহক্কে খাজগী খাজা খাজগান শেরা।
হজরত বাকী বিল্লাহ্ গওছে আলম,
মোস্তফা কাইউম খাজা দয়াল পরম।
মজদুদ্দিন হজরত মহাপুণ্যমতি,
আবুল কাছেম খাজা অগতির গতি।
মোর্শেদান্-শিরোমণি জোবাএর অতুল,
জিয়াউল্লাহ্ গুণমণি খোদার মকবুল।

খাজা শাহ, আফাক পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
যাঁহার তরিকা যত তরিকার সার।
বহক্কে কেব্‌লা ও কা'বা ফজলে রহমান,
মহাপাপী যাঁর নামে পায় পরিত্রাণ।
পীর ও মোর্শেদ হক্ ওয়ারেছে রছুল,
ছৈয়দ মোহম্মদ ছফি আওলাদে বতুল।
দূর কর আমাদের দেলের আঁধার,
কখন না ভুলি যেন ইয়াদ তোমার।
শয়নে কি জাগরণে তোমারে ধেয়াই।
এই বুঝি, তুমি আছ আর কিছু নাই।
মধুর তোমার নাম জপিতে জপিতে,
মোহম্মদ মহারূপে দেখিতে দেখিতে
আনন্দে মুদিয়া যেন যায় দু'নয়ন;
করযোড়ে নতশিরে এই নিবেদন—
পূরাও বাসনা প্রভো, কাঁদি তোমা ঠাঁই,
তোমা বিনা আমাদের আর কেহ নাই।

পবিত্র ছোহ্‌রওয়ার্দি তরিকার শেজ্‌রা শরিফ।

অপার মহিমা তব পরওয়ার্দেগার,
করহ করুণাবৃষ্টি উপরে আমার।

বহোর্মতে মওলা ও ছইয়দ সবাকার,
মোহম্মদ মোস্তফা নবি হবিব তোমার।
আমিরুল মু'মেনিন হজরত আলী,
এমাম হোছাএন তাঁর নয়নপুত লী।
জয়নুল্ আবেদিঁ ধন্য এমাম-রতন,
মোহম্মদ বাকের পূজ্য পরাণ-মোহন।
জ্ঞানের উজ্জ্বলচন্দ্র জা'ফর ছাদেক,
এমাম কাজেম মুছা খোদার আশেক্।
হজরত এমাম আলী-বেন্-মুছা-রেজা,
হজরত মা'রুখ কর্খী সাধু মহাতেজা।
মহারাজ ছিরি ছক্তি জ্ঞানের পয়োধি,
জোনাএদ নির্ম্মলচন্দ্র মহাগুণনিধি।
আবু-আলী রুদ্বারী মহাতপোধন,
বু-আলি কাতেব সাধু প্রেমিকরতন।
প্রণম্য হজরৎ আবু ওছমান মগ্রেবী,
আবুল কাছেম করগানী ধরমের ছবি।
বুবকর মুছাজ পূজ্য পরমার্থ মালী,
জ্ঞানের আচার্য্যরাজ আহমদ্ গেজালী।
তাপসরতন জেয়াউদ্দীন প্রবীণ,
শেখ-রাজ ছেহ্রওয়ার্দি শেহাবউদ্দিন।
মখ্দুম-জাহান বাহা উদ্দিন জিক্রিয়া।
ছদরুদ্দি গুণাকর জ্ঞানের দরিয়া।

আবুল-ফৎহ রোকনুদ্দিঁ খোদার মকবুল,
মহাবীর জালালুদ্দিঁ তাপস অতুল।
ছৈয়দ আজমল ধন্য সাধক সুধার,
সৈয়দ বুঢ্ঢন শাহ পীর দস্তগীর।
হজরত দোর্বেশ খাজা মা'রেফত-নিধি,
আব্দুল কুদ্দুছ খাজা গাঙ্গুহী উপাধি।
হজরত শেখ রোকনুদ্দিন গুণধাম,
আব্দুল আহাদ শেখ জীবন আরাম।
মোজাদ্দেদ্ আল্ফেছানি শাহ্-আঁলিশাঁ,
মোক্ষের তরণী খাজা হজরত ঈশা।
পূজ্যপাদ মোহম্মদ নক্শ্বন্দী ছানি,
পবিত্র হৃদয় যাঁর এরফানের খনি।
মোর্শেদান শিরোমণি জোবাএর অতুল,
জিয়াউল্লাহ্ গুণমণি খোদার মক্বুল।
খাজা শাহ আফাক পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
যাঁহার তরিকা যত তরিকার সার।
হজরৎ কেব্লা ও কাবা ফজ্লে রহমান,
মহাপাপী যাঁর নামে পায় পরিত্রাণ।
পীর ও মোর্শেদ হক্ ওয়ারেছে রছুল,
ছৈয়দ মোহাম্মদ ছফী আওলাদে বতুল।
দূর কর আমাদের দেলের আঁধার,
কখনো না ভুলি যেন ইয়াদ তোমার।

শয়নে কি জাগরণে তোমারে ধেয়াই,
এই বুঝি, তুমি আছ আর কিছু নাই।
মধুর তোমার নাম জপিতে জপিতে,
মোহাম্মদ মহারূপ দেখিতে দেখিতে,
আনন্দে মুদিয়া যেন যায় দু'নয়ন,
করযোড়ে নতশীরে এই নিবেদন।
পূরাও বাসনা প্রভো, কাঁদি তব ঠাঁই,
তোমা বিনা আমাদের আর কেহ নাই!

পবিত্র চিশ্‌তীয়া খান্দানের শেজ্‌রা শরীফ।

পতিতের পরিত্রাণ হয় তব নামে,
বাঁধগো প্রেমের ডোরে এ দাস অধমে।
বাহোর্মতে মওলা ও মনিব সবাকার,
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী হবিব তোমার।
আওলিয়ার তাজ প্রভু হজরত আলী,
হাছান বছরী পুণ্য প্রেমের পুতলী।
আব্দুল ওয়াহেদ ধন্য জয়েদ-তনয়,
ফোজায়েল আয়াজ সত্য জ্ঞানের আলয়।
এবরাহিম আদ্‌হম বল্‌খের পতি,
হজরত হজিফা খাজা অগতির গতি।

হোবায়রা বছরাবাসী সাধু-শিরোমণি,
শেখ ইলুদনিয়ূরী এর্ফানের খনি।
বহক্কে হজরত আবু এছহাক শামী,
আব্দুল আহাদ চিশ্‌তী নিজ নামে নামী
শেখ মোহম্মদ চিশ্‌তী নিত্যগুণধাম,
হজরত ইয়ূছফ্‌ চিশ্‌তী জীবন আরাম।
কোতবউদ্দিন চিশ্‌তী খাজা গুণমণি,
বহক্কে হজরত হাজী শরীফ জেন্দণী।
ওছমান হারুনী খাজা শাহ আরেফিন,
চিশ্‌তী বেহেশ্‌তী খাজা মইনউদ্দিন।
হজরত কোতবুদ্দিঁ বখ্‌তিয়ার উসি,
বাবা শেখ ফরিদুদ্দিঁ পূর্ণিমার শশী।
নেজামউদ্দিন খাজা পীর দস্তগীর,
নছির উদ্দিন খাজা চেরাগ দিল্লীর।
মখ্‌তুম জাহানী খাজা জালাল উদ্দিন,
ছৈয়দ আজ্‌মল খাজা তাপস প্রবীণ।
ব্যারাইচ রতন খাজা ছৈয়দ বুঢ্‌ঢন্‌,
হজরত দোর্বেশ খাজা অযোধ্যাভূষণ।
আব্দুল কুদ্দুছ খাজা গাঙ্গুহী উপাধি,
রোকন উদ্দিন খাজা জ্ঞান-গুণ-নিধি।
আব্দুল আহাদ শেখ সাধক মহান্‌,
মোজাদ্দেদ আল্‌ফেছানী শাহ্‌ আলীশান।

হজরত ঈশাঁ খাজা মোক্ষের তরণী,
পূজ্যপাদ মোহম্মদ নক্শবন্দ ছানি।
মোর্শেদান শিরোমণি জোবাএর অতুল,
জিয়াউল্লাহ্ গুণমণি খোদার মক্বুল।
খাজা শাহ্ আফাক পুণ্য-প্রেম-পারাবার,
যাঁহার তরিকা যত তরিকার সার।
হজরত কেবলা ও কা'বা ফজ্লে রহমান,
মহাপাপী যাঁর নামে পায় পরিত্রাণ।
পীর ও মোর্শেদ হক ওয়ারেছে রছুল,
ছৈয়দ মোহম্মদ ছফী আওলাদে বতুল।
দূর কর আমাদের দেলের আঁধার,
কখনো না ভুলি যেন ইয়াদ তোমার।
শয়নে কি জাগরণে তোমারে ধেয়াই,
এই বুঝি, তুমি আছ আর কিছু নাই।
মধুর তোমার নাম জপিতে জপিতে,
মোহম্মদ মহারূপে দেখিতে দেখিতে,
আনন্দে মুদিয়া যেন যায় দু'নয়ন,
করযোড়ে নতশিরে এই নিবেদন।
পূরাও বাসনা প্রভো, কাঁদি তব ঠাঁই,
তোমা বিনে আমাদের আর কেহ নাই।

হাজী হাফেজ হজরত মওলানা ছৈয়দ শাহ মোহম্মদ ছফি চিশ্‌তী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ইনি একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও কামেল মহাপুরুষ। এল্‌মে-তাছৌওফে ইঁহার বিশেষ দখল আছে। ইনি দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া ফক্‌র্‌ ও দোর্বেশী লাভ করেন। পাটনা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত ফুলওয়ারী শরিফে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবকাল হইতেই ইনি সংসার-বিরাগী ছিলেন। স্থানীয় মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্ছী বিদ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে ইনি জন্মস্থান ত্যাগ করতঃ দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে অধ্যয়ন শেষ করিবার পর গঞ্জেমোরাদাবাদের ভারত-প্রসিদ্ধ বোজর্গ অলিআল্লাহ্‌ জনাব হজরত মওলানা ফজলে রহমান কোদ্দেছা ছিরে'হু ছাহেবের নিকটে বয়অৎ গ্রহণ করেন। তথায় কিছুকাল পীরের খেদমতে অবস্থান করিলে হজরতেরই আদেশ মত রাজগিরি পাহাড়ে ৩ বৎসর যাবৎ বহু বোজর্গানের পবিত্র সহবাসে থাকিবার পর কোচবিহার রাজ্যে শুভ পদার্পণ করেন। আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ক্রমে তথায় চিল্কির হাট নিবাসী একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় মহোদয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বসবাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে হজরতের ২টী কন্যা ও একটী পুত্র বিদ্যমান আছেন। ইঁহার একখানি বিস্তৃত জীবনী স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইতেছে।

পীর ও মোর্শেদেনা হজরত মওলানা ছৈয়দ শাহ মোহম্মদ ছফি ছাহেবের বংশ-তালিকা।

হাশেম — রছুলুল্লাহ্ (দঃ)

হাশেম
|
আবু তালেব
|
জাআফর তৈয়াব

রছুলুল্লাহ্ (দঃ)
|
ছৈয়েদতুন্নেছা হজরত ফাতেমা রযি-আল্লাহো আন্‌হা
|
বিবী হজরত জয়নব

জাআফর তৈয়াব + বিবী হজরত জয়নব
|
মোহম্মদ হাছান এছমাইল
|
মোহম্মদ হামিদ
|
মোঃ আবিদ
|
মোঃ ওমর দারাজ
|
মোঃ এব্রাহিম
|
মোঃ আমিন
|
মোঃ ছামিন
|
মোঃ হেদাএতুল্লাহ্
|
মোঃ মোহেব্বুল্লাহ্
|
মোঃ ফতেহুল্লাহ্
|
মোঃ ছাআদুল্লাহ্
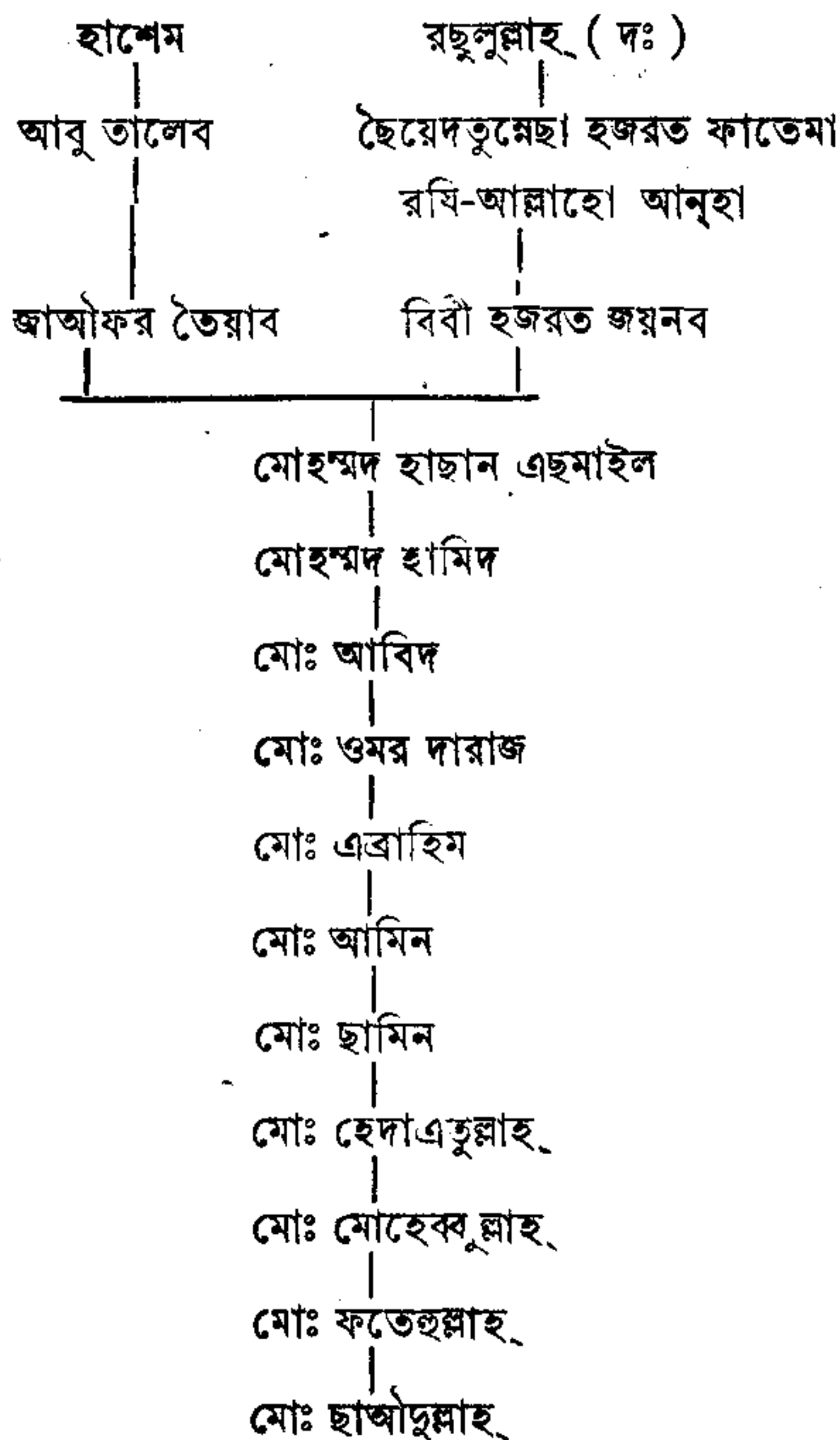
মোঃ ছাআদুল্লাহ্
|
মোঃ আমীর আতাউল্লাহ্ (ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ফুলওয়ারী শরিফে শুভাগমন করেন)
|
আমীর মোহম্মদ মোজাফ্ফর
|
মওলানা মোহম্মদ এছহাক
|
মওলানা মোঃ শমছুদ্দিন
|
বিবী বুলন জওজে বোর্হানুদ্দিন
|
বিবী জকিয়া জওজে শাহ্ জোহরুল্লাহ্
|
* তাজুল্ আরেফিন হজরত শাহ্ মোহম্মদ মোজিবুল্লাহ্ + বিবী হামিদা বেন্তে আবু-সারাব
|
বিবী রাবেআ জওজে শাহ্ আয়তুল্লাহ্
|
বিবী ছাহেবা জওজে মৌলবী মোঃ মোন্এম্
|
বিবী কামাল জওজে ছৈয়দ বাকের আলী সাং কেরায়া-পোরছারা
|
মৌলবী জওয়াদ আলী + বিবী ওয়াহিদা বেন্তে মীর মুছা আলী
|
ছৈয়দ মোহম্মদ তকী + বিবী লতিফুন্নেছা বেন্তে মীর ছালার বখশ্
|
মওলানা শাহছৈয়দ মোহম্মদ ছফি

* ফুলওয়ারী শরিফে একটী বড় গোম্বজওয়ালা মাজারে ইনি সমাধিস্থ

তাছৌওফের মূল।

তাছৌওফ আদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা নবি ও ছিদ্দিকগণের আমল ছিল। যাঁহারা তাছৌওফ সাধন করেন, তাঁহারা তিন প্রকারের। (১) ছুফি, (২) মোতা-ছৌয়ফ্ ও (৩) মোতাশাব্বেহ্। যাঁহারা ফানা ফিল্লাহের মকাম পার হইয়া বাকাবিল্লাহের মকাম লাভ করিয়াছেন, অন্তরের সমুদয় ময়লা দূর করিয়া একেবারে পাক পবিত্র হইয়া হকিকতের ময়দানে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা ছুফি। যাঁহারা ফানা লাভ করিয়া বাকা হাছেল করিবার তল্লাশে আছেন, ছুফিগণের চাল ধরিয়া আপনাকে সংশোধন করিতেছেন, তাঁহারা মোতাছৌয়ফ্। আর যাঁহারা মান-সম্মানের আশায় ছুফির ঢং ধরিয়া আছেন, তাঁহারা মোতাশাব্বেহ্। যদিও ইহাদের শুধু বাহিরের চাল-চলন কথাবার্ত্তা ছুফির মত ; অথচ ভিতরে ছুফির নামগন্ধও নাই, তথাপি খুব আশা আছে, ইহারাও ছুফিগণের দলেই স্থান পাইবে। ছুফিগণের ছায়ায় রহিয়া একালে সেকালে ইহাদের মান-ইজ্জত বহাল রহিবে। কারণ হুজুর আলায়হেছ ছালাম ফতোয়া দিয়াছেন—"মান্ তাশাব্বাহা বেকওমেন্ ফাহুয়া মিনহুম্"—যে যে দলের সাজে রহিবে, সে সেই দলেই যাইবে।

রহিয়াছেন। ইনি একজন জবরদস্ত কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। হজরতকে চিনেন না এমন লোক ভারতে খুব কমই আছেন।

হজরত আদম আলায়হেছ্ ছালাম দুনিয়ার প্রথম ছুফি। খোদা তাঁহাকে সামান্য মাটি দিয়া গড়িলেন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এস্তেফা ও এজ্‌তেবার মকামে প্রেম ও প্রীতির সিংহাসনে বসাইয়া আপনার খলিফা করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে মক্কা ও তায়েফের মধ্যে চেল্লায় রাখিলেন—"খামার্তো তিনাতা আদমা বে-ইয়াদি আর্ব্বাইনা ছবাহান্"—আদমের দেহের মাটি আমি আপন হাতে চল্লিশ দিনে খমির করিয়াছি—যখন আদমের চেল্লা খতম হইল, চল্লিশ দিন পূর্ণ হইল, তখন খোদা তাঁহার অচেতন দেহে রুহ ফুঁকিয়া দিলেন। তাঁহার অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া হেক্‌মতের নূর তাঁহার দেল হইতে মুখে আনিয়া দিলেন। আদম কাঁপিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'আলহাম্‌দো লিল্লাহ্'—আল্লাহ্ সমুদয় গুণের মালীক। এই হকিকতের দিকে ইশারা করিয়া হজরত নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন—"মান্ আখ্‌লাছা লিল্লাহে আর্বাইনা ছবাহান্ আজ্‌হারাহুল্লাহো ইয়্যা নাবিয়াল্ হেক্‌মতা মিন্ কল্‌বেহি আলা লেছানেহি।" "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন অন্তরের সহিত খাছ নিয়তে খোদার এবাদৎ করে, খোদা তাহার দেল হইতে জ্ঞানের স্রোতঃ মুখে আনয়ন করেন।"

এই জন্যই মুরিদকে প্রথমে চেল্লা করিতে হয়। বিনা চেল্লায় হকিকতের দুয়ার খোলে না—বেলায়েতের রাজ্যে পৌঁছা যায় না।

আদম যখন রুহ লাভ করিলেন, ফানার পরে বাকা হাছেল

করিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল, প্রেম আসিল। এখন তিনি বেলাএতের পথিক হইয়া বেহেস্তের পথ ধরিলেন। বেহেস্তের সমুদয় দেশে, সমুদয় রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। খোদা আদেশ করিলেন, "আদম! তুমি তোমার মনকে বাঁধ, আমার ইচ্ছায় চল, তোমার ইচ্ছায় কিছু করিও না; কারণ মুরিদের নিজের কোন এখ্‌তিয়ার নাই।" আদরে সোহাগে আদম জ্ঞানহারা হইয়া হুকুম অমান্য করিলেন। খোদা রাগ করিয়া কহিলেন— "আছা আদমা রব্বাহু"—আদম তাহার প্রভুর আদেশ রাখিল না। প্রভুর রাগ দেখিয়া আদম ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই হইতেই ছুফিগণের আস্তাগ্‌ফার করিবার ছুন্নৎ জারি হইয়াছে।

আদমের শরীর হইতে খেলাফতের পোষাক কাড়িয়া লওয়া হইল, আদম উলঙ্গ খাড়া রহিয়া আস্তাগ্‌ফার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "রব্বনা জালাম্‌না আন্‌ফোছানা ওয়া ইন্নাম্‌ তাগ্‌ফের্‌লানা ওয়া তার্হাম্‌না লানাকুনান্না মিনাল্‌ খাছে-রিন"—"প্রভো! আমি নিজে নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি, যদি তুমি এখন আমায় ক্ষমা না কর, তবে নিশ্চয়ই আমার মন্দ ঘটিবে।" খোদা কহিলেন—"আদম! এই অপরাধের জন্য তুমি বেহেশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় চলিয়া যাও। কারণ অপরাধ করিলে মুরিদকে বিদেশে ছফর করিতে হয়।" আদম একলা উলঙ্গ হইয়া দুনিয়ায় আসিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার পরি-ধানে বস্ত্র ছিল না। খোদা কহিলেন "আদম! ভিক্ষা কর।"

আদম প্রত্যেক গাছের নিকটে পাতা চাহিলেন। কেহ দিল, কেহ দিল না। মোটের উপর তিনটি পাতা পাইলেন। ঐ তিন পাতা একত্র সেলাই করিয়া খের্কা গড়িলেন। এই খের্কা গায়ে দিয়া দুনিয়ার ছফরে আসিলেন। তিন শ বছর কাঁদি-লেন, খোদা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন, দয়ার চক্ষে চাহি-লেন। আদম পুনরায় খোদার পেয়ারা হইলেন, মোস্তফা হইলেন, ইন্নাল্লাহাস্তফা আদমা। আদমের অন্তর উজ্জ্বল হইল; তিনি ছুফি হইলেন। আদম ভিক্ষা করিয়া যে খের্কা তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহা যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। শেষে হজরত শিস আলায়হেছ ছালামকে আপনার খলিফা করিয়া তাঁহাকে ঐ খের্কা দান করেন।

এই প্রকারে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার আদেশে-উপদেশে হজরত আদম আলায়হেছ ছালাম হইতে তাছৌওফ ও তাহার যাবতীয় রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি প্রকাশ পাইয়া যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক নবি ছুফি ছিলেন ও খাছ খাছ উম্মতগণ তাঁহার খলিফা হইয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ সাধনার জন্য ছুফিগণের একত্র বৈঠক করিবার প্রয়োজন হইত। এই কারণেই কা'বাঘর প্রস্তুত হইল। এই কা'বাই দুনিয়ার প্রথম খানকাহ্। হজরত আদম আলায়হেছ ছালামের সময়েই কা'বাঘরের পত্তন হয়। হজরত নুহ আলায়হেছ ছালাম কম্বল মাত্র সার করিয়াছিলেন। মুছা আলায়হেছ ছালাম সর্ব্বদা কম্বল ব্যবহার করিতেন।

তিনি হজরত শোআএব আলায়হেছ ছালামের খেদমৎ করিয়া এই কম্বল পাইয়াছিলেন। তরিকতের মধ্যে এইটীই হইতেছে সকলের প্রধান শর্ত্ত যে, একজন পীর হয়েন ও তিনি আপন উপযুক্ত মুরিদকে খের্কা পরাইয়া দেন। হজরত ঈছা আলায়হেছ ছালাম সকল সময় ছুফ্ অর্থাৎ পশমের জামা পরিতেন, এইরূপে যখন হজরত মুছা আলায়হেছ ছালাম আসিলেন, সুবিধার খাতিরে, খোদার আদেশে বয়তুল্ মোকাদ্দাছ তখন দোছরা খানকাহ হইল। ঐ খানে ঐ ঘরে চতুর্দ্দিক হইতে সকল দেশের বোজর্গান একত্র হইতেন। মেহনৎ, গোশাকাৎ ও খেলওয়াৎ এখ্তিয়ার করিতেন। আছরারে-এলাহী শুনিতেন ও দেখিতেন। অবশেষে যখন আওলিয়া-গণের বাদশাহ ও নবিগণের ছরদার ছৈয়েদোনা ও মওলানা হজরৎ মোহম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের জমানা আসিয়া পৌঁছিল, তিনিও সেই কম্বল গায়ে দিলেন, বাপ-দাদার ছুন্নত পালন করিলেন এবং সেই প্রথম খানকাহ কা'বা ঘরকেই নিজের খানকাহ মনোনীত করিলেন। হুজুর আলায়-হেছ ছালাম তাহা ছাড়া আপন মছজেদেও স্বতন্ত্র একটী কুঠরী করিয়াছিলেন।

ছাহাবিগণের মধ্য হইতে একদল তাঁহার বাছাই করা খাছ মুরিদ ছিলেন। তাঁহারাই ছিলেন ছালেকানে তরিকৎ। যেমন হজরৎ আবুবকর, হজরৎ ওমর, হজরৎ ওছমান, হজরৎ আলী, হজরত ছলমান রযি আল্লাহো আনহুম্ ইহাঁরা ছিলেন পীরানে

তরিকৎ, খুব উঁচুদরের মুরিদ। কেহ কেহ ছিলেন মধ্যম গোছের,—যেমন হজরত মাআজ্ আবুজর্ এবং আম্মার ইত্যাদি রযি আল্লাহো আন্‌ম্। হুজুর আলায়হেছ ছালাম খেলওয়াতের সময়ে এই সকল ছাহাবিকে ঐ কুঠরীতে বসাইয়া বিশেষ বিশেষ গোপনীয় ভেদের কথা বুঝাইতেন। আরবের আর আর সাধারণ উম্মতের এ কুঠরীতে বসিবার অধিকার ছিল না। ইঁহারা সংখ্যায় প্রায় ৭০ জন ছিলেন। হুজুর আলায়হেছ ছালাম যখন কোন ছাহাবিকে সম্মান দিতে চাহিতেন, তখন তাঁহাকে নিজের গায়ের জামা পরাইয়া দিতেন; তিনি ছুফি হইতেন। মোট কথা তাছৌওফ জিনিসটি হজরৎ আদম আলায়হেছ ছালামের সময়ে আরম্ভ হইয়া আমাদের শেষনবী হুজুর মোস্তফা আলায়হেছ ছালামের সময়ে শেষ ও পূর্ণ হইয়াছে। হুজুর আলায়হেছ ছালাম যেমন খাতেমুল্ আম্বিয়া, হজরৎ আলী রযি-আল্লাহো আনুহো তেমনি খাতেমুল আও-লিয়া।

তাছৌওফের অর্থ ও উদ্দেশ্য।

তাছৌওফ পদটী মূল কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আরেফগণের (তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের) মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'তাছৌওফ' ছুফ্ (প্রশম)

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাছৌওফ্ একটী মছদর্ অর্থাৎ ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য। সুতরাং ইহার ধাতুগত অর্থ দাঁড়ায় পশমী বস্ত্র পরিধান করা। হজরাৎ আওলিয়া-এ-কেরামের প্রায় সকলেই ছুফ্ বা টাট নামক একপ্রকার মোটা পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

কেহ কেহ বলেন, না, 'তাছৌওফ' এ পদটী 'ছফা' (পরিচ্ছন্নতা) শব্দের রূপান্তর। এ হিসাবে তাছৌওফের অর্থ হয় পরিষ্কার করা। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে, আল্লাহ্ তাআলার প্রেমে-মোহব্বতে, এবাদতে-উপাসনায়, ধ্যানে-ধারণায় কল্‌বের (হৃদয়ের) যাবতীয় মলিন ভাব—কলুষ কুবৃত্তি দূর করিয়া, আমিত্ব—আনাইয়ৎ ধ্বংস করিয়া, মরিবার পূর্ব্বে মরণ সাধন করিয়া, নির্ম্মল নিষ্কাম প্রাণ লাভ করাই তাছৌওফের উদ্দেশ্য, ছুফিগণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অধিকাংশ বোজর্গানের মতে এই দ্বিতীয় মতই সত্য। জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি হজরৎ জোনাএদ রহমতুল্লাহ্-আলায়হে বলিয়াছেন,—

"ইন্নামা ছম্মিয়াতিছ ছুফিয়াতা ছুফিয়াতান্ লে-ছফায়ে কুলুবেহিম্ আও লে-ছফায়ে মোআমেলাতেহিম্।"

অর্থ—ছুফিগণের হৃদয় নির্ম্মল ও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার নির্দ্দোষ, এই জন্যই তাঁহাদিগকে ছুফি নাম দেওয়া হইয়াছে।

———

তাছৌওফ্ কোথা হইতে কে আনিল?

এ লইয়াও নানা জনের নানামত। একদল বলেন, ইহা হিন্দু দার্শনিকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর একদল বলেন, ইহা গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরাস্তাতালিসের (Aristotle) শিক্ষা। যাহাহউক, এ সকল অনুমানের সকলই ভিত্তিহীন। এই মহাবিজ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন ছৈয়েদোনা হজরত আলী কার্‌রামাল্লাহো ওয়াজ্‌হাঃ, যাঁহার প্রশংসায় হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে-ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন,—

"আনা মদিনাতুল্‌-এল্মে ওয়া আলীওম্ বাবোহা"

অর্থ—আমি বিদ্যার নগর, আর আলী তাহার দুয়ার। এই পরমার্থ-বিজ্ঞানের সমুদয় মূলসূত্র কোর্‌আন-শরিফের পবিত্র আয়াত (বচনসমুহ) ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং হদিছ শরিফেই ইহার সবিস্তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ লিখিত আছে। অবশ্য হিন্দু যোগিগণ, চিত্তচাঞ্চল্য রহিত করিয়া মনকে এক-মুখী করিবার নিমিত্ত, শরীর ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল বৈঠক বা আসন আবিষ্কার করিয়াছেন, কোন কোন মশাএখ্ যে তাহার দুই একটী গ্রহণ করেন নাই, তাহা বলি না—বলিতে পারি না। 'কশ্‌কোল' শরীফে এইরূপ একটী আসনের উল্লেখ আছে। ইহা কোন দোষের কথা নহে।

তাছৌওফ জিনিসটী কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে, হজরত শেখ ওহিদুদ্দিন গুজরাটী তাঁহার রচিত 'হকিকতে-মোহম্মদিয়া' গ্রন্থে হজরত জোনাএদ্ আলায় হেরহমতের একটী অমূল্য বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"আৎ-তাছৌওফো হুয়া আঁই-ইওমীতোকা আন্‌কা, ওয়া ইওহ্-ঈকা বিহী।"

অর্থ—তোমা হইতে তোমার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারই (খোদারই) দ্বারা তোমাকে জীবিত রাখে, ইহাই 'তাছৌওফ'। অর্থাৎ যে সকল সাধ্য-সাধনা ও ধ্যান-ধারণার সাহায্যে মানুষের আমিত্ব—আনাইয়ৎ আল্লাহ্ তাআলার আমিত্ব—আনাইয়তের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় সে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন লাভ করে, মরিয়া গিয়া পুনরায় বাঁচিয়া উঠে—অপর কথায় ফানার পর বাকা হাছেল করে, তাহারই নাম 'তাছৌওফ্। ঠিক এই মর্ম্মেই হজরত আবু-হফ্‌ছ্ হদ্দাদ্ কোদ্দেছাল্লাহো ছিরোঁহু কহিয়াছেন,—

"তাছৌওফ পোখ্‌তা ছাখ্‌তনে খেয়ালে বেশ নিস্ত্"

অর্থ—তাছৌওফ একটা খেয়ালকে পোখ্‌ত্ পরিপক্ক করা ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে।

এই যে আমরা বিনা চেষ্টায়, বিনা কোন গভীর চিন্তায়, আপনা হইতেই, তখন-তখনই বুঝি,—এটা আমি করি, ওটা তুমি কর, ওটা তাহারা করে, এই যে আমরা দেখি, এ কাজটা

এই কারণে, ও কাজটী সে কারণে ঘটিয়া উঠিতেছে, অমুকের এই এই গুণ, এই এই ক্ষমতা, অমুক বস্তুর এই এই ধর্ম্ম, এই এই শক্তি আছে, অথবা এই যে আমরা বোধ করি, আছি ত আমি আছি, আর আছে আমার চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধে নিম্নে একটা বিশাল জগৎ, আমাদের মোটা জ্ঞানের কাছে এইটীই হইয়াছে একেবারে খাঁটি নিরেট সত্য। এই সত্য—এই Hypothesis অবলম্বন করিয়াই মানুষ, জল, অগ্নি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভৌতিক দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার সাহায্যে কত সুবিধার কত যন্ত্র, কত কলকৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, করিতে থাকিবে। মানুষ নিজের এই বুদ্ধি-কৌশলের অহঙ্কারে এবং এই জড় বিজ্ঞানের ভরসায় এ আশাও করে যে, তাহারা কালে হয়ত অমর হইতেও পারিবে, অচেতনে চেতনা দান করিতে সক্ষম হইবে—নিমেষে চন্দ্র-সূর্য্যে, গ্রহ-নক্ষত্রে, সমুদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিবে। বলা বাহুল্য, বহুকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক মহলে তাহার অনেক চেষ্টা, অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। ফল কথা মানুষের এই আমি আমি স্বতন্ত্র ভাব, হয় অটুট স্বাস্থ্য, বিরাট সহায়-সম্পত্তি বা দুর্জ্জয় পরাক্রমের অহঙ্কারে, নয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্ধকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই স্বয়ং সে সর্ব্বশক্তিমান্ অমর অক্ষয় খোদা হইবার আশা বা দাবীই করিতে আরম্ভ করে। এই জ্ঞান যেন মানুষকে দিবারাত্র পরামর্শ দিতেছে, তুমি সর্ব্বশক্তিমান—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। মানুষের চেতনায় (হায়াতে) যে এই প্রকারের

আত্মবোধ (নোৎক্) আছে, উহারই নাম নফ্ছ্ (স্বয়ম্)। ফেরাউনের চেতনায় এই নফ্ছ্ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া, সে বলিয়াছিল,—"আনা রব্বকুমোল আ'লা"—আমিই তোমাদের পরাৎপর প্রভু (হে প্রজাবৃন্দ)।

এখন যে পথে চলিলে, যে উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের এই নফ্ছরূপ ফেরাউন নীল দরিয়ায় ডুবিয়া মরে,—আমাদের এই ভ্রম, এই ধাঁধাঁ ঘুচিয়া যায়,—মায়ার কুয়াসা, মোহের অন্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়ের আকাশে নির্ম্মল জ্ঞানের সূর্য্য উদিত হয়, নিজের ও জগতের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া কেবল এক অনাদি অনন্ত অস্তিত্বের (ওয়াজেবুল্-ওজুদের) বিকাশ করে,—তজল্লিয়াতের মোশাহেদা হয়, তাহাই তাছোওফ, তাহাই '**মুক্তিপথ**'।

যদি এনাএতে আজ্লি দামনগীর হয়—যদি দয়াময়ের অনুগ্রহ আমাদের অঞ্চল ধরিয়া টানে—প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণ পাই, যদি প্রকৃত পীর দস্তগীর হইয়া হাতে ধরিয়া আমাদিগকে সেই মুক্তির পথে লইয়া যায়, তবেই আমরা বিষয়-বাসনার শিকল কাটিয়া, আমিত্বের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, বে-নাম বে-নেশান বুল্বুল্ সাজিয়া, নাম নাই, চিহ্ন নাই, এমন এক অচিন পক্ষীরূপে অনন্তে উধাও হইতে পারি। বিজ্ঞান যাহা চায়, বৈজ্ঞানিক যে আশা করে, তাহা এই পথে,—এই দুয়ারে!

ছুফি কে ?

শেখ্ আব্দুল্লাহ্ ইয়মনুল্-মবারক এক সময়ে হজরত হছন্ বছ্রি রহমতুল্লাহ্ আলায়হেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ছুফি কে ?" উত্তরে কহিলেন, "হুয়াল্লাজী ফী ওয়াজ্হেহী হায়াওন্, ওয়া ফী আয়নেহী বোকাওন্, ওয়া ফী কল্বেহী ছফাওন্, ওয়া ফী লেছানেহী ছানাওন্, ওয়া ফী ইয়দেহী আতাওন্, ওয়া ফী ওয়া'দেহী ওফাওন্, ওয়া ফী নোৎকেহী শেফাওন্।"

অর্থ—যাহার মুখমণ্ডলে লজ্জা, চক্ষুতে রোদন, অন্তরে নির্ম্মলতা, রসনায় গুণগান, হস্তে দান বিতরণ, অঙ্গীকারে প্রতিপালন এবং বচনে আরোগ্য আছে (তিনিই ছুফি)।

হজরত আবু ছইদ-এব্নে আবুল খাএর রহমতুল্লাহ্ আলায়-হেকে তাছৌওফের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিয়া ছিলেন—"তোমার মনে যাহা আছে তাহা বাহির কর, তোমার হাতে যাহা আছে তাহা ফেলিয়া দাও এবং যে তোমার কাছে আসে তাহাকে ফিরাইও না, বছ্, এই-ই তাছৌওফ।"

হজরত বা-এজিদ বোস্তামী রহমতুল্লাহ্ আলায়হে আদেশ করিয়াছেন—"তাছৌওফ মিথ্যাকে তাড়াইয়া দেয়; খোদি ও নফছ্কে বরবাদ করে, রিপু সকলকে সংযত রাখে, হৃদয় নির্ম্মল করে এবং দুর্গম দুরারোহ মা'রেফতের পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম করে।"

হজরত আবুল্ হছন নূরী রহমতুল্লাহ্-আলায়হে বলেন, তাছৌওফ কোন কানুন (আইন) কিংবা কায়দা (কৌশল) নহে। কারণ যদি কানুন হইত, তবে পালন করিলেই আর যদি কায়দা হইত, তবে শুধু শিখিলেই ইহার ফল লাভ করা যাইত। এল্‌মে-তাছৌওফ আল্লাহ তাআলার খাস-অনুগ্রহ। যথা—আল্লাহ-পাক রব্বোল-আলামিন পবিত্র কোর্‌আন্ শরিফে আদেশ করিয়াছেন,—"ইয়াহ্‌দিল্লাহো লেনূরেহি মাঁই-ইয়াশাও"। আল্লাহ্ নিজের আলোকে যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাইয়া দেন, অর্থাৎ মানুষের অন্তরে দিব্য-জ্ঞানের সঞ্চার হওয়া শুধু তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এবাদত-বন্দেগী, আজকার, আশগাল, মোরাকেবা, মোহাছেবা, অনাহার, অনিদ্রা ইত্যাদি যাবতীয় সাধ্যসাধনা হইতে সে আলোক উৎপন্ন হয় না; এগুলি দয়াময়ের সেই অনুগ্রহ, সেই নূর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আকুলি-ব্যাকুলি মাত্র। তবে আশা এই 'মন্-জাদ্দা কাওয়াজাদা'—যে ধায় সে পায়।

আশা ও ভয়ের মধ্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা লইয়া, দুঃখের পর্ব্বত মাথায় করিয়া, সাধনার পথে থাকিতে থাকিতে যেদিন সাধকের অন্তরে দিব্য আলোকের সঞ্চার হয়—যখন ছালেকের হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া যায়, তখন সে সেই নূরে—সেই দিব্য আলোকে জাহের-বাতেন ব্যক্ত-অব্যক্ত সমুদয় বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারে। হজরত জামী

আলায়হের হ্মৎ বলেন, 'যদি আল্লাহ্ তোমাকে দূরে রাখিতে চাহেন, তবে কোনও রহ্বর্ (পথপ্রদর্শক) তোমাকে তাঁহার সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারেন না।' তবেই বুঝা গেল, ছুফি গড়ে না—জন্মে। হজরত এমাম হম্বল ছুফিগণের প্রশংসায় কহিয়াছেন, 'শরিয়তের প্রতি নিষ্ঠাবানগণের (মোতাশাঁরে-ইনের) জেকের অপেক্ষা ছুফিগণের চুপ থাকার মূল্য অধিক।' জোব্দাতুল-আরেফিন ছৈয়দ শাহ কামালুদ্দিন বলেন,

"মগ্জে-উলুম ফেক্হা ও হদিছো কোতাব হয়,
ইয়ে এল্ম্ মগ্জ্ ফেক্হা ও হদিছো কেতাব কা"

ফেক্হা ও হদিছ ও কোর্আন সমুদয় বিদ্যার মগ্জ্ (মস্তিষ্ক)। আর এই তাছোওফ বিদ্যা কোর্আন-হদিছ ও ফেক্হার মগ্জ্ (সারাংশ)।

ছৈয়দ শাহ্ বেল্লোরী রহমতুল্লাহ্ আলায়হে তাঁহার রচিত 'ফছলুল্-খেতাব' গ্রন্থে লিখিতেছেন, তাছোওফ উলুমে দীনের মানে, সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বকথা এবং তাহা বাতেনী এজ্তেহাদের সাহায্যে অর্থাৎ অন্তরে প্রকাশিত দিব্যজ্ঞানের বিচার-বিতর্কে অবগত হওয়া গিয়াছে। এই জন্যই এই এল্মের আর এক নাম এল্মে বাতেন (অন্তরের বিদ্যা)। এল্মে-জাহেরের সহিত এল্মে বাতেনের, মানে, শরিঅতের সহিত তাছোওফের বা তরিকতের দেহ-প্রাণ সম্বন্ধ অর্থাৎ শরিঅৎ দেহস্বরূপ এবং তাছোওফ বা তরিকৎ তাহার প্রাণ।

যথা—হজরত রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায় ওয়া-ছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন,—

"আল্-এল্মো বেদুনেল্-আমলে ওবালুন আল্-আমলো বেদুনেল্-এল্মে জালালোন্।"

অর্থ—কর্ম্মহীন জ্ঞান বিপদ, আর জ্ঞানহীন কর্ম্ম বিপথ-গমন মাত্র।

অর্থাৎ শুধু শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিয়া কোন ফল নাই। তদনুযায়ী আমল (কর্ম্ম) না করিলে তাহা মহাবিপদ আনয়ন করিবে, বিষম দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে। আর শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়া কর্ম্ম করিলে পথহারা হইয়া অঘাটে মরিতে হইবে। এখন ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাছৌওফের জন্য শরিয়তের ও শরিয়তের জন্য তাছৌওফের নেহাৎ দরকার। ফলতঃ এলম্ এবং আমল উভয়ই তাছৌওফের অন্তর্গত।

'সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাছৌওফের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ফানা-ফিল্লাহ্ ও বাকা-বিল্লাহ্। আর ঐ যে আল্লাহ্ তাআলা কোর্আন শরিফে আদেশ করিয়াছেন, 'আল্লামাল্ এন্‌ছানা ম-লাম্-ইয়া'লাম'—"আমি শিখাইয়াছি মানুষকে, যাহা সে জানে নাই।" এই বাক্যটী দ্বারা তাছৌওফকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তওহিদ।

আহ্‌লে-তরিক্ বা তত্ত্বপথের পথিকগণ, তওহিদের চারিটী সোপান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

প্রথম সোপান—মুখে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা; কিন্তু মনে মনে তাহা বিশ্বাস না করা। ইহা মোনাফেকগণের তওহিদ। কল্য ইহাতে কোনও ফলোদয় হইবে না।

দ্বিতীয় সোপান—(ক) অশিক্ষিত সাধারণ মুমেনের তও-হিদ। বিনা কোন প্রমাণে (বেলা দলিল) শুধু পিতা-মাতা বা আলেমগণের নিকট শুনিয়া, মুখে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা এবং অন্তরেও তাহার বিশ্বাস রাখা। ইহাকেই তক্‌লিদ করা বলে। (খ) মোতাকাল্লেম বা স্থূলদর্শী আলেমের তওহিদ অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া প্রমাণের সাহায্যে মনে মুখে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা। এ তওহিদের প্রসাদে শের্কে-জলি ও চিরনরক বাস (খুলুদে দোজখ) হইতে রক্ষা পাইয়া বেহেশ্‌ত্ লাভ ঘটিবে, কোনই সন্দেহ নাই। তওহিদের এই সোপানে স্থির থাকিলেও মানুষের অন্তরে শের্কে-জলির অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে উপাস্য বলিয়া মনে করিবার ঘোর অন্ধকার আসিতে পারিবে না, কাজেই চিরকাল দোজখে বাস করা হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাওয়া যাইবে; তবে দোজখের আঁচ যে মোটেই লাগিবে না ইহা বলা যাইতে পারে না। দয়াময়ের অনুগ্রহ হইলে,

পাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া পুণ্যের পথে স্থির থাকিলে, এই সোপানে থাকিয়াই নিরাপদে বেহেশ্‌তে—চির-বসন্তের নন্দন কাননে উপনীত হওয়া যাইবে বটে; কিন্তু এটী একেবারেই ক্ষুদ্র আশা, স্বল্প লাভে পরম তৃপ্তি। ইহাকেই বলে—আলায়কুম্ বেদীনেল্ আজাএজ্। (তোমরা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম ধরিয়া রহিয়াছ)

তৃতীয় সোপান—বান্দার দেলে এমন এক নূর জাহের হয়—সাধকের হৃদয়ে এরূপ এক দিব্য জ্ঞানালোকের বিকাশ হয় যে, তিনি সেই নূরে, সেই দিব্য আলোকে দেখিতে পান যে, সমুদয় কার্য্য একই মূল হইতে চলিয়া যাইতেছে—সমুদয় কর্ম্মের ধারা একই মূল প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইতেছে; সমুদয় কার্য্যের কর্ত্তা একজনের বেশী নহে। কোনও কর্ম্মে সেই এক ভিন্ন আর কাহারও কোন অধিকার নাই। ইহা আরেফগণের তওহিদ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সোপানের তৌহিদের মধ্যে অর্থাৎ অশিক্ষিত জন-সাধারণ ও আলেম-গণের তওহিদ্ এবং আরেফগণের তওহিদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

একটা বাড়ী, তার মালীক বাহিরে নাই, ভিতরে আছেন। এখন মালীক বাড়ীতে আছেন কি-না, তাহা তিন প্রকারে জানা যাইতে পারে। প্রথম, কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম কর্ত্তা বাড়ীতে আছেন কি-না, সে বলিল—আছেন। তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইলাম। বাড়ীতে কর্ত্তা আছেন কি-না ইহার প্রমাণ স্বরূপ বাহির বাড়ীতে কোন চিহ্ন খুঁজিয়া দেখিলাম না।

অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানের তওহিদের জ্ঞান এই প্রকারের। এই প্রকারের বিশ্বাসের আর এক নাম ইমান তকলিদী।

দ্বিতীয়, বাড়ীতে কর্ত্তা আছেন কি-না তাহা জানিবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। দেখিলাম, বাহির বাড়ীতে ঘোড়া সাজান রহিয়াছে, চাকর, খানসামা, খুব আদব ও মনো-যোগের সহিত যে-যার কর্ম্ম করিতেছে। তাহাতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, কর্ত্তা নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন। আলেম-গণের তওহিদের জ্ঞান এই প্রকার। শাস্ত্রপাঠে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইয়াছে। সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইয়াছেন। এই প্রকার বিশ্বাসের আর এক নাম ইমান এস্তেদলালী অর্থাৎ প্রমাণগত বিশ্বাস। অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানের ও শিক্ষিত আলেমের তওহিদের জ্ঞানকে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া দ্বিতীয় সোপানে রাখিবার কারণ এই যে, মোশাহেদার বা নিজ চক্ষে দেখার অভাব সম্বন্ধে উভয়ই সমান। তৃতীয়তঃ, বাড়ীর ভিতরে কর্ত্তা আছেন, ইহা আমি জানালা দিয়া নিজ চক্ষে দেখিতে পাইলাম। এ স্থলে না কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে, না কোন প্রমাণ সংগ্রহের আবশ্যক আছে। ইহাই আরেফগণের তওহিদ। তওহিদের ইহাই তৃতীয় সোপান। ইহাও তওহিদের পূর্ণজ্ঞান নহে। কারণ তওহিদ্ অর্থ এক হওয়া। এখানে বাড়ীও দেখা যাইতেছে এবং বাড়ীর কর্ত্তাকেও দেখা যাইতেছে। চতুর্থ সোপান সাধ-কের অন্তরে, ছালেকের দেলে আল্লাহ্ তায়ালার জুহুরের নূরে—

বাতেন, বিকাশের অব্যক্ত জ্যোতিঃ এত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয় যে, তাহাতে সমুদয় জগতের অস্তিত্ব একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কোন অন্ধকার কুঠরীতে বেড়ার ছিদ্র দিয়া রৌদ্রের কিরণ প্রবেশ করিলে দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ রেণু নাচিয়া বেড়াইতেছে ; কিন্তু বাহিরে সূর্য্যের কিরণে তাহার একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠিক এইরূপই সাধকের অন্তরে বিকশিত সেই নূরে বাতেনের, সেই অব্যক্ত জ্যোতির তীব্র আলোকে অসংখ্য বস্তু-ব্যক্তিময় এই বিরাট জগতের অস্তিত্ব একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যালোকে বায়ুতে নৃত্যমান অণুগুলি—দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কেহ বলিতে পারে না যে, অণুগুলি একেবারে লোপ পাইয়া গেল। না দেখা এক কথা, না থাকা আর এক কথা। এইরূপই চতুর্থ সোপানে শুধু এক আল্লাহ্ ভিন্ন নিজের বা জগতের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা কখনই বলিতে পারি না যে, বান্দা একেবারে নেস্ত (লুপ্ত) হইয়া গেল। তুমি যখন আর্শি দেখ, আর্শি দেখিতে পাও না ; কারণ তুমি যে নিজের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছ। এ স্থলে বলিতে পার না, তোমার সৌন্দর্য্যেই আর্শি হইয়াছে বা আর্শিই তোমার সৌন্দর্য্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। এই স্থানে বহুজনের পদস্খলন হইয়াছে। এনায়েতে আজলী ও এ পথ পার হইয়াছেন, এমন একজন কামেল পীরের সাহায্য ব্যতীত এ পথ, এ দুস্তর পাথার কেহই পার হইতে পারিবে না। এ অবস্থায় কিন্তু কেহ বেশীক্ষণ নিমজ্জিত রহেন না। কেহ

বা সপ্তাহে এক ঘণ্টা, কেহ বা দুই ঘণ্টা, আর কেহ বা এতদ-পেক্ষাও অধিক সময় এই সম্পূর্ণ আত্মহারার সোপানে স্থির থাকিতে পারেন। এই সোপানেরই আর এক নাম **ফানা**।

বোজর্গান এই চতুর্থ সোপানের উপরেও আর এক মকামের উল্লেখ করেন, তাহার নাম **ফানা-উল-ফানা**। তাহা এই যে, সেই নূরে বাতেনের আরও অধিক বিকাশ হওয়ায় ছালেক নিজের ও জগতের অস্তিত্ব যে হারাইয়া ফেলিল, তাহাও ভুলিয়া যায়।

"তু দরোগোম্ শওকে তওহিদ ইঁ বুয়দ,
গোম্ সোদন গোম্ কন্‌কে তফরিদ ইঁ বুয়দ।"

(পদ্যানুবাদ)

তাঁহারি ধেয়ানে হারাইয়া যাও,
তওহিদ ইহারে কয় ;
আপনা হারাণ হারাইয়া ফেল,
তফরিদ ইহারে কয়।

এ স্থানে না নাম থাকে, না ধর্ম্ম। এখানে নাই অস্তিত্ব, নাই অনস্তিত্ব অর্থাৎ আছে ইহাও বলা যায় না—নাই ইহাও বলা যায় না। এখানে ভাষাও কুলায় না, ঈঙ্গিতও চলে না। জগতে না আছে উপর, না আছে নীচ।

এ ভুবনের কোন সংবাদ নাই। কোন চিহ্নও নাই।

"কুল্লোমান্ আলায় হা ফানেউঁ ওয়া ইয়াব্কা ওয়াজ্হো রাবেবকা জুলজালালে ওয়াল্ একরাম" এবং "কুল্লো শায়ওন্ হালেকুন ইল্লা ওয়াজহাহ্" ইত্যাদি কোর্আনের এই সকল পবিত্র বচনের নিগূঢ় পরমার্থ এই অবস্থায়ই জাজ্বল্যমান হয়। কিন্তু ভাই পথিক! পথের এই সকল দুস্তর ঘাট দেখিয়া ভয় পাইও না। যদিও তুমি আপনাকে ছোলায়মানের পিপীলিকার মত মনে কর, তথাপি মনে করিও না, তুমি পাপী পাতকী এ পথের অনুপযুক্ত। ঐ দেখ, বড় বড় আবেদের শত শত বৎসরের এবাদৎ আরাধনা, বড় বড় সাধকের হাজার হাজার বৎসরের সাধনা তাঁহার বেনেয়াজীর বাতাসে ধুলি হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। আবার তাঁহার অযাচিত অপার অনুগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখ। সামান্য মাটি ও পানি হইতে পৃথিবীর রাজা, আদমের আব্দুল্লার এতিম হইতে দোজাহানের মহারাজাধিরাজ হজরৎ মোহম্মদের এবং ঘৃণিত বোৎ-তারাগ (মূর্ত্তিনির্ম্মাতা ভাস্কর) আজর হইতে হজরৎ এব্রাহিম খলিলুল্লাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মোশরেক হইতে মো-ওয়াহ্হেদ এবং মুমেন হইতে কাফের সৃষ্টি করেন। তিনি কাহারও এবাদতের দিকেও ফিরিয়া দেখেন না। পাপের দিকেও ফিরিয়া চাহেন না। কথিত আছে—এক উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিপূজক, আপনার উপবীত পরিষ্কার করিতেছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন; বলিতে লাগিলেন, আয়নাল্লাহ,—কোথায় আল্লাহ্? দ্রুতবেগে নগরের পর নগর

অতিক্রম করিতে করিতে সিরিয়া দেশে লেবানন পর্ব্বতে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ছয়জন লোক সম্মুখে একটী জানাজা (বস্ত্রমণ্ডিত মৃতদেহ) লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ? তাঁহারা কহিলেন, আগে আপনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানাজার নমাজ পড়ুন, তারপর ব্যাপার কি জানিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, নমাজ পড়িলেন, মৃতদেহ কবরিত হইল। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমরা ঐ সাতজন—যাঁহাদের প্রসাদে জগতের স্থিতি রক্ষা পায়। আর আপনি যে মৃতদেহের উপর নমাজ পড়িলেন, উনি আমাদের পীর কোৎবে আলম। এন্তেকালের সময়ে (মরণ কালে) উনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমাকে স্নান করাইয়া, জানাজার কাপড় পরাইয়া প্রতীক্ষায় রহিও; দৈবাৎ কোন এক ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ; তাঁহাকে বলিও, তিনি আমার উপরে নমাজ পড়িবেন। তিনিই আমার পরিবর্ত্তে কোৎবে আলম হইবেন।

তওবা।

বাসনার মায়ামৃগ ধরিবার আশে,
শয়তানের যাদুমন্ত্রে হ'য়ে দিশাহারা,

অজ্ঞান-আঁধারে, সর্ব্বনাশের পাথারে,
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত ঘোর কণ্টকের বনে
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে বুঝি প্রাণ যায় ;
রক্ষঃ প্রভো ! দীনবন্ধো ! এ ঘোর সঙ্কটে।
জ্ঞানের প্রদীপ আর প্রেমের আহ্বানে
নিয়ে যাও মুক্তিপথে আনন্দ-নগরে।

ভাই ছালেক, মুক্তিপথের পথিক, জান ?—তোমার পথের আরম্ভ কোথায় জান ? এ পথের প্রথম মঞ্জেলের নাম কি ? তওবাই এ পথের আরম্ভ বা প্রথম মঞ্জেল। পরম সৌভাগ্যের দুয়ার খুলিবার জন্য **তওবাই একমাত্র কুঞ্জি।**

আমাদের আদিপিতা হজরৎ আদম আলায়হেছ্-ছালাম কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আদ্‌ন—বেহেশ্‌ত্ হইতে জরা-মৃত্যু, বিরহ-বিচ্ছেদ, রোগ-শোক-পাপ-তাপ ইত্যাদি নানা দুঃখে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে পতিত হইয়া যখন লজ্জায়, অনুতাপে ও বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে মুক্তির পথে ফিরিয়া চলিলেন, তখন এই তওবাই ছিল তাঁহার প্রথম মঞ্জেল।

কথায় বলে, "বাপকা বেটা, ছেপাহীকা ঘোড়া ; পূরা নেহি তো থোড়া থোড়া," মানে,—গোনাহ ত আমাদের মৌরষি সম্পত্তি ; কিন্তু বেটার কর্ত্তব্য এই যে, সে বাপের চালচলন যথা-সাধ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। বাপত সামান্য একটু পাপ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ খবরদার হইয়া পুণ্যের পথে উঠিয়া চির-বসন্তের মঞ্জুলকুঞ্জে সেই প্রাণের প্রাণের সহিত প্রাণ

মিশাইয়া একাকী হইবার জন্য ঐ যে মন ফিরাইয়া লইলেন, আর অন্য দিকে চাহিলেন না,—আর পিছু হটিলেন না। আমরা তাঁহার পুত্রগণেরও কর্ত্তব্য যে, অবিলম্বে লজ্জা ও অনুতাপের সহিত সমুদয় পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরাইয়া সেই দয়াময় প্রাণপ্রভু আল্লাহের প্রেম-পথে চলিবার জন্য দৃঢ় পণ করিয়া বসি। যে ব্যক্তি শুধু পাপের বেলায় বাপকে তার নেতা বলিয়া জানে, আর তওবার ধারপারেও আসিতে চায় না, সে মহাভুলে পড়িয়া রহিয়াছে; সে একেবারে ব্যাকুফ আহ্‌মকের ঠাকুরদাদা!! আরে ভাই, কথা ত এই, একেবারে পুণ্যের হইয়া থাকা, ফেরেশ্‌তার কাজ। একেবারে পাপে মজিয়া, গোঁ ধরিয়া বসা শয়তানের কাজ। আর পাপে পড়িয়া পুণ্যের পথে স্থির হইয়া যাওয়া আদমের কাজ—মানুষের ধর্ম্ম। অতএব কেহ যদি পাপ করিয়া তওবা করে, পুণ্যের পথে চলে, তবে সে আপনাকে আদমের বংশ বলিয়া প্রমাণ করিল। আর কেহ যদি সারাজীবন পাপেই কাটায়, তওবা করিয়া সৎপথে আসিবার ইচ্ছা মোটেই না করে, তবে সে যেন আপনাকে শয়তানের গোষ্ঠি বলিয়া পরিচয় দিল। পাপ ও পুণ্য—নেকী ও বদি একত্র খমির করিয়াই আল্লাহ্-পাক মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের হইতে পাপের সমাবেশ দূর করিবার উপায় মাত্র দুইটী। হয় নদামতের অর্থাৎ অনু-তাপের তীব্র তাপে, নয় দোজখের সেই ভয়ঙ্কর আগুনে। এখন, হে ভাই ছালেক! তোমাকে এই দুইয়ের যেটী সহজ

বলিয়া বোধ হয়, সেইটাই এখ্‌তিয়ার কর। তওবার হকিকৎ (প্রকৃত অর্থ)—তিনটী বিষয় একত্র হইলে তাহাকে তওবা বলে, যথা ঃ—

১। এল্‌ম্ ... (জ্ঞান)
২। হাল ... (ভাব)
৩। ফে'ল্ ... (কর্ম্ম)

এই তিনটী বিষয় এমনই যে, প্রথমটী হইলে দ্বিতীয়টী এবং দ্বিতীয়টী হইলে তৃতীয়টী আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। 'জ্ঞান' হইতে ভাব, ভাব হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন না হইয়াই পারে না—এই যে নিয়মটী ইহা আল্লাহ্ তাআলারই স্বভাব (আদৎ) যাহা তিনি আলমে-আজ্‌ছামে অর্থাৎ শারীর বা সাকার জগতে প্রচলিত রাখিয়াছেন।

যখন কেহ বুঝিল,—খুব ভাল করিয়া দেখিল যে, পাপের শেষফল বড়ই ভয়ঙ্কর, যখন বুঝিল, এই পাপেরই ফলে সেই প্রাণের প্রাণ পরম বন্ধু আল্লাহ্ তাআলার মিলন ও দর্শন হইতে, অনন্তকালের অপার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া পুতি-গন্ধময় ভীষণ দোজখের আগুনে অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, নিশ্চয় তখনই তাহার মনে সম্পূর্ণ এক নূতন ভাবের উদয় হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে কর্ম্মও প্রকাশ পাইবে।

পাপের শেষফল ভাবিয়া অন্তরে যে এক পরিতাপের আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহারই নাম নদামৎ এবং

নদামৎ প্রবল হইলে মনে আর একটী ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম এরাদা বা ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালেরই সহিত যোগ রাখিয়া কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। মানে—গতজীবনে যে সকল পাপ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান ও ক্ষতিপূরণ করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা করা ও বর্ত্তমানে ঐ সকল পাপ একেবারে পরিত্যাগ করা এবং আগামীতে মরণ পর্য্যন্ত ঐ সকল পাপ হইতে সম্পূর্ণ ক্ষান্ত থাকা।

এই প্রকার পোখ্‌ত—পরিপক্ক তওবাকে তওবাতুন্নছুহ অর্থাৎ খালেছ (খাঁটী) তওবা বলে। আল্লাহ্‌ তাআলা আদেশ করিতেছেন,—

"তুবু এলাল্লাহে জমিআঁ আইওহাল্ মু'মেনুনা লাআল্লাকুম্ তোফ্‌লেহুন।"

অর্থ—হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে মুখ কর, হয় ত তোমাদের মুক্তিলাভ হইবে।

আল্লাহ্‌ তাআলার এই পবিত্র বাণী, ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই তওবা করিলেন—কোফ্‌র্ পরিত্যাগ করিয়া ঈমানে আসিলেন এবং গোনাহ্‌ হইতে মুখ ফিরাইয়া এবাদৎ বন্দেগী করিতে লাগিলেন। তবে এই আদেশ বাক্যে যে 'সকলকে' তওবা করিতে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে। মানে,—সকলেরই পক্ষে, সকল সময়ে—প্রতি ঘণ্টায়—প্রতি নিশ্বাসে তওবা করা ফর্জ্‌

অর্থাৎ এমন একান্ত কর্ত্তব্য যে, তাহা কখনই পরিহার করা যাইতে পারে না ; কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টবাক্যে ইহার আদেশ করিতেছেন।

কাফেরের পক্ষে ফর্জ এই যে, সে কোফ্র্ পরিত্যাগ করিয়া ঈমানে আইসে ; গোনাহ্গারের (পাপীর) ফর্জ এই যে, সে গোনাহ্ পরিত্যাগ করিয়া এবাদৎ করিতে থাকে। ধার্ম্মিকের পক্ষে ফর্জ এই যে, তিনি যে প্রকার পুণ্য করিতেছেন, তাহার চেয়ে আরও অধিক ও উচ্চ ধরণের পুণ্য করিতে আরম্ভ করেন। আর যাঁহারা ওয়াকেফ্ অর্থাৎ জ্ঞানী—যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু খুলিয়া যাওয়ায় আম হইতে খাছের দর্জায় পৌছিয়াছেন, তাঁহারা যেন সেই দর্জায়—সেই পদেই স্থির হইয়া না রহেন, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করেন। কোথাও স্থির না রহিয়া, বরাবর চলিতে থাকা ইহাই পথিকের কর্ম্ম। **"তুবু এলাল্লাহে জমিআঁ আইওহাল-মু'মেনুন"** হে মু'মেনগণ—হে খোদা-রছুলের ভক্তজন, তোমরা সকলেই আল্লাহের দিকে মুখ কর, ইহার অর্থ এই-ই। তোমরা ধর্ম্মের পথে—প্রেমের মার্গে যে যেখানে উপস্থিত হইয়াছ, সে সেখানে কখনও স্থির রহিও না। এ পথ যে অনন্ত! উন্নতির যে শেষ নাই, তাঁহার অনুগ্রহের যে পার নাই।

আয়্ বেরাদর বে-নেহাএৎ দর্গহেস্ত্
হর্ কোজাকে মেরছি বর্ ওয়ায়্ ম-এঁস্ত্

অর্থ—

এ-যে দরবার অনন্ত অপার
শুন গো পথিক ভাই,
যেখানে এসেছ, যে ধাপে উঠেছ,
বসিয়া রহিও নাই!

যতই উপরে যে ধাপে উঠিয়াছ, সেখানেই বসিয়া থাকিও না। তাহারও উপরে, তাহারও উপরে আরও অগণন মকাম রহিয়াছে। উন্নতি করিতেই থাক, অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই চল। ভাল হইয়াছ, আরও ভাল হও! উপরে উঠিয়াছ, আরও উপরে উঠ! ভালর শেষ নাই, উপরের অন্ত নাই।

বলা বাহুল্য, তওবা দ্বারা যে উন্নতি হয়, তাহা সকলের পক্ষে সমান নহে। যিনি যত উচ্চ পদের, যাঁহার পুণ্যবল যত অধিক, যাঁহার চরিত্র যত মার্জ্জিত, হৃদয় যত নির্ম্মল, প্রাণ যত উজ্জ্বল, তিনি এক এক বারের তওবায় তত অধিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। কাফেরের তওবা ঈমানদারের তওবার সমান নহে; পাপী ঈমানদারের তওবা পুণ্যাত্মা ঈমানদারের তওবার সমান নহে, পুণ্যাত্মা মুমেনের তওবা আল্লাহ্-তাআলার সহিত মিলিত অলির সমান নহে, অলির তওবা নবির তওবার সমান নহে, নবির তওবা রছুলের তওবার সমান নহে, রছুলের তওবা উলুল্-আ'জম রছুলের তওবার সমান নহে এবং উলুল্-আ'জম রছুলের তওবা খাতেমুন্নবিয়ীন, ছৈয়েদুল্ মোছেলিন, ছৈয়েদোনা ওয়া

মওলানা হজরত আহ্মদে-মোজ্তবা, মোহম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের তওবার সমান নহে।

কাফের,কোফরের অন্ধকারে এছলামকে আল্লাহ্-তাআলার প্রেরিত ধর্ম্ম বলিয়া মানিত না, মনে করিয়াছিল, ইহা একজন মানুষের মনগড়া ধর্ম্ম বা তাহার গভীর চিন্তার ফল, তারপর কোন কারণে তাহার অন্তরে সত্যের জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল, সে বুঝিল, দেখিতে পাইল, এছলাম বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাআলার প্রতিষ্ঠিত, জগতের আদি সত্য ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম্মে মুক্তি নাই, তখন অনুতাপের সহিত কোফ্র্ পরিত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করিল। কোফ্রের অন্ধকার হইতে ঈমানের আলোকে আসিল। কাফের ছিল মু'মেন হইল, ইহাই কাফেরের তওবা।

পাপী মুমেন বা বদ্কার ঈমানদার আলস্য করিয়া এবাদৎ বন্দেগী পরিত্যাগ করিয়াছিল অথবা এবাদৎ বন্দেগী করার সঙ্গে সঙ্গে, পাপের প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও, ইন্দ্রিয়জয় করিতে না পারিয়া, ক্ষণিক আনন্দের লালসা সাম্লাইতে অপারগ হইয়া পাপ করিতেছিল; কিন্তু কোনদিন আল্লাহ্-তাআলার অনুগ্রহে সে আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল বা কোন কোন ধার্ম্মিকের নিকট উপদেশ পাইল, মরণের কালাকাল নাই; পাপের পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর, আজ নয়, কাল করিব, এ মাসে নয়—সে মাসে ভাল হইব, এই প্রকার ভুলে ভুলে আয়ু ফুরাইয়া যাইবে, হঠাৎ মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন অনুতাপ করিলে ফল হইবে না,

যে কাল চলিয়া গিয়াছে, শত কাঁদিলে, শত চেষ্টা করিলে তাহা ফিরিয়া আসিবে না। আপন মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বা কাহারও নিকট এই প্রকার উপদেশ শুনিতে শুনিতে তাহার মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইল, লজ্জায় অনুতাপে চক্ষে জল আসিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সৎপথে উঠিয়া এবাদৎ-বন্দেগী কান্নাকাটা করিতে আরম্ভ করিল, ইহাই পাপী মু'মেনের তওবা।

পুণ্যাত্মা মু'মেন বা নেককার ঈমানদার ভাবিতেছিল, আমি খুব নামাজ পড়িতে পারি, রোজা রাখিতে পারি, ধনজনের প্রতি আমার মোটেই আসক্তি নাই, পাপ আমার জীবনের বৈরী। মোটকথা সে যেন বোধ করিয়াছিল, পাপ হইতে রক্ষা পাইয়া, পুণ্য কাজ করিবার তাহার নিজেরই একটা শক্তি আছে। কিন্তু যখন জ্ঞানের চক্ষু খুলিয়া গেল, দেখিতে পাইল "কে যেন আমাকে সেই অসহায় বাল্যকাল হইতেই আঁচল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, নয়নের এবং অন্তরের আলোক হইয়া অজ্ঞানের অন্ধকার বিনাশ করিয়া পুণ্যের পথ, আনন্দের নগর দেখাইয়া চলিয়াছে, যখন টানে, তখন চলিতে পারি; যখন দেখায়, তখন দেখিতে পাই; অন্যথায় খঞ্জ হইয়া থাকি—চলিতে পারি না, অন্ধ হইয়া যাই,—দেখিতে পাই না। তখন সে আপনার এই মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য নিতান্ত লজ্জিত, ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ তাআলাকে আত্মসমর্পণ করে, বলে—

"রাজি হঞে হম্ উছিমে জোকুছ্ দেল্‌রোবা করে
চাহে জুফা ও জোর করে চাহে ওফা করে।"

অর্থ—

মনোহর আমার যাহা করে, আমি তাহাতেই রাজি। চায় সে আমাকে দুঃখে কাঁদায়, চায় সুখে হাসায়।

এই গেল নেককার মু'মেনের তওবা।

তারপর এই আত্মসমর্পণের পথে চলিতে চলিতে আপনার কর্ম্ম, আপনার গুণ ভুলিয়া সেই এক মহাকর্ম্ম, সেই এক মহা-শক্তি দেখিতে দেখিতে যখন ছালেকের অন্তরে আরও খরতর দিব্য আলোকের সঞ্চার হয়, নূরে-বাতেন খুব উজ্জ্বল হয়, তখন সে দেখিতে পায়, আমার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। তিনিই একমাত্র সত্য অস্তিত্ববান, চিরবিদ্যমান ওয়াজেবুল-অজুদ, আমার অজুদ (অস্তিত্ব) মিথ্যা—স্বপ্নময়। তখন সে, 'আমি আছি' এরূপ মনে করাকে মহাপাপ জানিয়া সেই এক অদ্বিতীয় মওজুদে-হকিকী বা প্রকৃত সত্তাবান আল্লাহ্-তাআলার মধ্যে আপনহারা হইয়া যায়। কাৎরা যেন দরিয়াকে—বিন্দু যেন সিন্ধুকে এই বলিয়া তাহাতে মিশাইয়া যায়—

"কে জাএ-কে দরিয়াস্ত্ মন্ কীস্তম্
গর্ উ হস্ত্ হক্কা কে মন্ নীস্তম্।"

অর্থ—

যেখানে সাগর তথা আমি কেবা হই,
সে যদি গো আছে, সত্য আমি কিছু নই।

এই আপনহারা সর্ব্বশূন্য ভাব ঘুচিয়া গেলে তাঁহারা দেখেন, এই জগৎ—এই বিরাটরূপ সেই অরূপের মহিমা, এই চিহ্ন সেই

অচিনের গরিমা। ইহাই হইল সেই বড়র বড় সিদ্ধপুরুষ অলি-আল্লাহ্ গণের তওবা।

খাল দেখিয়া যেমন বিলের, বিল দেখিয়া যেমন নদীর এবং নদী দেখিয়া যেমন সমুদ্রের পরিমাণ একরূপ অনুমান করা যায়, তেমনই অলিআল্লাহ্ গণের তওবা বুঝিয়া নবি রছুল ও উলুল্ আ'জম পয়গম্বর এবং সর্ব্বোপরি ছৈয়োদুল্-মোছে'লিন হজরত মোহম্মদ ছল্লাল্লাহো আ'লায়হে ওয়া ছাল্লামের তওবার মহিমা অনুমান করিয়া লও। ফলকথা, তাঁহাদের তওবার অর্থ সাধারণে কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; তাঁহারাই বুঝেন ও হজরাৎ অলিআল্লাহ্ গণ কিছু বুঝিতে পারেন।

আমাদের হুজুর ছল্লাল্লাহো আ'লায়হে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন,—

"ইন্নি লআস্তাগ্ ফেরো ফি কুল্লে ইয়াওমেন্ ছব্ ঈনা মর্'াতান্"

অর্থ—নিশ্চয়-নিশ্চয় আমি প্রতিদিন ৭০ সত্তর বার আস্তাগ্ ফার করিয়া থাকি।

হজরতের এই আস্তাগ্ ফার বা তওবার অর্থ অতি ভিন্ন। এ তওবার অর্থ, হছন্ হইতে আহ্ ছনের দিকে অর্থাৎ ভাল হইতে আরও ভালর দিকে গমন করা, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক মর্ত্তবা হইতে অন্য মর্ত্তবায় গমন করিতেন। তিনি প্রতিক্ষণ আপনাকে যে মর্ত্তবায় পাইতেন, তাহা তাহার উপরের মর্ত্তবার তুলনায় অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হওয়ায় সেই মর্ত্তবায় স্থির

থাকা পাপ মনে করিয়া তাহা হইতে তওবা করিতেন। এই অর্থেই বলা হয়,—

"হছনাতুল্-আব্‌রারে ছৈয়ে আতুল্ মোকর্‌রবিন।"

অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যাত্মা (নেককার) গণের পক্ষে যাহা পুণ্য, সান্নিধ্যপ্রাপ্ত অলিআল্লাহ্‌গণের পক্ষে তাহা পাপ।

(যে তওবা করিল তাহাকে তাএব বলে।)

তাএব তওবা করিবার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত হইলে সে যে আর তওবা করিতে পারে না, এমন কোন কথা নহে এবং তওবা করিবার পর যতকাল সৎপথে স্থির থাকিতে পারিবে, তওবা ভঙ্গ করিলে তাহার ততকালের পুণ্য নষ্টও হইবে না। যতবারই তওবা ভঙ্গ হউক, প্রতিবারেই দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর লজ্জা ও অনুতাপের সহিত, এবাদৎ বন্দেগী ও অন্যান্য সৎ-কার্য্যের পরিমাণ আগের চেয়ে আরও বেশী করিয়া, পুনরায় তওবা করিয়া সৎপথে উঠিতে থাকিবে, কখনই অধ্যবসায় পরি-ত্যাগ করিবে না।

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে,
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হা'ল;
আজিকে না হ'তে পারে, হ'তে পারে কাল।"

কোন মশাএখ বলিয়াছেন, "আমি ৭০ সত্তর বার তওবা করিয়াছি, সত্তর বারই তওবা ভঙ্গ হইয়াছে। অবশেষে ৭১ একাত্তর বারের বার একেবারে স্থির

হইতে পারিয়াছি। আরও কোন মহাজন বলিয়াছেন, আমি সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কতকাল আল্লাহ্ তাআলার প্রেমপথে চলিতে থাকিলাম। বিষয়-বাসনার মোহে পুনরায়-প্রেম পথ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল খোদাকে ভুলিয়া রহিলাম, ক্রমে নানা পাপে হৃদয় মলিন হইয়া গেল। একদিন আর্শিতে দেখিলাম দুই এক গাছি দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে। মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম! এখন যদি পুনরায় খোদার কাছে যাইতে চাই, তিনি আমায় গ্রহণ করিবেন কি? এ পলায়িত দাসকে তিনি তাঁহার পবিত্র দরবারে স্থান দিবেন কি? এই বলা ছিল, আর অমনি দৈববাণী হইল—"যতদিন তুমি আমায় প্রেম করিতে, আমি তোমার বন্ধু ছিলাম; প্রাণের সহিত তোমায় ভাল বাসিতাম। এতকাল ভুলিয়া রহিলে, আমি তোমায় অবসর দিলাম। এখন যদি পুনরায় আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে চাও, অতি সমাদরে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব।"

হজরত জোন্নুন মেছ্রী রহ্মতুল্লাহ্ আলায়হে বলিয়াছেন, "গোনাহ (পাপ) হইতে ফিরিয়া যাওয়া সাধারণের তওবা। আলস্য অবহেলা পরিত্যাগ করা খাছ (বিশিষ্ট) লোকের তওবা। অন্যান্য নবিগণ যে মকামে পৌঁছিয়াছেন, সেই মকামে পৌঁছিবার পক্ষে আপনাকে অসমর্থ বলিয়া মনে করা নবিগণের তওবা। খাজা ছোহাএল তছ্তরী রহমতুল্লাহ্ আলায়হে এবং আর একদল বোজর্গ বলেন, "গোনাহ্ করিয়া তাহা জীবনে

ভুলিয়া না যাওয়া ইহাই তওবা। তবে যত বেশী পুণ্য কর না কেন, অহঙ্কার আসিবে না। আবার খাজা জোনাএদ এবং আর একদল বলেন, "যে গোনাহ্ করিয়াছ, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাও, ইহাই তওবা। কেননা যে অপরাধ করিয়া বন্ধুর মনে দুঃখ দেওয়া হইয়াছে, পুনরায় তাহার উল্লেখ করিলে বন্ধুকে অত্যাচার করা হয়।" সাধারণ জ্ঞানে এই মতটী পূর্ব্বমতের বিপরীত বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থ একই। এখানে গোনাহ্ করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, তুমি সেই পাপ করিবার বেলায় যে আনন্দ পাইয়াছিলে, তাহা তোমার অন্তর হইতে যেন এমনই মুছিয়া যায়, যেন তোমার বোধ হয়, তেমন কোন পাপ তুমি জীবনে কখনই কর নাই। বন্ধুর কাছে, 'আমি একজন ভিন্ন ব্যক্তি' এইরূপ মনে করাই যখন মহাপাপ, তখন নিজের দোষগুণের কথা মনে করা আরও কত বড় দোষের কথা হইবে, বিচার করিয়া দেখ ত? বন্ধুর দরবারে তোমার নিজের অস্তিত্ব মনে রাখা দোষের কথা হইলে, নিজের দোষগুণের কথা মনে রাখা আরও বড় দোষের কথা হইবে, সন্দেহ নাই।

ভ্রাতঃ! মৃত্যু ত ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে! জীবন অমূল্য ধন। সময় স্রোতের মত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, বার্দ্ধক্য অতি নিকট। এখনই তওবা কর, মুক্তির পথে চলিয়া আইস। যতদিন প্রাণ আছে, অবেলা মনে করিও না।

এক বৃদ্ধ কোন বোজর্গের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল,

"হুজুর ! আমি জীবনে বহুপাপ করিয়াছি, এখন তওবা করিতে চাই।" বোজর্গ কহিলেন, "বহু বিলম্বে অবেলায় আসিলে।" বৃদ্ধ কহিল, "না হুজুর ! বেলাতেই আসিয়াছি—সকালেই আসিয়াছি।" বোজর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া ?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "যখন মরণের আগে আসিয়াছি, সকালেই আসিয়াছি।"

ভাই! তুমি যতই পাতকী হও না কেন, যতবড় পাপ করিয়া থাক না কেন, এখনই এই মুহূর্ত্তেই তওবার অঁাচল শক্ত করিয়া ধর। খবরদার ! নিরাশ হইও না। তুমি ত ফেরাউনের যাদুগরদের চেয়ে বেশী পাপী নও ? আছ্‌হাবে কহফের কুকুর অপেক্ষা বেশী অধম জীব নও ? কোহ্‌তুর পাহাড়ের চেয়ে বেশী অচেতন নও ? পবিত্র কাবাগৃহের কাঠের চেয়ে তোমার মূল্য কম নয় ত ? কাল কুচকুচে হাবসী গোলাম, মনিব যদি তাকে 'কর্পূর' বলিয়া ডাকে, তাতে কোন দোষ হয় কি ?

ফেরেশ্‌তাগণ দরখাস্ত করিল, "খোদা ! তুমি মানুষ কেন সৃষ্টি করিতে চাও ? উহারা যে মারামারি কাটাকাটি নানা গণ্ডগোল করিবে। আমরা ত তাহা সহ্য করিতে পারিব না।" খোদা উত্তর করিলেন, "আমি উহাদিগকে যদি তোমাদের দুয়ারে পাঠাইয়া দেই, তাড়াইয়া দিও। যদি তোমা-দের নিকট বিক্রয় করিতে চাই, কিনিও না। তোমরা মনে

তোমাদের ভয় হইয়াছে, উহাদের কলঙ্ক আমার পবিত্রতার হানি করিবে। আমি যদি উহাদিগকে ভালই বাসি ত তাহা-দের দোষ অপরাধ আমার কি করিতে পারে ?"

ছরাছর হামা আয়্‌ব বেদাদী ও খরীদী
জহে কালা-এ পোর্‌-আয়ব্‌ ও জাহে লোৎফে
-খরীদার।

অর্থ—তুমি আমার সমুদয় দোষ দেখিয়াছ, তবু কিনিয়াছ। কি দাগধরা মাল ! আর কি দয়ারই খরিদ্দার !!

অসন্তুষ্টকে সন্তুষ্ট কর।

তওবা করিবার পর মুরিদের কর্ত্তব্য, যাহাকে সে অসন্তুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে সন্তুষ্ট করে। মনে রাখিও, গোনাহ্‌ তিন প্রকার ; যথা—

১। নামাজ, রোজা ইত্যাদি যে সকল ফর্জ্‌ এবং ওয়াজেব আছে, আলস্যে-অবহেলায় তাহা আদায় না করা। যথা-সাধ্য এ সকলের কাজা করিবে।

২। ঐ গোনাহ্‌ যাহা বান্দা ও খোদার মধ্যে ঘটে। যথা—মদ খাওয়া, জেনা করা, গীতবাদ্যশ্রবণ, সুদ খাওয়া, ঘুস লওয়া ইত্যাদি। এই সকল পাপের দরুণ বিধাতার ক্রোধ হইতে

রক্ষা পাইতে চাহিলে অধিক পরিমাণে পুণ্য করিবে। লজ্জা ও অনুতাপের সহিত আল্লাহ্ তাআলার নিকট খুব কাঁদিবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ প্রকার কোন পাপ না কর, তজ্জন্য দৃঢ়পণ করিবে।

৩। ঐ পাপ যাহা তোমার ও অপর লোকের মধ্যে ঘটিয়া যায়। এ পাপ বড় শক্ত এবং তাহা অনেক রকমের হইতে পারে ; যথা—

(ক) হয়ত কাহারও প্রাণহত্যা করিয়াছ। এ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে বদলা লইতে বল। পার ত টাকা-পয়সা দিয়া তাহাকে রাজি কর বা তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। অপারগ হইলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কাঁদ, যেন তিনি দয়া করিয়া কেয়ামতের দিন তোমার প্রতি তাহাকে সন্তুষ্ট করাইয়া দেন। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

(খ) হয়ত কাহারও ধনসম্পত্তির হানি করিয়াছ। এরূপ ক্ষেত্রে যাহার যত ক্ষতি করিয়াছ, তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দাও। যদি সে জীবিত না থাকে, তবে তাহার উত্তরাধিকারীকে দান কর। আর যদি তাহার কোন উত্তরাধিকারীও না থাকে, তবে তাহার পরলোকগত আত্মার (রূহের) উদ্দেশে দান-খয়রাৎ কর—তাহার মুক্তি ও মঙ্গলকামনা কর। যদি না পার, তবে অধিক পুণ্য কর, তাহার মুক্তির জন্য প্রার্থনা কর, আল্লাহ্ তাআলার কাছে কাঁদিতে থাক, যেন তিনি কেয়ামতের

দিন তাঁহার নিজের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে তাহাকে এমন কিছু দান করেন যে, সে তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া যায়।

(গ) হয় ত অসাক্ষাতে কাহারও নিন্দা (গীবৎ) করিয়াছ বা তাহার ঘাড়ে মিথ্যা পাপ চাপাইয়াছ। তাহা হইলে তাহার কাছে আপনার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাও। আর যদি দোষ স্বীকার করিলে তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিবে এরূপ আশঙ্কা কর, তবে নিরুপায় হইয়া আল্লাহ্-তাআলার কাছে যাও। তাহার মঙ্গলকামনায় বহু সৎকাজ কর। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাকে রাজি করাইবেন।

(ঘ) হয় ত কাহারও ধর্ম্মের হানি করিয়াছ। ফুস্‌লাইয়া বা পাকে-প্রকারে ফেলিয়া তাহার ঈমান নষ্ট করিয়াছ। কাফেরী কর্ম্ম করাইয়াছ অথবা অন্য কোন পাপ করাইয়াছ। ইহাও বড় গুরুতর বিষয়, ভয়ঙ্কর পাপ। এরূপ ক্ষেত্রেও তাহার নিকটে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া অনুনয় বিনয়ের সহিত ক্ষমাভিক্ষা করিবে—যদি সম্ভব হয়; নতুবা আল্লাহ্-তাআলার কাছে খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাঁদাকাটা করিবে। তিনি তাহাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করাইয়া দিবেন।

ফলকথা এই দাঁড়াইল যে, যে-প্রকারে পার, যাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ, তাহাকে সন্তুষ্ট কর এবং অক্ষম হইলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্‌ফারা) স্বরূপ বহু সৎকাজ কর। কারণ পুণ্যের

দ্বারা পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। আল্লাহ্-তাআলার কাছে আপনার নিরুপায় অবস্থা নিবেদন করিয়া কাঁদিতে থাক, তিনি যে আমাদের সকলেরই সব বিষয়ের মালেক। তবে মনে রাখিও, তুমি আল্লাহ্-তাআলার কাছে যে পাপ কর, তার চাইতে তুমি বান্দার কাছে যে পাপ কর, তাহা বড়ই গুরুতর। কেননা প্রথম প্রকারের পাপ আল্লাহ্ নিজে মাফ করিলেই হইল; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার পাপ আল্লাহ্ মাফ করেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে।

কথিত আছে, হজরত আবু-এছহাক এছ্‌ফেরাণী রহম-তুল্লাহ্ আলায়হে একজন জবরদস্ত অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি ৩০ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্-তাআলার নিকটে তওবতোন্নছুহের দরখাস্ত করিলাম; মঞ্জুর হইল না। একদিন কাঁদিয়া কহিলাম, খোদা! আমি দীর্ঘ ত্রিশবৎসর কাল তোমার কাছে একটীমাত্র কামনা চাহিলাম, তবুও আমার সে নিবেদন শুনিলে না! স্বপ্নে দেখিলাম, কে-যেন আমায় বলিতেছে, "তুমি আশ্চর্য্য মনে করিতেছ বটে; কিন্তু তুমি জান না, কি চাও! তুমি চাও, খোদা তোমার উপরে সন্তুষ্ট হন—তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন। এ কি ছোটখাট দরখাস্ত?"

ভ্রাতঃ! গোনাহ্, বান্দার পক্ষে বড়ই বালাই। পাপের মত অনিষ্টকর বিষয় মানুষের পক্ষে আর কিছুই নহে। এ বড় ভয়ঙ্কর বিষ। যদি সময়ে যথারীতি ইহার চিকিৎসা না হয়,

কৃপাময়ের কৃপা না পাওয়া যায় ত কালে কালে ইহার দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, নিস্তার নাই। পাপ করিলে প্রথমতঃ দেল্ (অন্তঃকরণ) শক্ত হইয়া যায় এবং অবশেষে ধর্ম্মের প্রতি, পরকালের প্রতি, এমন কি খোদার অস্তিত্বের প্রতি পর্য্যন্ত সন্দেহ ও হইতে হইতে অবিশ্বাসই আসিয়া যায়—মানুষকে কাফের করিয়া ফেলে। মনে কর, সেই ইব্‌লিছ ও বল্অম্ বাউরের কাহিনী। উভয়েরই আরম্ভ ছিল পাপ এবং তার শেষফল দাঁড়াইয়াছিল কোফ্‌র্।

কোন পুণ্যাত্মা কহিয়াছেন, হৃদয় যে মলিন হইয়া যায়, তাহা শুধু পাপ ভিন্ন আর কিছুতেই নহে। যদি পাপ করিতে তোমার ভয় না হয়, যদি এবাদৎ-বন্দেগী, উপাসনা-আরাধনা তোমার ভাল না লাগে, যদি শাস্ত্রের উপদেশ ও সাধুজনের হিতকথায় তোমার মন না গলে, তবে জানিও, তোমার হৃদয় কাল হইয়া গিয়াছে,—তাহাতে আর পুণ্যের ছবি পড়ে না। অতএব ভুলিয়া রহিও না ভাই! ভুলিয়া রহিও না। সময় থাকিতে সাবধান হও! শীঘ্র তওবা কর!! অতি শীঘ্র তওবা কর!!!

মরণের অবধারিত কাল নাই—'তু চেরাগে নেহাদা বর্ রহে বাদ্'—সামান্য প্রদীপ তুমি বাতাসের পথে। মানুষ তুমি, সকল সৃষ্টির সেরা, এত অসাবধানতা! আপনার কর্ত্তব্যে এত অবহেলা কি তোমার শোভা পায়? তওবা করিলে, পুনরায় তওবা ভঙ্গ করিয়া পাপে মজিলে, তখনই তওবা কর; ভাব

এখনই তওবা করিয়া লই, হয়ত আর একবার পাপ করিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাইব। এইরূপই দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, চতুর্থ বার, যতবারই পাপ কর, তখনই তওবা কর। খবরদার! পাপ করার চেয়ে তওবা করিতে আপনাকে বেশী দুর্ব্বল মনে করিও না। তওবা না করিয়াই শয়তান, শয়তান হইয়াছে। যদি বল, "আমি জানি, ভবিষ্যতে আমার পাপ করিবার ইচ্ছা আছে, খামাখা এখন তওবা করিয়া লাভ কি?" জান, এ সমস্তই শয়তানের ধোকাবাজী। তুমি কেমন করিয়া জান, পরমুহূর্ত্তে তোমার কি হইবে, তুমি কি করিবে? হইতে পারে, তোমার সেই ঈপ্সিত পাপ সাধন করিবার সুযোগ আসিবার পূর্ব্বেই তোমার মরণ হইল বা তোমার মনের গতিই ফিরিয়া গেল। আর এই যে তুমি ভবিষ্যতে পাপে লিপ্ত হইবার ভয়ে তওবা করিতে চাহ না, তার উত্তর শুন,—"তুমি সত্যরূপে মনে-মুখে তওবা কর, পাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। এখন তওবা পূর্ণ করা-না-করা খোদার হাতে। যদি দয়া করিয়া তিনি তওবা পূর্ণ করেন ত সে তাঁহার মর্জ্জি, আর যদি না করেন ত অন্ততঃ পূর্ব্বের পাপগুলি ধুইয়া যাইবে ত? তওবা করিবার পর যদি কোন পাপ করিয়া বস, তবে শুধু তাহারই ঝুঁকি তোমার উপর রহিয়া যাইবে, পূর্ব্বের কোন পাপের কলঙ্ক তোমার মাথায় রহিবে না;—এ কি সোজা লাভ? সামান্য চেষ্টায় এমন লাভ কি ছাড়িতে আছে? শুন নাই কি, আমাদের দয়াল নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে

সকলের চেয়ে ভাল ঐ ব্যক্তি, যে বহু গোনাহ্ করে ও বহু তওবা করে।"

তবে তওবা সম্বন্ধে আসল কথা এই যে, যখন তুমি পাপ পরিত্যাগ করার জন্য শুদ্ধমনে অঙ্গীকার করিলে এবং তোমার তখনকার মনের গতির হিসাবে আল্লাহ্ তাআলা জানিলেন তোমার অন্তরে সম্প্রতি পাপ করিবার ইচ্ছা নাই—পরে আর তুমি গোনাহ্ করিবে না এরূপ মৎলব করিয়াছ এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট জনকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়াছ ও যে সকল ফর্জ্ আদায় কর নাই, যথাশক্তি তাহার কাজা করিয়াছ এবং অবশিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ্-তাআলার নিকটে কান্নাকাটা করিতেছ, তখন পবিত্র হইবার উদ্দেশ্যে যথাবিধি গোছল কর ও পাক কাপড় পরিধান করিয়া চারি রক্অৎ নামাজ ঠিক নিয়মে, খুব সুস্থির মনে খোদাকে উপস্থিত মনে করিয়া, এমন জায়গায় পড়, যেখানে কেহ নাই—কেবল তুমি আর খোদা। তারপর মাথায় মুখে ধুলি মাখিয়া, অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বালিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্বের সমুদয় পাপ, সমুদয় অপরাধ এক এক করিয়া বড় গলায় বলিয়া বলিয়া এই ভাবে মনকে বুঝাও,—রে মন! এই বেলা, আর বেলা নাই, চল, আপন পথে ফিরিয়া চল; ঐ শুন, দয়াময় তোমাকে শান্তির ভবনে ডাকিতেছেন, বধির হইও না। যদি সময় থাকিতে মুক্তির পথ না ধর, তাঁর প্রেমের ডাক না শুন, তবে কি দোজখের আগুন সহ্য করিবার তোমার শক্তি আছে? না, তোমার এমন কিছু আছে, যাহা তোমাকে

দোজখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে? আপনা আপনি আপনাকে এইরূপে বহু উপদেশ করিবার পর খোদার দরবারে হাত উঠাইয়া এই ভাবে মোনাজাত কর "প্রভো! প্রাণের মালীক আমার! পলায়িত গোলাম তোমার, তোমার দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়াছে, অপরাধী চাকর তোমার কত ওজর-আপত্তি লইয়া তোমার দরবারে ক্ষমাভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। আমরা অপরাধ করিব, তুমি ক্ষমা করিবে, এই জন্যই ত তোমার নাম ক্ষেমঙ্কর। দয়া করিয়া আমায় গ্রহণ কর হে পতিতপাবন! যদি গ্রহণ না কর, বল আর কাহার দুয়ারে যাইব? আর কাহার কাছে মনের দুঃখ জানাইব? প্রভো! আমায় ক্ষমা কর! আমায় রক্ষা কর!! তুমি মুক্তি দিতে পার, দেওয়াইতে পার।"

খাজা আত্তার (রঃ) কহিয়াছেন—

কৎরা-এ-চন্দ আজ গোনাহ্ গর্ শোদ্ পিদিদ্
দর চোঁ দরিয়া কোজা আএদ্ পিদিদ্
নগদদ্ তিরা আঁ দরিয়া জমানে
ওয়ালে রওশন শওয়দ্ কারে জাহানে।

পাপের কয়েক বিন্দু যদি প্রকাশও পায়, সে মহাসাগরে তাহার প্রকাশ থাকে কই? সেই জ্যোতিঃর মহাসমুদ্র কোন কালে অন্ধকার হইবে না, জগতের অন্ধকার হরণ করিতেই থাকিবে। তারপর, এই দোআ পাঠ করিবে—"ইয়া মোজাল্লি আজা-এমুল্-উমুরে, ইয়া মোন্তাহা হেম্মতিল্ মু'মেনীনা, ইয়া মন্ এজা আরাদা শায়আন্ আই ইয়াকুলা লাহু কুন্

ফাইয়াকুনো, আহাতাৎ বেমা জুনুবোনা, ওয়া আন্তাল্ মষ্‌খুরো লাহা, ইয়া মষ্‌খুরো লে-কুল্লে শেদ্দতিন্, কুন্তো আষ্‌খারোকা লে-হাজিহিছ্‌-ছাআতে, ফাতোব্‌ আলাইয়া ইন্নাকা আন্তাৎ তও-ওয়াবুর্‌রাহিম।”

অনেক বার এই দোআ পড়িবে, পুনরায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিবে,—

“ইয়া মন্ লা-ইয়াশ্‌গালোহু ছম্‌ওন্ আন্ ছমিএন, ইয়া মন্ লা-ইয়াগ্‌লাতোহুল্ মছাএলো, ইয়া মন্ লা ইয়াব্‌রাহো এল্‌হা-হুল মুল্‌হীনা, আজেক্‌না বার্দা আফ্‌ওয়েকা, ওয়া হালাওয়াতা রহ্‌মতেকা, ইন্নাকা আলা কুল্লে শায়এন কাদীর।”

তাহার পর দরুদ পড়িয়া সমুদয় মুছলমানের মুক্তিকামনা কর। এখন আজ হইতে এবাদৎ-বন্দেগী করিতে থাক। কারণ আজ তুমি তওবাতুন্নছুহ করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলে, এমন পাক-পবিত্র হইলে যেন অদ্যই ভূমিষ্ঠ হইয়াছ। বিশ্বাস কর, আজ তুমি খোদার বড়ই প্রিয় হইলে, তোমার হাতে বহু পুণ্য আসিল, ইহকাল-পরকালের, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল আপদ হইতে বাঁচিয়া গেলে। আজ তুমি যে সৌভাগ্য, যে দয়া প্রাপ্ত হইলে, কেহই তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

ভ্রাতঃ! যদি আল্লাহ্‌-পাক, তুমি দোষী বলিয়া তোমাকে গ্রহণ না করিতেন, তবে দোষী করিয়া তোমার সৃষ্টিও করিতেন না। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ তাআলা হজরত আদম আলায়হেছ

ছালামকে গন্দম্ খাইবার অপরাধে বেহেশ্‌ত্ হইতে বাহির করিয়া দেন নাই ; তাঁহার নিজেরই বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। কা'ল কেয়ামতের দিন হাজার হাজার মহাপাপী বেহেশ্‌তে স্থান লাভ করিবে ; আর আদমকে একটী মাত্র দোষে বেহেশ্‌ত্ হইতে বাহির করিলেন ?

অনেকে বলেন, আমাদের হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম কাবাকওছানে গিয়া কোন্ অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া পাঠাইলেন ? না, তাঁহাকে কাবাকওছায়নে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁহার প্রসাদে ফেরেশ্‌তাগণের সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় তাঁহাকে সংসারে ঘুরিয়া আনা হইল এই কারণে যে, সংসারী তাঁহার কাছে ধর্ম্মজীবন লাভ করে—শরিয়ৎ শিখে। তিনি সেখানে অর্থাৎ সেই সকলের উপরের জগতে কাবাকওছায়নে কহিয়াছিলেন, "লা-ওহ্‌ছি ছানাআন্ আলায়কা" আমি তোমার মহিমার পার পাইলাম না, এখানে সংসারে আসিয়া কহিলেন, "আনা আফ্‌ছাহুল আরবে ওয়াল্ আজমে" আরবে ও আজমে—সমুদয় জগতে আমার চেয়ে সরল প্রাঞ্জল শুদ্ধ ও মধুরভাষী আর কেহ নাই।

ভ্রাতঃ! যে ভাবেই পার ছেজ্‌দা করিতে থাক, নিবেদন-আবেদন করিতেই থাক, অভাব-অভিযোগ জানাইতে থাক।

কথিত আছে, যখন বান্দা নামাজে খাড়া হইয়া বলে "ইই-য়াকা না'বোদো"—আমি তোমারই উপাসনা করি, তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে-রসাতলে—ইহকালে পরকালে সর্ব্বত্র তোমারই রাজত্ব, সকলেরই তুমি, সকলই তোমার।" তখন আল্লাহ্-পাক রব্বুল-আলামিন ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করেন "বান্দা আমার—নিজহাতে গড়া দাস আমার, আমার কাছে যাহা লইয়া আসিয়াছে, যতটুকু ভক্তির উপহার আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর, সে-যে আমারই আদেশে, আমারই দেওয়া আমাকে দিতে আসিয়াছে।" পুনরায় বান্দা যখন বলে, "ইইয়াকা নাস্তাইনো"—আমি তোমারই কাছে সাহায্য চাই, তুমিই আমার একমাত্র সহায়, তখন আল্লাহ্-তাআলা আদেশ করেন, হে ফেরেশ্তাগণ! বান্দা আমার যাহা চায়, তাহা দান কর।

দীনদুঃখীজন, অভাব-অভিযোগকারিগণ বাদশাহের দরবারে যে ভিক্ষা করিতে আইসে, কান্নাকাটা হট্টগোল আরম্ভ করে, ইহাতেই রাজভাণ্ডারের ও শাহীদরবারের শোভা হইয়া থাকে। ধুলির শরীরি মানুষের মত অভাবগ্রস্ত আর কেহই নহে। উহা-দেরই অভাব দূর করিবার জন্য আকাশ, পৃথিবী, আর্শ্, কুর্চী সমুদয়ই সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহাদের অভাব পূরণ করিবার কিছুরই অভাব রাখা হয় নাই।

অতএব ভাই চিরপথিক! খুব বুঝিয়া খুব সাবধান হও, অনন্ত পথ, দুস্তর পাথার সম্মুখে রাখিয়া আর বসিয়া রহিও না।

আর বেলা নাই, বাড়ী চল ভাই! তওবা কর, তওবা কর; তওবা করিতেই থাক। যদি বিপথে গিয়াছ পথে আইস, যদি চলিবার পথে যাব যাব করিয়া আলস্যে বসিয়াই আছ, এখনই উঠ, চলিতে আরম্ভ কর। যদি চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, আরও বেগে, আরও জোরে চলিতে থাক। ঐ দেখ, একসঙ্গে যাহাদের সহিত আসিয়াছ, তাহাদের কতজন তোমাকে ফেলিয়া কতদূরে চলিয়া গেল। কত পিছনের লোক প্রতিক্ষণে দলে দলে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে; তবুও—তবুও কি তোমার আলস্য ভাঙে না! ছি! এত আলস্য, এত ভুল ভাল নয়! ভ্রাতঃ! খুব বড় আশা কর, আল্লাহ-তাআলা যেন তোমাকে খাঁটি নিখুঁত তওবা দান করেন। জান? তওবা না করিলে—অজ্ঞানের রাত্রি না পোহাইলে, সত্যজ্ঞানের বা ঈমানের সূর্য্য উদিত হইবে না। তওবা হইতে ঈমান ও ঈমান হইতেই সকল সৌভাগ্যের বিকাশ হয়। এ পথে কে চলে? ঈমানি চলে! এ বোঝা কে বহন করে? ঈমান বহন করে। এ রক্তের পাথার কে পার হইতে পারে? ঈমান পারে। এ অপার সমুদ্রে কে সাঁতার দিতে জানে? ঈমান জানে। এ শর্বত কে পান করে? ঈমান করে। এ দুঃখ কার হয়? ঈমানের হয়। এ তালাশ, এ দৌড়াদৌড়ি কার? ঈমানের। যখন তওবা আসিল, ঈমানও প্রকাশ পাইল। তওবা তোমার অন্তরে যে পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে, ঈমানের সূর্য্যও সেই পরিমাণে উদয় হইয়াছে। তওবা যত প্রবল হইয়াছে, ঈমানের

সূর্য্যও সেই পরিমাণে উজ্জ্বল কিরণ দিতেছে। তওবার হকিকৎ বা প্রকৃত অর্থ গমন বা সদাপরিবর্ত্তন। যখন বান্দা তওবা করিল, তাহার মনের গতি ফিরিয়া গেল, তখন স্বয়ং লোকটাই বদলিয়া গেল—ছিল একজন, হইল আর একজন। যাহাকে তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে, সে এখন নাই, এখন ভিন্ন একজনের আবির্ভাব হইয়াছে। লোকের গুণই হইতেছে আসল বস্তু, শরীর ত বাহ্যকায়া মাত্র।

ভায়া পথিক! অসন্তুষ্টকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া কথায় কথায় বহু কথা আসিল, অসন্তুষ্ট হইও না, শুন আরও বলি। তুমি একবার ভাবের সমুদ্রে ডুব দিয়া তোমার এই রক্তমাংসের দেহ-খানি এবং এই বাহিরের জগতটা দৃষ্টির বাহির করিয়া, মানে সকল প্রকার রঙ্গরূপ ভুলিয়া গিয়া, নিরাকার অন্তরের জগতে গিয়া দেখত, তুমি কেমন, তোমার পথ কিরূপ এবং সে পথে তুমি চলিবে কি প্রকারে? খোদা চাহে তাহা হইলে, বেশ দেখিতে পাইবে, তুমি নিরাকার অনন্ত, তোমার পথও নিরাকার অনন্ত। ইহা ভাবের পথ—জ্ঞানের পথ, স্থানের পথ নহে। যেমন বাহ্য শরীরের সাহায্যে এক পায়ের পর আর এক পা ফেলিয়া বরাবর স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাহিরের এই মাইল, ক্রোশ, যোজনের পথে চলিতে পারা যায়, তেমনি নিরাকার মনের সাহায্যে জ্ঞানের পা ফেলিয়া সেই ভাবের পথে গমন করিতে হয়।

তওবার সাহায্যে মনের গতি ফিরাইতে পারিলে আমাদের

অন্তরে যে এক অতি নূতন ভাবের উদয় হয়—যেন এক নূতন শরীর, নূতন মন ও নূতন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়, ইহারই নাম হকিকতে-ঈমান—প্রকৃত ঈমান। ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ। নতুবা এই যে আমাদের উপাসনা-আরাধনা, এবাদৎ-বন্দেগী, এ প্রায় জিব নাড়া আর অঙ্গভঙ্গি ভিন্ন কিছুই নহে। কেহ বলিয়াছেন ঃ—

তা কায়্ বজবাঁ খোদা পরস্তী
ইঁ নিস্ত্ মগের হাওয়া-পরস্তী
তা নাগর্দী তু মুছলমাঁ আজ দরুঁ
কায়্ তওয়ানী শোদ মুছলমাঁ আজ বরুঁ।
তা কায়্ বজবাঁ নফছ্ বরারী,
ঈমাঁ বদেলস্ত ও দেল না দারী।

* * *

জিব নড়াইয়া, পূজিবে খোদায়
আর কত দিন ভাই ?
এ-যে শুধু তব কামনার পূজা,
মিথ্যা ভজনা ছাই !
ভিতর হইতে যতদিন ভায়া !
হবে না মুছলমান,
বাইরের সাজে মুছল্মান হওয়া,
এ ত বৃথা অভিমান !

বচনে-কথনে আর কতকাল
নিশ্বাস টানাটানি ?
অন্তরে ঈমান, অন্তর যে নাই
বাইরের মানামানি।

ভায়া ! এই যে তোমার-আমার অন্ধ ঈমান—যেন একটী খোঁড়া গাধা, তাহা কখনই এ পথ অতিক্রম করিতে পারিবে না, কখনই এ ভার বহিতে পারিবে না—এ রক্তের পাথার কখনই পার হইতে পারিবে না, এ পালোয়ানী মদের নেশা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। কথায় বলে, মশার পিঠে হাতীর বোঝা ! কেহ বলিয়াছেন ঃ—

মহরমে দওলৎ নবুয়দ্ হর্ ছরে,
বারে মছিহা না কশদ্ হর খরে।

* * *

সৌভাগ্যের অধিকারী সকলে না হয়,
ঈছার বোঝাই সব গাধা নাহি বয়।

কিন্তু ভায়া, এ পথ যে বড় দূর, এ পথে চলা যে বড় ভয়ের কথা, তাই বলিয়া পলায়ন করিও না। একবার সেই কর্ত্তার দিকে চাহিয়া দেখ, তাঁর কাজ কেমন ! একবার সেই কর্ত্তার দিকে দৃষ্টি কর, তাঁর দান কিরূপ ! খুব ডুবিয়া, নির্দ্দোষ জ্ঞানের চক্ষে চাহিয়া দেখ, দেখিবে তাঁহার কার্য্যের মূলে স্বয়ং তিনি ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই, তাঁহার দানের মূলে দরখাস্ত নাই। বলত, এই যে প্রকাণ্ড জগৎটা, ইহার সৃষ্টির কারণ

কি ? কে, কি দিয়া ইহা গড়িয়াছেন ও গড়িতেছেন ? এ সৃষ্টির মূলে—এ গড়নের মূলে কোনও কারণ নাই, কোনও উপাদান নাই, কাহারও সাহায্য নাই, কাহারও ফরমায়েশ নাই। তাঁহার কার্য্যের নাম 'কুন্ ফইয়াকুনো'—হো যাও, বছ্ হো যাতা হ্যায়। দ্রব্য বল, গুণ বল, ক্রিয়া বল, সকলই তাঁহার ইচ্ছার আঘাতের প্রতিঘাত মাত্র,—ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র।

তাই বলি, তুমি তোমার দিকে চাহিয়া পলায়ন করিও না। বলিও না,—

"আল্‌ফেরারো মিম্মা লাইওতাকো মিন্ ছোনানিল্ মোছের্লীন।"

অর্থ—অসাধ্য হইতে পলায়ন করা পয়গম্বরগণের রীতি (ছুন্নৎ)

না,—শুধু লিখিতে-বলিতেই এ ভয় আসে ; প্রকৃত পক্ষে ভয় করিবার—নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তবে হাঁ, যদি তুমি তোমার দিকে দেখ, তোমার নিজের কর্ম্মের ভরসা কর ত অবশ্যই ভয়ের কথা, নিরাশ হইবার কথা। কিন্তু যদি খোদার দিকে—সেই সর্ব্বশক্তিমানের দিকে দেখ—তাঁহারই করুণার আশা কর ত কোনই ভয় নাই, নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই।

এখানে ফুল ফুটিতে বসন্তের প্রয়োজন নাই। বৃষ্টি হইতে মেঘের আবশ্যক নাই।

তিনি এখন এক ব্যক্তিকে নিতান্ত ছেলেখেলা মূর্ত্তিপূজায়

বসান, আবার পরক্ষণেই তাহাকে পলকমধ্যে ভূলোক-দ্যুলোক পার করিয়া কোথায় লইয়া যান যে, ফেরেশ্‌তা, জেন, এনছান (দেবদৈত্য মানব) শত অনুসন্ধান করিয়াও তাহার পাত্তা পায় না। সকলেই বলে, এ কি ছিল, কি হ'ল! তার উত্তরে খোদা বলেন "ফা' আলুল্ লেমা ইওরিদো" —তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই খুব করিতে পারেন। যাহা করিতে চাহিয়াছেন, করিয়াছেন ; যাহা করিতে চাহেন, করেন। এখানে 'কেন' 'কি জন্যের' কোন দখল নাই।"

সে যদি তোমারে টেনে ল'য়ে যায়
তবে ত পূরিবে বাসনা ;
যেতে চাও যদি নিজবলে সখা,
বিফল রহিবে কামনা।
কোথা আকর্ষণ কোথায় গমন
প্রভু জানে এর তত্ত্ব ;
সকলি তাঁহার, সকলি তাঁহার
নাহি কারো কিছু স্বত্ব।

কাহাকেও তিনি মুছা (আলায়হেছ্ ছালাম) করেন, আর কাহাকেও করেন ফেরাউন! কাহাকেও লইয়া যান উপরের উপরে, কাহাকেও লইয়া যান নীচের নীচে।

ভ্রাতঃ! আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ করি যেন পরম করুণাময় আল্লাহ্-তাআলা তাঁহার ও আমাদের হবিব (বন্ধু) হজরত রছুল্ করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের তোফায়লে

কৃপা করিয়া তোমাকে ও আমাকে এ অনন্ত পথ, এ অকূল পাথার পার হইবার শক্তি ও সাহস দান করেন কেননা,—

গর উ কশদ্ বা হাছেলী
গর্ তু রওয়ী বে হাছেলী
রফতন্ কোজা বোদ´ন্ কোজা
ছিরে´ রব্বানীস্ত ইঁ

সে যদি তোমারে টেনে ল'য়ে যায়,
বল কি তোমার ভাবনা?
যেতে চাও যদি নিজ বলে সখা,
পাবে না, পাবে না, পাবে না।
কোথা আকর্ষণ, কোথায় গমন,
প্রভু জানে এর তত্ত্ব;
সকলি তাঁহার, সকলি তাঁহার,
নাহি কারো কিছু স্বত্ব।

আমরা আপনা ভুলিয়া, তাঁহারি করুণায় নির্ভর করিয়া খুব বড় আশা করিয়া রহিব, এইমাত্র আমাদের পুঁজি, এই মাত্র আমাদের কর্ম্মের বল,—ধর্ম্মের মূল।

দার্মা জে হার্মা চীদন
মশ্গুল বতু বূদন
ঈমানে মনো দীনে মনো
এছ্লামে মন্ ইনস্ত্

সকলি ভুলিয়া   সকলি ছাড়িয়া
তোমাতে ডুবিয়া রই,
এই মোর 'দিন'   এ মোর ঈমান,
এছ্‌লাম আমার এই।

যখন দেখিব, আমার অন্তরে কোন বস্তুর, কোন বিষয়ের বা কোন ব্যক্তির ভাবনা কিম্বা ভালবাসার ছায়া মাত্র নাই, যখন দেখিব, আমার দেলের হুজ্‌রায়—হৃদয়ের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি মাত্রেরই বিরাজ নাই, সেখানে শুধু সেই এক-অচিন্ত্যের আরাধনা চলিতেছে—যখন আমি আর আমাকেও খুঁজিয়া পাইব না, তখন বুঝিব, আশা করিব, আমি সৌভাগ্যের দুয়ারে উপনীত হইয়াছি। যাঁহারা বহু সাধনার ফলে, প্রেমময়ের প্রেমের আকর্ষণে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোন কবি, কি সুন্দর গাহিয়াছেন,—

"নে দরগমে দোজখো বেহেশ্‌তন্দ
ইঁ তাএফা বা চুনিঁ ছেরেশ্‌তন্দ
চোঙ্গ দর হজরতে খোদাএ জদাঃ
হর্চে আঁ নিস্ত পোশ্‌তে পাএ জদা"

বেহেশ্‌ত্‌ কিম্বা দোজখের চিন্তা ইঁহাদের অন্তরে উদয় হয় না। ইঁহাদের সৃষ্টিই এইরূপ। ইঁহারা খোদার "আঁচল" ধরিয়া (তিনি ছাড়া) আর সকলকে পরিহার করিয়াছেন।

ভাবে না ইঁহারা স্বরগ-নরক
সুখের দুখের কারা,
গড়ন এঁদের এমনি ; ইঁহারা
আপনি আপনহারা।
ধরিয়াছে শুধু তাঁহারি আঁচল
পরাণে পরাণ যিনি,
করি পরিহার আর সকলেরে
—যে সকল নহে তিনি।
তা ব-জারুবে 'লা' না-জদি রাহ্
কায়্ রছি দর ছরায়ে 'ইল্লাল্লাহ্'।

যতদিন 'লা' (নাই—কিচ্ছু নাই) এই খেয়ানের ঝাড়ু মারিয়া পথ পরিষ্কার করিতে না পারিয়াছ, ততদিন 'ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'শুধু আল্লাহ্ আছেন' এই জ্ঞানের, এই মোশাহেদার নির্জ্জন কক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

হামা উস্ত্ ও হামা জোস্তের মীমাংসা

যদি তুমি সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া ফেন, বুদ্বুদ্ ও ঢেউ-গুলির দিকে চাহিয়া দেখ, তবে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, এই সকল ফেন, বুদ্বুদ্ ও ঢেউ সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। সাগর আছে, তাই ইহারা আছে,—সাগরই ইহাদের প্রভু, প্রতিপালক, স্থিতি-বিধায়ক বা রব্ব্। তেমনই, যদি তুমি

একবার তত্ত্বের চক্ষু মেলিয়া এই অস্তিত্ব-সাগরের কূলে দাঁড়াও, দেখিবে, আছমান-জমিন, চাঁদ-সূরুয, ফেরেশ্‌তা, জেন-এনছান, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, জীবন-মরণ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু, ব্যাপার সেই এক অনাদি অনন্ত মহাসাগরে যেন ফেন,তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই সকল অগণন স্বষ্টবস্তু সেই এক মহাসমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। সেই এক আল্লাহ্‌ জাল্লাজালালোহুই সমুদয় স্বষ্টির প্রভু—রব্ব্‌, প্রতিপালক, স্থিতিরক্ষক। এই যে দর্শনের বা মোশাহেদার ময়দান, ইহারই নাম রাখা হইয়াছে—ফেজা-এ রবুবিয়্যৎ—প্রভুত্বের ময়দান। এই ময়দানের অপেক্ষা পবিত্র পুণ্যময় স্থান আর নাই। এই স্থানে উপস্থিত হইলে ছালেকের হৃদয় এক অতি আশ্চর্য্য, অতি পবিত্র ভাবে ভরপুর হইয়া উঠে। **এই মোশাহেদাকে 'হামা জোস্ত' বলে।**

তারপর তুমি যদি ফেন-তরঙ্গ-বুদ্‌বুদ্‌ এ সকল আকার-প্রকার হইতে নজর তুলিয়া, সকলকে মিলাইয়া শুধু এক অনন্ত মহাসমুদ্র দেখিতে চেষ্টা কর, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, তথায় শুধু এক ধু ধু সাগর ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন ফেন তরঙ্গ-বুদ্‌বুদ্‌ আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। এক দেখিতে দেখিতে শুধু একই রহিয়া যাইবে, আকার-প্রকার রঙ্গ-রূপ কিছুই থাকিবে না। ঠিক এইরূপই যদি তুমি সমুদয় জগতের সমুদয় স্বষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব ভুলিয়া, শুধু এক অস্তিত্বের মহাসমুদ্র দেখিতে চেষ্টা কর, তবে ভাগ্য থাকিলে,

চক্ষু পরিষ্কার হইলে, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, কিছু নাই—কিচ্ছুই নাই, আছেন শুধু তিনি,—শুধু তিনি, শুধু এক অস্তিত্বের মহাসমুদ্র। এই দর্শনের বা মোশাহেদার ধু ধু পাথারকে ছহ্‌রায়ে ওয়াহ্‌দানিয়ৎ—একত্বের পাথার বলা হয়। এর চেয়ে আর বড় পাথার নাই। এ-যে অকূল পাথার। এখানে যে দশ দিকের ঘেরাও নাই। এই মোশাহেদাকেই 'হামা উস্ত' বলা হইয়া থাকে।

এখন ভাব দেখি, যে সকল বোজর্গান এই ফেজা-এ-রবুবিয়ৎ হইতে ছহ্‌রা-এ-ওয়াহ্‌দানিয়তের অকূল পাথারে অনন্তে অনন্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের দৌড়ের বেগ কত! দেখিলে ত বোধহয়, বালকের মত সরল সাদাসিদে একটী মানুষ, একলা এক ঘরের কোণে অচেতন পদার্থের মত পা গুটাইয়া, মাথা জানুতে রাখিয়া অচল অটল—একেবারে স্থির হইয়া আছে; কিন্তু বাস্তবিকই কি ইঁহারা স্থির হইয়া আছেন? না, ইঁহারা পলকে—নিমেষ মধ্যে আকাশ-পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র সমুদয় বিশ্ব পার হইয়া কবরে, কেয়ামতে, দোজখে, বেহেশ্‌তে, আর্শে, কুরছিতে, এমন কি মোল্‌ক্‌ মলকুত ছাড়িয়া জবরুৎ ও লাহুতে পৌঁছিয়া আবার আপন স্থানে ফিরিয়া আসিতেছেন।

ছেলেদের লাটীম খেলা দেখিয়াছ ত? লাটীম যখন পুরা-বেগে ঘোরে, তখন দেখা যায়,যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কি বেগে যে ঘুরিতেছে, তাহা লাটীমই জানে। এইরূপই

বাহ্য দৃশ্যে এই সকল অনন্তবাসীকে দেখিলে বোধহয় যেন কাঠের পুতুলটি স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদের গমন ও গতি ইঁহারা নিজেই যা বুঝেন। আর কেহ কি বুঝিবে, কেনই বা বুঝিবে ?

মোর্শেদ গ্রহণের আবশ্যকতা

মশাএখে-তরিকতের এজ্‌মা অনুসারে মুরিদের পক্ষে উপযুক্ত পীর গ্রহণ করা ফর্জ্‌। আল্লাহ্‌তাআলা আদেশ করিয়াছেন, "ওয়া কুনু মাআছ্‌-ছাদেকীন্‌"—তোমরা সজ্জনের সঙ্গে থাক। এখানে ছাদেকীন অর্থাৎ সজ্জন বলিতে পয়গম্বরগণকে এবং তাঁহাদের অভাবে অলিআল্লাহ্‌গণকে বুঝাইতেছে। হজরত নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, "আশ্‌শাএখো ফি কওমেহি কান্নবিও কি উম্মতেহি"—উম্মতগণের পক্ষে নবি যেমন, মুরিদগণের পক্ষে শএখ্‌-বা পীর তেমন। কোন মশাএখ কহিয়াছেন, 'লা দিনা লে মন লা শএখ লাহু'—যার পীর নাই, তার 'দিন' অর্থাৎ এছ্‌লাম্‌ নাই। পুনশ্চ আমাদের হুজুর আলায়হেছ্‌ ছালাম আদেশ করিয়াছেন, "এক্তদু বেল্লজীনা মিম্‌বা'দী আবু বক্‌রান্‌ ওয়া ওম্‌রান্‌"—তোমরা আমার পরে যাহারা, তাহাদের এক্তেদা (পদানুসরণ) করিও, যথা আবু বক্‌র্‌ ও ওম্‌র্‌।

আরও কহিয়াছেন, 'আছহাবী কান্নজুমে, বেআইয়েহিম্‌

এক্তাদায়তুম্ এহ্‌তাদায়তুম্'—আমার আছহাবগণ তারার মত। তাহাদের যাহারই পিছনে চলিবে, পথ পাইবে। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা এই অল্প ইঙ্গিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ধর্ম্মের পথে চলিবার জন্য পীর গ্রহণ করা স্বয়ং খোদার আদেশ, রছুলের উপদেশ। যখন হজরত ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম জীবিত ছিলেন, তখন হেদাএতের জন্য অন্য কোন পীর ধরিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ স্বয়ং ধর্ম্মাবতার উপস্থিত। হুজুর আলায়হেছ্‌ছালাম জগৎ হইতে চিরবিদায়ের সময়ে কহিয়া গেলেন, "আমার পরে তোমরা আবু বক্‌রের ও তাহার পরে ওমরের পিছনে চলিও—তাহাদের হাতে হাত দিয়া বয়অৎ করিও।" আরও কহিলেন, "আমার ভক্ত সহচরগণ সকলেই তারার মত, এক পথে একই দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের যাহারই অনুসরণ করিবে, পথ পাইবে।" ফলতঃ খোদার খলিফা হইলেন হজরৎ নবি ও রছুলগণ এবং তাঁহাদের খলিফা হইলেন হজরৎ অলিআল্লাহ্‌গণ। এইরূপে খেলাফৎ ও নায়েবীর ছেল্‌ছেলা এবং হাতে হাতে-বয়অৎ করিয়া মুরিদ হইবার রীতি আদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, —চলিতে থাকিবে।

পবিত্র কা'বা গৃহে পৌঁছিবার যে রাস্তা, তাহা চক্ষে দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাইবার পথ। সে পথে বহু জন কা'বা শরিফে গিয়াছেন। তাঁহাদের পায়ের দাগ সারাপথে সারিবন্দী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি, কা'বাশরিফে বহুবার

গিয়াছেন, এমন একজন হুশিয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে না লইয়া,—তাঁহার আদেশ ও নিষেধের অধীন না হইয়া, অজানিত ভাবে কেহই সেপথে চলে না, চলিবার সাহস করে না। কারণ এক পথ হইতে বহু পথ বাহির হইয়াছে, পথভুল হইবার সম্ভাবনা। পথ কতদূর তাহাও জানা নাই। কাযেই কেমন আয়োজন, কোন সাজসরঞ্জাম কি পরিমাণ সম্বল করিতে হইবে, তাহাও অনুমান করিবার যো নাই। তা ছাড়া পথে চোর-ডাকাত ইত্যাদি নানা বিপদের বিশেষ আশঙ্কা ত আছেই। অতএব এমন অবস্থায় এতগুলি বিপদ ও আশঙ্কা সম্মুখে দেখিয়া একজন জানিত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে না করিয়া, তাঁহার উপদেশে উপযুক্ত সাজ-সজ্জা না করিয়া সুদূর অজানিত পথের পথিক হওয়া কখনই উচিত নহে। এ ত গেল তোমার শরীর দিয়া চলিবার পথ।

কিন্তু ভায়া পথিক, তুমি যে পথে চলিতে চাও, তাহা কেমন পথ জান ? উহা যে অন্তরের অনন্ত পথ। এ পথ যে চুলের চেয়েও সরু, তলওয়ারের চাইতেও বেশী ধারাল! কত মহাজন এ পথে চলিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের পদচিহ্ন নাই। সে পথে যদি একলা যাইতে না পার, এ পথে কেমন করিয়া পারিবে ?

এক বেচারা গরীব। সে বাদশাহকে কখন দেখে নাই। তাঁহার শাহী-দরবারেও যায় নাই। তাহার ইচ্ছা, বাদশাহের হুজুরে উপস্থিত হইয়া কিছু নিবেদন করে। এখন

সে যদি একা আপন মনে সেখানে উপস্থিত হইতে চায়, তবে বিশেষ বিড়ম্বনার কথা। প্রাণেও মারা যাইতে পারে। ঘাড়ধাক্কা খাইয়া দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়াও বিচিত্র নহে। অথবা বহুকালের বহু চেষ্টায় বহু পরিশ্রমে অতি সামান্য লাভ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে যদি এমন একজন মহাজনের আশ্রয় লয়, যিনি শাহীদরবারে বহুকাল উপস্থিত থাকিয়া বহু খেদমত করিয়া, বাদশাহের বিশেষ ভালবাসা লাভ করিয়াছেন, তবে সে তাঁহার সাহায্যে নিশ্চয়ই অল্প চেষ্টায়, অল্প সময়ে আশাতীত দান পাইবে। দাতা দেখিবেন না, 'কে আসিয়াছে,'—দেখিবেন, কে লইয়া আসিয়াছে !

তুমি শত বৎসর, শত চেষ্টা করিয়া, হাজার হাজার এবাদৎ-বন্দেগী করিয়া হৃদয়-মনের যতটুকু উন্নতি করিতে পার, একজন প্রেমিক পুণ্যাত্মার নেকনজর পাইলে হয়ত একমুহূর্ত্তে তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহাদের পবিত্র নিশ্বাস পাইলে শতবৎসরের মরা বাঁচিয়া উঠে, খোঁড়া চলিতে পারে, অন্ধ দেখিতে পায়, বোবায় কথা কয়।

প্রকৃত পীরগণ অর্থাৎ হজরাত অলি আল্লাহ্‌গণ নির্ম্মলজ্ঞান ও পবিত্র অন্তরের সাহায্যে কোর্‌আন ও হাদিছ শরিফের ইশারা-ইঙ্গিত বেশ দেখিতে পাইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা মুরিদগণকে তাহাদের নিজ নিজ মেজাজ ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার কৌশল জানেন।

প্রকৃত পীর লাভ করা—ইহা আল্লাহ্‌তাআলার খাস অনুগ্রহ।

বরং আসল কথা এই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা কাহারও চক্ষু খুলিয়া দেন ও সে দেখিতে পায়, কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ; কিন্তু ভালকে লাভ করিবার এবং মন্দকে দূর করিবার উপায় স্থির করিতে পারে না, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার প্রিয় কোন সিদ্ধপুরুষের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন। তিনি তাহাকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে—পাপ হইতে পুণ্যের পথে টানিয়া লইয়া যান, কোন ভুল-ভ্রান্তি দেখিলে তাহা সংশোধন করেন, কোন সন্দেহ থাকিলে তাহা মিটাইয়া দেন।

কু-লোকের সঙ্গে থাকিলে যেমন লোকের চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক হয়, কু-পুস্তক পাঠ করিয়াও তেমনি লোকের জ্ঞান বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রকৃত পীর থাকিলে এ প্রকারের কোনই দোষ আসিতে পারে না। পীরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি প্রবল রহিলে, নিজের পীর এবং তাঁহার ছেল্ছেলার সমুদয় বোজর্গান ও কেতাবের প্রতি গাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস বাঁধিয়া যায়। কাজেই আপন ছেল্ছেলার সহিত যে লোকের বা যে পুস্তকের মতের মিল নাই, তাহার প্রতি স্বভাবতঃই ঘৃণা আসিয়া থাকে। এখন পীর যদি প্রকৃতই একজন আল্লাহ্ তাআলার মকবুল বান্দা হন, উপযুক্ত কোন বোজর্গের সংসর্গে বহুকাল অবস্থান করিয়া জাহের বাতেনের সমুদয় জানিবার কথা জানিয়া লইয়া থাকেন, তবে আপন ছেল্ছলার প্রতি প্রেম ও ভক্তির গুণেই মুরিদ কু-লোক ও কু-পুস্তকের অপকার হইতে নিশ্চয় রক্ষা পাইবে।

যদি কোন উপযুক্ত পীরের সঙ্গ অবলম্বন করিয়া থাক, তবে খবরদার, তাঁহার অনুমতি না লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইও না। নিজের পীর ভিন্ন অন্য কোন পীরের উপদেশে চলিও না। যদি আপন পীরের অনুমতি না লইয়া অন্য কোন তরিকার বা অন্য কোন পীরের নিকটে যাও, তবে তাহা জাএজ হইবে না। যে এরূপ করে, তাহাকে মোর্তে'দে তরিকৎ (তরিকৎ হইতে বহিষ্কৃত) বলা হয়। অবশ্য পীরের অনুমতি লইয়া, তাঁহার উপদেশমত বহু পীরের খেদ্‌মত করিয়া বহুপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

হজরৎ নবি ছল্লাল্লাহো আঁলায়হে ওয়া ছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, "আশ্‌ শের্কো আখ্‌ফা ফি উম্মতি মিন্‌ জহবিন্নম্‌লে আঁলাছ্‌ ছফায়ে ফি লয়লতিজ্জোলমাএ"—"অন্ধকার রাত্রে কাল পাথরের উপরে কাল পিঁপ্‌ড়ের চলাফেরা যত গোপন, আমার উম্মতগণের মধ্যে শের্ক জিনিষটি তার চাইতেও বেশী গোপন হইয়া আছে।" শের্কে-খফি যদিও আসল ঈমানের একেবারে গোড়া কাটিয়া দেয় না, তথাপি উহার অর্নেক মূল বিষয়ের ও উপকারিতার হানি করিয়া থাকে। যেমন, খাঁটি সোনাও সোনা,—খাদ সোনাও সোনা; কিন্তু খাদের চেয়ে খাঁটির দামও বেশী, আদরও বেশী। আসল কথা বলিতে গেলে, ঈমান ও তওহিদ একই কথা এবং শের্ক, তওহিদের বিপরীত। কাজেই যেখানে ঈমান আছে, সেখানে শের্ক নাই; যেখানে শের্ক আছে, সেখানে ঈমান নাই; বুঝিলে ত?

যদি কাহারও প্রকৃত ঈমান ও তওহিদ লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার উচিত, যে সকল দোষ ও ময়লা ঈমানকে দূষিত ও মলিন করে, তাহা হইতে সে সর্ব্বদা দূরে থাকে। শের্ক্-খফি-ই ঈমানের সেই প্রধান দোষ ও আবর্জ্জনা।

এক-আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু হইতে কোন লাভ-লোকসান বা ইষ্ট-অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, এরূপ মনে করিয়া আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও বা কোন বস্তুর আশা ও ভয় রাখা—মোটামুটি ইহাকেই শের্কে-খফি বলা হয়। অপরকে আপনার গুণ ও কর্ম্মের বাহবা দেখাইবার ইচ্ছা (রিয়া), গর্ব্ব, অহঙ্কার, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, প্রশংসায় আনন্দ, নিন্দায় মনোদুঃখ ইত্যাদি যাবতীয় মনের ব্যারামই শের্কে-খফির মধ্যে গণ্য। শরিয়তের আদেশ—"ওয়া' বুদুল্লাহা ওয়া-তাশবেকু বিহি শায়আন্"—"এবং তোমরা আল্লাহ্ তাআলার এবাদৎ কর ও তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশী করিও না।"—এই পবিত্র বাণী শের্ক-খফি নিষেধ করিতেছে। অতএব হে মুরিদ! তুমি যদি সত্য-ঈমান ও ছাচ্চা তওহিদ লাভ করিয়া হকিকৎ দর্শন করিতে চাও, তবে শের্কে-খফি সম্বন্ধে খুব সাবধান হও। কারণ ঈমান ও তওহিদের প্রাণ বিনাশ করার পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর বিষ আর নাই। ইহা অতি গোপনে মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্তরটীকে একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলে। তাই বলি, ঘুমাইয়া রহিও না ভাই! খুব জাগিয়া থাক। দেখ না

কি, কত চোর, কত ডাকাত তোমার ঈমান ও তওহিদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আড়ালে বসিয়া রহিয়াছে! বুঝ না কি, হজরৎ ছল্লাল্লাহো আলায়হেছ ছালাম্ আমাদের, শের্ক সম্বন্ধে কিরূপ সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন! তিনি কহিয়াছেন, অন্ধকার রাত্রিতে কাল পাথরের উপরে কাল পিঁপ্ড়ের চলা-ফেরা দেখিতে হইলে যত সাবধান হওয়া আবশ্যক, মনের মধ্যে শের্কের আমদানী দেখিবার জন্য তার চাইতেও বেশী সাবধান থাকার দরকার। একে ত অন্ধকার রাত্রি, তাতে আবার কাল পিঁপড়ে—মানে, অতি ক্ষুদ্র এবং কাল একটী বস্তু আর তাহা চলিতেছে কিসের উপরে? না—কাল পাথরের উপরে। মাটির উপরে চলার কথা বলেন নাই, তাহার কারণ, মাটির উপরে চলিলে পায়ের দাগ থাকিলেও থাকিতে পারে। খুব জোরের আলো ধরিয়া খাড়া পাহারায় অতি নিকটে বসিয়া না থাকিলে, অন্ধকারে কালর উপর কাল ধরা অসম্ভব কথা। সুতরাং বুঝা গেল, ছাচ্চা তওহিদ ও খাটি ঈমান লাভ করা সোজা কথা নয়। খুব রওশন আক্কেলের বাতি লইয়া দেলের দরওয়াজায় নিশ্বাসে-নিশ্বাসে মোরাক্কেবার কড়া পাহারা না দিলে শের্ক্ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবার যো নাই। হুয়াছ্-ছমিও—তিনিই শুনিতেছেন, আর কেহই শুনিতেছে না—তিনি যে কাণের কাণ। হুয়াল্ বছিরো—তিনিই দেখ্নে-ওয়ালা, আর কাহারও দেখিবার শক্তি নাই—তিনি যে চক্ষুর চক্ষু। হুয়াল্ আলিমো—তিনিই জ্ঞাতা, জান্নেওয়ালা,—তিনিই

জানিতেছেন, ভাবিতেছেন—আর কেহ জানে না, ভাবে না,—তিনি যে অন্তরের অন্তর।

"দেল্ বদস্তে তোস্তো তু আন্দর দেলি
হাঁ মকানে তোস্ত্ দর কাবু-এ-তু"
অন্তর তোমারি, তুমি অন্তরে আমার,
তোমারি এ গেহ তাতে কার অধিকার ?

হুয়াল্লাহ্-জাল্লা-জালালোহু ওয়া তাম্মা কামালোহু—তিনিই সৎ, তিনিই প্রকৃত আছেন, আর কেহ নাই; সবই তাঁহার ছায়া। এই ধ্যানে চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে, অন্তর হইতে শের্কের কালিমা একেবারে কখনই দূর হইবে না, আমিত্বের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মুক্তির পথে উঠিতে পারা যাইবে না; কখনই যাইবে না। ছোট পাপ বরাবর বারবার করিলে যেমন তাহা আস্তে আস্তে বড় পাপে পরিণত হয়,—ছগিরা গোঁনাহ্,কবিরা হইয়া যায়, তেমনি অবহেলা করিয়া শের্ক-খফি সম্বন্ধে সাবধান না রহিলে ক্রমে তাহা প্রকাশ্য বড় শের্কে, মানে, শের্কে-জলিতে পরিণত হইয়া যায়। কোন হজরৎ এই মর্ম্মের দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন—

"চুঁ একে খাহি ও একে গোয়ি,
বদো ছে ও চাহার চুঁ পোয়ি ?
বা-আলেফ্ হস্ত্ বে ও তে হম্‌রাহ্,
বে, ও তে বোৎ শোমর্ আলেফ্ আল্লাহ্।"

অর্থ—

তুমি যদি একই চাও, একই গাও, তবে দুই তিন চাইরে কেন ধাও? বে ও তে আলেফের সঙ্গী; তার মানে, বে+তে=বোৎ অর্থাৎ মূর্ত্তি; আর, আলেফ্ মানে এক অর্থাৎ আল্লাহ্।

"খাল্ক্ তা দর্ জাহানে আছবাবন্দ্
হামা আন্দর শবন্দ্ ও দর খাবন্দ্
তর্কে তর্তিবে—রোখশ্ তওহিদস্ত্
নোক্ছে তর্তিবে-মহজ্ তজ্রিদস্ত্

মানুষ যতকাল কারণের জগতে পড়িয়া রহিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যের মূলে একটী কারণের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে—যুক্তি-তর্কের বৃথা গলাবাজীতে লাগিয়াই আছে, ততকাল সে যেন অন্ধকারে ঘুমাইতেছে। "কার্য্য কারণের সাজগোজের আলোচনা পরিত্যাগ কর, এক খোদাই সকল কার্য্যের কারণ—এই ধোয়ানে লাগিয়া থাকা—ইহাই তওহিদ। একটীর সহিত আর একটী যোগ করিলে বা বহু বস্তু পরিমাণে যথানিয়মে একত্রিত হইলে, যথাসময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হয়, এই খেয়াল ও এই বিশ্বাস একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা। ইহাই তজ্রিদ।

হুজুর আলায়হেছ্ ছালাম আদেশ করিয়াছেন, "লা রাহ্তুল্-মু'মেনিনা দূনা লেকা-এল্লাহে"—"আল্লাহ্-তাআলার সাক্ষাৎ ছাড়া ঈমানদারের কোন সুখ নাই। যতদিন আমাদের

ঈমান হকিকৎরূপে পরিণত না হইবে অর্থাৎ যতদিন আমরা সৃষ্টির দর্পণে সৃষ্টিকর্ত্তার রূপদর্শন না করিব, হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়েশ্বরকে—প্রাণের মধ্যে প্রাণের প্রাণকে দেখিতে না পারিব, ততদিন সংসারের মায়া কাটইাতে পারিব না, ততদিন আমরা প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারিব না। যখন মানুষ জগৎ ভুলিয়া জগদীশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে, তখন এই দুনিয়াই তাহার পক্ষে কেয়ামত বলিয়া বোধ হইবে। সে শুনিতে পাইবে, "লে-মনিল্ মোল্কাল্-ইয়াওম্-লিল্লাহেল্ ওয়াহেদেল কাহ্হার।"

আজ কাহার রাজত্ব? সেই আল্লাহ্ এক,—ভয়ঙ্কর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর যিনি—তাঁহার।

"হর্কে জোএদ বেলায়েতে-তজ্রিদ্
ওয়াঁকে খাহদ্ বেলায়েতে-তওহিদ্
আজ দরুনশ্ না-বায়েদ আছাএশ্
ওয়াজ্ বরুনশ্ না-শাএদ আলাএশ্
কশ্ফ্ আগের বন্দ্ গর্দদৎ বর্তন
কশ্ফ্ রা কফ্শ্ কুন্ ও বর্ ছর্জন্
ছগে দুঁ-হেম্মৎ ওস্তখাঁ জোয়েদ
বাচ্চায়ে-শের মগ্জে-জাঁ জোয়েদ্"

যে জন তজ্রিদের দেশ অনুসন্ধান করে ও যে ব্যক্তি তওহিদের রাজ্য চায়, তাহার অন্তরে সুখ ও বাহিরে ময়লা

থাকা চাই না। কশ্‌ফ্ (দৈবজ্ঞান) যদি তোমার দেহের বন্ধন হয়, তবে কশ্‌ফকে (জুতা) করিয়া মাথায় মার। নীচমনা কুকুর হাড়ের তল্লাশ করে, বাঘের বাচ্চা জীবিতের মগজ অনুসন্ধান করে।

শের্ক ত্যাগ না করিলে এ সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না এবং সংসারের সম্বন্ধ না ছাড়িলে শের্ক্ হইতে অব্যাহতি পাইবে না। যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে, তাহার কোন আশা করে, যদিও তাহার ঈমানের মূলবিশ্বাসে কোন শের্ক্ নাই, তথাপি তাহার আশা ও ভয়ের মধ্যে শের্ক্ রহিয়াছে। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও এইরূপ অনুমান করিয়া লও। যে পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের সহিত মিলন লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে গএর খোদার মিলন ও বিচ্ছেদ দর্শন করাও শের্ক্।

"কুল্লোহু মিনাল্ হক্কে ওয়াবিল্ হক্কে ওয়ালিল্ হক্কে ওয়া এলাল হক্কে।"

অর্থাৎ 'তাহার কার্য্য, গুণ ও অস্তিত্ব সমুদয়ই আল্লাহ্ হইতে আল্লাহের সাহায্যে, আল্লাহের উদ্দেশ্যে বিকাশ পাইয়া আল্লাহের দিকে ফিরিয়া যাইতেছে'—এইরূপ মোশাহেদা না হওয়া পর্য্যন্ত বান্দার ঈমান সত্যময় হইবে না॥ হজরৎ নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম্ কহিয়াছেন,—"তাআছ্‌ছা আব্দ্‌দ্দুনিয়া, ওয়া তাআছ্‌ছা আব্দুদ্-দর্হমে, ওয়া তাআছ্-ছা আব্দো বৎনেহি ওয়া তাআছ্‌ছা আব্দো ফর্জেহি ওয়া তাআছ্‌ছা আব্দুল্‌কমিছে।"

অর্থ—মরুক বা মরিল যাহারা দুনিয়ার গোলাম,
মরুক বা মরিল যাহারা টাকার গোলাম,
মরুক বা মরিল যাহারা পেটের গোলাম,
মরুক বা মরিল যাহারা মৈথুনের গোলাম,
মরুক বা মরিল যাহারা পোষাকের গোলাম।

'তাআছ্ছা' শব্দের অর্থ 'মরুক' ও 'মরিল' উভয়ই হইতে পারে। যদি উহার অর্থ 'মরুক' ধরি, তবে বুঝিতে হইবে, এগুলি হুজুরের অভিসম্পাত বা গর্দোআ এবং তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। আর যদি শব্দটীর অর্থ 'মরিল' ধরা যায়, তবে ত ইহা তাঁহার জ্ঞান ও তাহা কখন মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব কি দুঃখ, কি পরিতাপের বিষয়, বহুদিন হইল আমরা অজ্ঞানের আঁধারে—মোহের মায়াজালে বন্দী হইয়া মরিয়া গিয়াছি—আমাদের মনুষ্যত্ব বা এন্ছনিয়ৎ লোপ পাইয়া শুধু পশুত্বটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে; অথচ জগতকে বড় গলায় ডাকিয়া-হাঁকিয়া জানাইতেছি, "আমি মানুষ, আমি মুছলমান"। আমরা লক্ষ জনের গোলামী করিতেছি, লক্ষ জনের ভয় ও আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি, তবুও দাবী করি, আমরা খোদার বান্দা—খোদার গোলাম। আমাদের এই প্রকার বান্দা হওয়ার কথাটা কেমন?—না, যেমন এক ব্যক্তি তাহার এক পা ঘরের ভিতরে ও আর এক পা ঘরের বাহিরে রাখিয়াছে। এখন এই ব্যক্তিকে ঘরের বাহিরেও বলিতে

পারি না, ঘরের ভিতরেও বলিতে পারি না; অথবা যদি বলি, সে ঘরের বাহিরেও আছে, ভিতরেও আছে, তাহাও মিথ্যা। যদি কেহ সকল বিষয়েই আল্লাহ্ ছাড়া অপরের ভরসা করে,—তাহার এক কড়ারও ঈমান নাই। আর যদি কেহ কোন কোন বিষয়ে খোদার এবং কোন কোন বিষয়ে অন্যের আশা রাখে অর্থাৎ যদি সে কতক কার্য্য ও গুণ খোদার ও কতক কার্য্য ও গুণ আর কাহারও বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে তাহার এই দোরোখা ঈমানের মূল্য যে কতটুকু, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। এমন টলমল বিশ্বাসকে কখনই ঈমান বলা যাইতে পারে না—ইহা প্রকাশ্যই শের্ক্। অতএব যদি তুমি প্রকৃত ঈমান ও খাঁটি তওহিদ লাভ করিতে চাও ত "কুল্ কুল্লোম্ মিন্ ইন্দিল্লাহে" বল; সকলই ত খোদার তরফ হইতে। কিছুরই কোন স্বতন্ত্র কার্য্য, গুণ বা অস্তিত্ব (হস্তি) নাই।

ফলকথা, যতক্ষণ আমরা আল্লাহ্ তাআলার কার্য্য, গুণ ও অস্তিত্বের—মোশাহেদার জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, গুণ বা কার্য্য দেখি না, ততক্ষণই আমরা জীবিত থাকি বুঝিতে হইবে।

ইন্না ফি জেক্‌রেক্ এলাহী, লি হায়াতুন্ ফি হায়াৎ
লায়ন্না লি ফি গফ্‌লাতিন্ ইল্লামমাতুন্ ফি মমাৎ

জীবনে জীবন পাই তব নাম গানে,
জীবনের আমার জীবন !
ভুলিলে তোমায় ঘটে মরণ আমার
মরণের উপরে মরণ ।

অতএব বলিতে হয়—

"তু একিনি মা গোমাঁ তু জেন্দায়ী মা মোর্দগাঁ
তু ওজুদি মা আদম্ মা মর্গ্ তু আয়নে হায়াৎ"

তুমি সত্য, মিথ্যা আমি, আমার বল্‌তে কিছু নাই,
তুমি জ্যান্ত, আমি মরা, করাও যাহা করি তাই ।
তুমি আছ, তুমি আছ, আমি নাইগো আমি নাই,
মরণ আমি, জীবন তুমি, তুমি দমের আসি-যাই ।

ছায়া কিংবা শব্দ যেমন আপনা আপনি আছে এমন কোন পদার্থ নয়, বরং একটা সংযোগ-সম্বন্ধ মাত্র, তেমনই আল্লাহ্ তাআলার জালাল ও জামালের সংঘাতে এই বিশাল সৃষ্টির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, যাইতে থাকিবে ।

"হস্তি-এ-হর্দো জাহাঁ জুজ্ এস্তেনাদে বেশ নিস্ত্
গর্ নাবাশদ্ এস্তেনাদ্ আজ্ হক্ নবাশদ্ কাএনাৎ"

ইহকাল পরকাল বুঝহ ইঙ্গিতে,
সংযোগ-সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছু নয় ।

সংযোগ-বিয়োগ যদি করে বিশ্বপতি,
মুহূর্ত্তে সমূহ সৃষ্টি পাইবে বিলয়।

তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, যাহা হইতে বলিতেছেন তাহাই, মানে, তাঁহার ইচ্ছাই বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়রূপে দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার আকারে চতুর্দ্দিকে তাঁহারই জ্যোতিঃ, তাঁহারই বিকাশ, বিকাশ করিতেছে ; অতএব ভাবিবার বিষয়, যে ব্যক্তি চারিদিকে সকল বস্তুর মধ্যে খোদার নূর দেখিতে পায় না, সে কতদূর অন্ধ !

"আয় আজব দর হয়রতম্ আজ কোরিয়ে চশ্‌মে কছে
কো নবীনদ্ নূরে-হক্ দর হর্চে বীনদ দর্ জেহাৎ"

চারিদিকে ঊর্দ্ধে নিম্নে যাহা কিছু আছে
সকলি তাঁহারি নূর—তাঁহারি বদন,
এ মোহন মেলা যেবা দেখিতে না পায়,
কি আশ্চর্য্য, কত অন্ধ বুঝি না সে জন !

নিশ্চয় জানিও, যতকাল তুমি সংসারের মায়ায় মিথ্যা সুখ-শান্তির তল্লাসে লাগিয়া রহিবে, ততকাল তোমার জ্ঞানের চক্ষু ফুটিবে না ; ততকাল তুমি বস্তু-বিষয়ের দর্পণে খোদার জল্‌ওয়া দেখিতে পাইবে না।

"হাঁ একিঁ দাঁ তা তুয়ি দর বন্দে আম্‌নো আয়শে খেশ
জল্‌ওয়ায়ে হক রা নবিনী বা জুহুরে বাইয়েনাৎ"

সুখের তল্লাসে তুমি আছ যতদিন
ভুলিবে না দুনিয়ার মিথ্যা ঝকমারি,
দেখিবে না কোন কালে জানিহ নিশ্চয়
ব্যক্ত মাঝে অব্যক্তের রূপের মাধুরী।

এই যে শের্কের কথা বলা হইল এবং এই যে আল্লাহ্ ছাড়া অপরের বান্দা হওয়ার কথা বলা হইল ত এই ব্যারামটি যে কি কারণে কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, আশা করি, তুমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। আপন-ভাবা ও আপন-পূজা হইতেই এ অন্ধকারটা আমাদের অন্তরে জমিয়া আইসে। মূলে আমাদের কিছুই নাই, অথচ শুধু গায়ের জোরে, বুদ্ধির গরবে বা ধনমালের অহঙ্কারে মদখোর মাতালের ন্যায় ভাবি আর বলি, "আরে হম্ তো রাজা হঁয়।" যতক্ষণ ভাবি, আমি আছি, আমার কোন শক্তি আছে, গুণ আছে, ততক্ষণ কাজে কাজেই ভাবিতে হয়, অন্যও আছে, তাহার শক্তিও আছে। যদি আমি খোদাকেও যেমন দেখি, অন্যকেও তেমনি দেখি, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমি খোদারও যেমন পূজা করি, অপরেরও তেমনি পূজা করি; খোদাকেও যেমন ভয় করি, অপরকেও তেমনি ভয় করি; খোদারও যেমন আশা রাখি, অপরেরও তেমনি আশা করি। ভ্রাতঃ! যেদিন আমাদের রছুল করিম (দঃ) জগতকে এছলামের সমুদয় কথা জানাইয়া নিজের কর্তব্য শেষ করিলেন, সেদিনহুজুর নিবেদন করিলেন,

"আল্লাহোম্মা বাল্লাগ্‌তো" হে খোদা, আমি (তোমার আদেশ) পৌঁছাইলাম। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁহাকে আদেশ করিলেন "আস্তাগ্‌ফের্‌"—ক্ষমা চাও, "আমি পৌঁছাইলাম" কেন কহিলে? তোমার কাজ কেন দেখিলে? আমার কাজ দেখ।

একদিন এক দোবেশ নামাজ পড়িতেছিলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে, তিনি কহিলেন, "আল্‌হামদো লিল্লাহে আলাৎ তওফিক ওয়াস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা আলাৎ তক্‌ছির" অর্থাৎ খোদা যে আমাকে নামাজ পড়িবার ক্ষমতা দান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকটে আমি শোকর গোজারি করি এবং নামাজের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহার কাছে ক্ষমা চাই। আর একজন বোজর্গ্‌ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি মোওয়াহ্‌হেদ (একত্ববাদী) নাঃ, তুমি এখনও মোশ্‌রেক রহিয়াছ। ওগো শেখ! তুমি যদি তোমার নামাজ না দেখিতে, তবে তোমার তক্‌ছির ত্রুটিও দেখিতে পাইতে না। নামাজ ত তোমারই গুণ। আমি ভাবিতাম, তুমি খোদাকে দেখ, এখন দেখি তা নয়, তুমি তোমাকে দেখ!

এরাদৎ

আপন আপন স্বভাব ও জ্ঞান অনুসারে মানুষমাত্রেই কোনও না কোন একটী বস্তুর জন্য সকলের চেয়ে বেশী লালায়িত।

সেই বস্তুই যেন তাহার জীবন ; বরং জীবনের চাইতেও বেশী প্রিয়। তাহার এই লালসার মূলে কোন গরজ বা স্বার্থ নাই। প্রাণ খামাখাই তাহাকে পাইতে চায়, না পাইলে চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয় ; এই জন্যই সে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে ভুলিতে পারে না। সে যদি পঙ্গুও (নূলো) হয়, আর তাহার সেই 'প্রাণের দেবতাটী' যদি হিমালয়ের পরপারেও অবস্থান করে, তথাপি সে তাহার আশা কখনই ছাড়িতে পারে না। প্রাণ যায় যাউক, সহায়-সম্পত্তি সমস্তই শেষ হয় হউক, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি সমুদয় পৃথিবী তাহার শত্রু হয় হউক, সে তাহার খেয়াল ছাড়িতে কখনই রাজী নহে। মানুষের এই প্রকার যে-এক নাছোড়-লালসা, তাহারই নাম রাখা হইয়াছে **এরাদৎ**। যাহার এরাদৎ আছে, তাহাকে "মুরিদ" ও তাহার কামনার বস্তুটীকে '**মোরাদ**' বলা হয়।

মোরাদ বা কামনার বস্তুটী যত মহৎ ও উৎকৃষ্ট হইবে, এরাদৎও তত মহৎ ও উত্তম হইবে। মুরিদ তিন প্রকার।

১। সংসার বা দুনিয়ার মুরিদ।

২। পরকাল বা আখেরতের মুরিদ।

৩। খোদার মুরিদ।

যাহারা মরণ, পরকাল ও খোদাকে ভুলিয়া, জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা সংসারের মায়ায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারা সংসারের মুরিদ, —তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার এরাদৎ প্রবল হইয়াছে। দুনিয়ার এরাদৎ বড় বালাই জিনিস—একেবারে মরণ-ব্যাধি।

কেয়ামতের দিন তাহারা সেই অনন্ত সুখ ও অপার সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পাইবে না।

তারপর মানুষের জ্ঞান যখন কিছু উন্নত হয়, যখন সে পরকালের অনন্ত জীবন ও অনন্ত সুখের আশায় সংসারের যাবতীয় সুখ তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে ও ধর্ম্মের পথে উঠিয়া এবাদৎ বন্দেগীতে কোমর বাঁধে, তখন জানিতে হইবে, সে আখেরতের মুরিদ হইয়াছে, তাহার দেলে আখেরতের এরাদৎ আসিয়াছে। পবিত্র কোর্‌আন শরিফে এই উভয় প্রকার মুরিদেরই সংবাদ রহিয়াছে যথা,—

"মিন্‌কুম্‌ মাঁই ইওরিদোদ্দুন্‌য়িা ওয়া মিন্‌কুম্‌ মাঁই ইওরিদোল্‌ আখেরাঃ।"

অর্থ—তোমাদের কেহ দুনিয়া চায় এবং তোমাদের কেহ পরকাল চায়।

আর যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু ফুটিয়াছে—যাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, ইহকাল ও পরকাল উভয়ই আল্লাহ্‌ তাআলার মায়ার লীলাভূমি, সংসারই হউক, আর পরকালই হউক, আল্লাহ্‌ উভয়কে 'কুন্‌ বা প্রস্তুত হও' এই আদেশে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং একালের সেকালের সমুদয় বস্তুই আপনা আপনি চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে এমন নহে,—খোদার সহিত্‌ তুলনায় এ সকল সমস্তই মিথ্যা, অপদার্থ—যেন ভোজ-বাজী, ভানুমতির খেলা এবং এই জ্ঞানে, এই দর্শনে যাঁহারা

তাঁহারা খোদার মুরিদ। খোদার এরাদৎ যে সবচেয়ে ভাল, তাহা খোদা নিজেই বলিয়াছেন যথা—

"মন্ কানা ইওরিদুল্ এজ্জতা ফলিল্লাহিল্ এজ্জতো জমিআঁ।"

অর্থ:—যে এজ্জত পাইতে চায়, সে জানুক, সকল এজ্জতের মালীক আল্লাহ্।

ফলতঃ যাঁহারা খোদার মুরিদ, তাঁহারা নিতান্ত ঘৃণা ও অবহেলার সহিত দুনিয়া পরিত্যাগ করেন এবং আখেরতের সুখ ও সৌভাগ্যে সন্তুষ্ট না হইয়া আল্লাহ্ তাআলার এস্কে ও মহব্বতে ডুবিয়া যান। খোদা ভিন্ন অপর যে-কোন বস্তুর জ্ঞান ও খেয়ানকে তাঁহারা মূর্ত্তি-পূজা বলিয়া মনে করেন।

তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন,—

"তা বেহেশ্‌তো দোজখৎ দর্ রহ্ বুয়দ্,
জানে তু জিঁ রাজ কায় আগাহ্ বুয়দ্?
চুঁ বরুঁ আয়ী আজাঁ হর্দো মকাম,
ছোব্‌হে—ইঁ দওলৎ বরুঁ আএদ্ জে শাম।"

ব্যাখ্যা—

বেহেশ্‌ত এবং দোজখ যতকাল তোমার পথে রহিবে, বেহেশ্‌তের আশায়, দোজখের ভয়ে যতদিন তুমি ধর্ম্মের পথে চলিবে, ততদিন তোমার প্রাণে সে ফুলের গন্ধ আসিবে না, সে তত্ত্বের খবর পাইবে না। বেহেশ্‌ত এবং দোজখ এই দুই

ঘাটই যখন পার হইবে অর্থাৎ তোমার অন্তরে যখন শুধু এক খোদার ধ্যান ও প্রেম ভিন্ন বেহেশ্‌ত বা দোজখ কিছুরই খেয়াল থাকিবে না, তখনই জানিবে, তুমি পরম সৌভাগ্যের দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছ।

অতএব যে খোদার মুরিদ, সে-ই প্রকৃত মুরিদ; তাহার এরাদৎকেই প্রকৃত এরাদৎ বলিতে হইবে।

তাই বলি ভ্রাতঃ! যদি এ পথের পথিক হইতে চাও, তবে এরাদৎ ঠিক করিয়া, মুরিদের মত মুরিদ সাজিয়া প্রকৃত কোন এক দয়াল পীরের পদধুলি গ্রহণ কর।

পীর মহাজন তোমাকে পথের সমুদয় খবর, সমুদয় আপদ-বিপদ জানাইবেন। পীরের সাহায্য না লইয়া, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য না করিয়া এ পথে কেহই চলিতে পারে নাই, পারিবেও না।

লোকে বলে, যে গাছ আপনা হইতে জন্মে, তাহাতে ফল ধরে না; যদিও ধরে, মজাদার হয় না। তেমনি যে আপন মনে তরিকতের পথে চলে, তাহার সমুদয় কার্য্যই খোয় ও আদিতের মধ্যে গণ্য। রোগী যদি নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে চায়, তবে তাহার বিধি বাম জানিতে হইবে। যেমন উম্মতের জন্য পয়গম্বরের, শিশুর জন্য ধাত্রী ও শিক্ষকের ও রোগীর জন্য বৈদ্যের একান্তই প্রয়োজন, তেমনি মুরিদের জন্য পীর মেহেরবানেরও নিতান্ত আবশ্যক। কেহ যদি শুধু বই পড়িয়া তরিকৎ বুঝিতে চায়, তবে সে যেন মরার সহবাসে রহিল বলিতে

হয়। মরার সঙ্গে রহিলে দেল্ মরিয়া যাইবে,—জীবিত হইবে না। এখানে একটী ভাবের কথা না বলিয়া পারিলাম না। খোদা যাহাকে সেইকালে (আজলে) এরাদৎ দান করেন নাই, পীর হাজার কামেল হইলেও তাহার অন্তরে এরাদৎ দান করিতে পারেন না। পয়গম্বর আলায়হেছ্-ছালামগণ এই কারণেই নমরুদ, ফেরাউন, আবুলহব ইত্যাদি আজলের কমবখ্‌ৎগণকে এছলামে আনিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা যাহাদের অন্তরে ঈমান ও এরাদতের বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহারাই পয়গম্বরান ও পীরানে-তরিকতের আজ্ঞাবহ হইয়া ঈমান ও এরাদৎ হাছেল করিতে পারেন। এখন বুঝিলে ত ঈমান ও এরাদৎ কি অমূল্য জিনিস! ভ্রাতঃ! জানিও সমস্তই খোদার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তাঁহার কৃপা না পাইলে ছাচ্চা এরাদৎ লাভ করা তোমার আমার কর্ম্ম নয়। যদি আসল কথা বলিতে যাই ত আমি ও তুমি পৈতা রাখিয়া মূর্ত্তিপূজার ক্ষমতাও রাখি না। মছ্‌জিদ দূরের কথা, মন্দিরেও আমাদের স্থান নাই। কি করি, নিরুপায় আমরা! যদি তিনি আমাদিগকে ছাদেকীন্—সত্যের সেবকগণের দলে দয়া করিয়া গ্রহণ না করেন, তবুও আশা করি, তিনি আমাদিগকে মিথ্যাবাদী মুছলমান ও মুরিদ বলিয়াই গ্রহণ করিবেন—আমারা যে মিথ্যাই-মুরিদির ভান করিতেছি ও মুছলমানির দাবী করিতেছি! খোদার কছম! পুনরায় বলি খোদার কছম, অন্যের দুয়ারে

সত্যরূপে থাকার চাইতে এ দুয়ারে মিথ্যাভাবে থাকাও হাজার গুণে ভাল। ভয় করিও না, আশা ছাড়িও না, যে ভাবেই প্যার—পথের পানে চাহিয়াই থাক। আশা রাখ, সে তোমাকে অক্ষম অপারগ জানিয়া, দয়া করিয়া একদিন নিজের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে! সেদিন তোমার হঠাৎ কপাল ফিরিবে, —যাহা চাও, যাহা ভাব, তাহাই পাইবে!

তরিকৎ লাভ করিবার বাসনা থাকিলে কি করা চাই, কি হওয়া চাই?

ভ্রাতঃ! যদি তরিকতের পথে চলিতে চাও, তবে প্রথমে শরিয়তের পুঁজি সংগ্রহ কর। বিনা সম্বলে কখনই পথ চলা যায় না। যে এখনও শরিয়ৎ শিখে নাই, সে কিরূপে তরিকতের দেখা পাইবে? যে এখনও তরিকতের দেখা পায় নাই, সে বেচারা হকিকতের কি বুঝিবে? শরিয়তের জ্ঞান লাভ না করিয়া, মা'রেফৎ না শিখিয়া যে এ পথে চলিবে, মারা যাইবে। অবুঝ অন্ধের মত যদি কেহ আপন-মনে কোনপ্রকার সাধ্যসাধনা করে ও কোন কিছু পায়, তবে এতই অহঙ্কারী ও খোদ্‌বড়া হইয়া উঠে যে, বেচারা

জন্য গেরেপ্তার হইয়া যায়। নিশ্চয়, নিশ্চয় জানিও, খোদার একজন অলিও মূর্খ ছিল না—হইবেও না। "মাত্তাখাজাল্লাহো অলিয়ান্ জাহেলান্—খোদা কোন জাহেল্‌কে অলি বলিয়া গ্রহণ করেন না"—ইহা মশায়েখ-বচন। পবিত্র কোর্‌আন শরিফেও এ কথার ইশারা আছে যথা—"ওয়া-লাম্ ইয়াকুল্লাহু অলিওম্ মিনাজ্জোহালে"—অজানা অশেখার মধ্যে কেহই তাঁহার (খোদার) বন্ধু হয় না। বোজর্গান বলিয়াছেন, "যাঁহারা খোদার পথের পথিক (ছালেকানে-হক্) তাঁহাদের বারটী বিদ্যা জানা আবশ্যক। যথা—

১। এল্মে তওহিদ...খোদার একত্বের পরমার্থ।

২। এল্মে-মোআমেলৎ...শরিঅতের যাবতীয় আহ্‌কাম আরকান।

৩। এল্মে খেতাব...লোকের সহিত কথা কহিবার ও তাহা-দিগকে উপদেশ দিবার প্রণালী ও আদাব।

৪। এল্মে ছামা... সঙ্গীতবিদ্যা ও তাহা ব্যবহারের আদাব।

৫। এল্মে ওয়াজ্‌দ...ওয়াজ্‌দ্ বা ভাবের নৃত্য কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান।

৬। এল্মে-মা'রেফতে রুহ্...রুহ্ বা আত্মা কি, তাহার পরিচয়-বিদ্যা।

৭। এল্মে-মা'রেফতে নফ্‌ছ্...নফ্‌ছ্ বা মানবপ্রকৃতি কি, তাহার পরমার্থ।

৮। এল্মে-মা'রেফতে আক্ল,...আক্ল্ বা বিবেক কাহাকে বলে, তাহার মা'রেফৎ।

৯। এল্মে হালৎ।
১০। এল্মে মোকাশেফৎ।
১১। এল্মেমোশাহেদৎ।
১২। এল্মে মা'রেফৎ।

এই সুমুদয় বিত্থার প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ মূল ও ডাল-পালা আছে, তাহা না জানিলে চলে না। জানিও, এ পথের যত পথিক সুজন তাঁহাদের সকলেই শরিয়ৎ, তরিকৎ ও হকিকতের মহাবিদ্বান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। যাহার পিপাসা হইয়াছে, সে যদি নদীভরা জল থাকিতে পাথারে পড়িয়া, 'পানি' 'পানি' করে ত ফল কি? মরিতে হইবে। তোমার প্রাণে যদি বাস্তবিকই খোদার পিয়াসা আসিয়াছে, তবে তাহার অন্বেষণ যেমন করিয়া করিতে হয়, তেমনি করিয়া কর। জগতে এলেমের, মা'রেফতের ভরা-গাঙ রহিয়াছে। খবরদার! পাথারে প্রাণ হারাইও না। এ পথের পথিক এমনি হওয়া চাই যে, যদি তাহাকে সমুদয় পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় সুখের সামগ্রী দেওয়া যায় যদি তাহাকে পরকাল ও বেহেশ্ত সকলই দেওয়া হয় এবং যদি তাহার উপরে জগতের সকল দুঃখ-যাতনা ও মেহনতের বৃষ্টিপাত হয়, তবে সে সংসার ও সংসারের সকল সুখ, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়; পরকাল ও বেহেশ্তগুলি মু'মেনগণের হাওয়ালা করে; আর নিজের ভাগে রাখে—শুধু দুঃখ-যাতনার বোঝাটী! তওবা

তাহার এমনি যে, লোকে হারাম পরিত্যাগ করে, যাহাতে দোজখে পড়িতে না হয়,—আর সে হালাল পরিত্যাগ করে,যেন বেহেশ্‌তে যাইতে না হয়। তাহার এরাদৎ এইরূপ যে, লোকে চায় মনের বাঞ্ছা আর সুখ—সে চায় তাহার প্রাণের প্রভুকে আর তাহার দরশন! সকলে চায়, সবই আমার বাড়ুক—সে চায় সবই আমার ঘাটুক! যদি কিছু পায় বিলাইয়া দেয়, না পাইলে পরম আনন্দিত হয়। মন যাহা চায়, তাহা না পাইলেই তাহার অধিক আনন্দ। উদ্দেশ্য, যেন কোনও প্রকার বন্ধন না থাকে! নফ্‌ছের সহিত তাহার এমনি বিরোধ, সে যদি ৭০ সত্তর বৎসর একটীমাত্র আর্জুর জন্য কাঁদে, তথাপি সে তাহার কথায় কাণ দেয় না। আর খোদার সঙ্গে তাহার এমনি মিল, সে তাহাকে সুখেই রাখুক আর দুঃখেই রাখুক—কিছু দেউক বা নাই দেউক, সকল অবস্থায় সমান সুখী। তওয়াক্কোল (খোদা-ভরসা) তাহার অচল অটল,—না লোকের কাছে সে ভিক্ষা করে, না খোদার নিকটে চায়! লোকের কাছে কিছু চাওয়াকে সে শের্ক্‌ মনে করে—খোদার নিকটে চাহিতে তাহার লজ্জা হয়!

জোহ্‌দ্‌ বা বৈরাগ্য বিষয়ে সে এমনি পাকা যে, সারাটী সংসার হইতে শত জোড়াতালি দেওয়া একটী পিরাণ (মোরক্কা) আর একখানি কম্বল পাইলেই সে এত সুখী হয় যে, অপরে সমুদয় পৃথিবীর রাজত্ব পাইলেও তেমন সুখী হয় না। খোদার জেকের ও তলবে তাহার দিন যায়, মনের আগুনে কাঁদিয়া

কাঁদিয়া উঠিয়া-বসিয়া তাহার রাত্রি পোহায়। এত করিয়াও যদি কিছু করিলাম বলিয়া তাহার মনে হয়, তবে সে তাহার ৭০ সত্তর বছরের এবাদৎ একখানি রুটীর বদলে বিক্রয় করিয়া তাহা কুকুরের সামনে ফেলিয়া দেয়। এক দোর্বেশ বিশবার হজ্ব করিয়া দেখিলেন তাঁহার নফ্‌ছ কিছু ফুলিয়াছে। তিনি তাঁহার নফ্‌ছের এই আপন-দেখা দূর করিবার জন্য একদিন মক্কা শরিফের বাজারে ফেরিওয়ালা সাজিয়া হাঁকিতেছিলেন, "ওগো! কে নিবে নাও, আমি বিশ বিশ হজ্ব একখানি মাত্র রুটি লইয়া বিক্রী করিব।" এমন সময় আর একজন আরেফ তাঁহার পিঠে চাপড় দিয়া কহিলেন, "আরে বাতুল! তোমার বাপ হজরৎ আদম আলায়হেছ ছালাম একটী মাত্র গমের দানায় আট-আট বেহেশ্‌ত বিক্রী করিয়াছিলেন, আর তুমি সামান্য বিশ হজ্বের দাম একখানা রুটীই চাও!" এ পথের পথিক হইতে হইলে এই রকম হুসিয়ার হওয়ারই দরকার। মন যাহা চায়, তাহার উল্টা চাল চালিয়া, লোকের খেদমৎ ও এবাদৎ বন্দেগীর কঠিন পরিশ্রমে ফেলিয়া ফেলিয়া নফ্‌ছকে খুব দুর্ব্বল ও একেবারে বশীভূত করিতে হইবে। খোদা ছাড়া অন্য কোনও বস্তুর চিন্তা ও খেয়াল কখনই মনে আসিতে দিবে না। ডাইনে দেখিবে ত খোদাকেই দেখিবে; বামে দেখিবে ত খোদাকেই দেখিবে; উঠিতে কিম্বা বসিতে খোদাকেই দেখিবে। যে এইরূপ হইতে পারিয়াছে, সে-ই ছালেক, সে-ই খোদাকে দেখিবার চক্ষু লাভ করিয়াছে।

দুনিয়া ও আখেরতের বাদশাহী তাহার হেম্মতের নজরে একটী জর্রা (পরমাণু) বলিয়াও বোধ হয় না। কতদিনে প্রাণ প্রাণের সহিত মিশাইয়া যাইবে, এই উদ্বেগের আগুনে তাহার শরীর দিবানিশি ঝলসিয়া যাইতেছে এবং সে-যে সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে আছে, তাহার ধ্যান, তাহার প্রেম, তাহার চির-মধুর নাম সে-যে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিতে পারে না, এই প্রেমানন্দে তাহার অন্তর সর্ব্বদাই পুলকিত থাকে। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, সংসার বা পরকাল কোন বিষয়েরই চিন্তা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শরীর লইয়া সে লোকের সহিত—কিন্তু অন্তর লইয়া সে খোদার সহিত বাস করে। উপযুক্ত পীরের ছায়া না পাইলে কেহই এমন সুন্দর উন্নত অবস্থা কখনই লাভ করিতে পারে না। পীরের অনুগ্রহ পাইলে মুরিদ নিরাপদে স্বচ্ছন্দে এ পথ উত্তীর্ণ হইতে পারে। বড়র বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটর ছোট পর্য্যন্ত সকল মশাএখ সমুদয় বোজর্গানে-দিন এবং সমস্ত ওলামা-এ-বাতেন একবাক্যে সায় দিয়াছেন যে, পরিপক্ক পীরের সাহায্য ও নেক-নজর না পাইলে কেহই খোদাকে লাভ করিতে পারিবে না।

তা না ইয়ফ্‌ত্‌দ্‌ বতু মর্দে রা নজর,
আজ্‌ ওজুদে খেশ ক্যয়্‌ ইয়াবি খবর ?
গর্তু বেনশিনি বতন্‌হায়ি বছে,
রাহ্‌ নৎওয়ানি বুরিদন্‌ বে-কছে।

পীর বায়েদ রাহ্ তন্‌হা ম-রও
আজ্ ছরে ওমিয়া দরিঁ দরিয়া ম-রও

যতদিন কোন মহাপুরুষের আঁখি
পড়িবে না তোমার উপর,
পাবে কি গো কভু তুমি তোমার খবর ?
বহুকাল কর যদি নির্জ্জন সাধনা,
পাবে না পথের দিশা কারো সঙ্গ বিনা।
যেও না একাকী, কর কাণ্ডারী সহায়,
অন্ধ তুমি, ভাসিও না হেন দরিয়ায় !

যিনি জাহের বাতেনের পূরা আলেম, যাঁহার বাহিরের ও অন্তরের চক্ষু সর্ব্বদা খোদার দিকে আছে, যিনি আল্লাহ্ তাআলার এশ্‌ক্-মহব্বতের শারাব পান করিয়া প্রাণপোড়ান মনমাতান নেশায় মস্ত্-মদহোশ্ রহিয়া স্বপ্নের মত সংসারের কাজ এবং জাগ্রতের মত পরকালের কাজ করিতেছেন, আচল ধরিয়া টানিলে রছুল ও খোদা পর্য্যন্ত নড়ে, এমন দোরস্ত যাঁহার ছেল্‌ছেলা, যাঁহার হাতে হাত দিলে খোদার হাতে হাত দেওয়া হয়, এমন সাগর-সেঁচা মাণিকের ন্যায় মহাপুরুষের পায়ের ধুলা না পাইয়া, না হইয়া, কেহ যেন এ দুস্তর সাগরে পাড়ি জমাইবার সাহস না করে—হউন তিনি বিদ্যার সাগর, থাকুক তাঁহার হাজার জ্ঞানের দপ্তর।

খাজা আবু ছইদ আবুল-খায়ের রহ্‌মতুল্লাহে আলায়হের এক জন মুরিদ অজু করিয়া আপনার খেল্‌ওয়াৎখানায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় আজগুবি এক নূর দেখিয়া চীৎকার দিয়া কহিলেন, "আমি খোদাকে দেখিলাম!" হজরত আসল কথা বুঝিতে পারিয়া মুরিদকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"আরে অজ্ঞান! ও নূর যে তোমার অজুর; তুমি কোথায়, আর তোমার খোদা কোথায়?" এইরূপ ক্ষেত্রে বহু পথিকের জ্ঞান হারাইয়া যায়। এই নূরকেই তাহারা না বুঝিয়া খোদার নূর বলিয়া বিশ্বাস করে, আহ্লাদে আটখানা হইয়া যায়। যাঁহার চরিত্র খোদার চরিত্রের সহিত, যাঁহার জ্ঞান খোদার জ্ঞানের সহিত, যাঁহার ইচ্ছা খোদার ইচ্ছার সহিত ও যাঁহার শক্তি খোদার শক্তির সহিত এক হইয়া গিয়াছে, এমন একজন জায়েজুৎ-তাছার্‌রুফ্‌ নাফেজুল-মশিয়ৎ এবং ছাহেবুল্‌-আশরাফ কামেল পীর সহায় না থাকিলে এমন সাংঘাতিক ঘুরপাক হইতে কেহই রক্ষা পায় না; শয়তানের ধোকায় ও নফ্‌ছের ফেরেবে পড়িয়া একেবারে ব্যাকুফ হইয়া পড়ে। সামান্য একটু নূর দেখিয়া বা ভবিষ্যতের কোন খবর পাইয়া মনে করে, আমি ত পূরা বুজরুগ্‌ হইয়াছি। কার কাছে কি বলে তার আর দিশা পায় না—মুল্লুকে এক তোলপাড় উপস্থিত করে। কি বলিতে কি বলে, কি ভাবিতে কি ভাবে, এমন কি হইতে হইতে অবশেষে কাফের জিন্দিক পর্য্যন্ত হইয়া পড়ে। খোদা! রক্ষা কর।

পীর মালাবোদ্দে-রহ্ আমদ তোরা
দর হামা কারে পনাহ্ আমদ্ তোরা
চুঁ তু হর্গেজ্ রাহ্ নশ্নাছি-যে-চাহ্
বে আছাকশ্ ক্যয় তওয়ানি বোর্দ রাহ্
কোহ্হা-এ-আতশি দররহ্ বছেস্ত্
হম্চুনি কারে না কারে হর কছেস্ত্

পীর বিনা পথ চলা কভু নাহি যায়,
সকল ঘটেতে তিনি তোমার সহায়।
পথের যে উঁচু-নীচু নাহি তব জানা,
কেমনে চলিবে অন্ধ ! বিনে লাঠী-টানা ?
এ পথে যে আছে বহু আগুনে-পাহাড়,
এ কাজ সাধিবে, সাধ্য নহে যার-তার।

অতএব কেহ যদি মুরিদের মত মুরিদ হইতে চায়, তবে সে যেন খুব ভাল রকমে জানিয়া-চিনিয়া একজন উপযুক্ত পীর ধরিয়া তাঁহাকে আপনার শরীর মন-প্রাণ,—যথাসর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিতে একটুকুও এদিক ওদিক না করে। তিনি যাহা করিতে বা ভাবিতে বলেন, তাহাই করিবে, তাহাই ভাবিবে। তাঁহার কথায় 'কেন' 'কি জন্য' কখনও কহিবে না। পীরের আদেশ ও উপদেশের স্থলে নিজের একটা আলাদা ইচ্ছা ও মতলবের কোনই স্থান রাখিবে না। অবোধ শিশু যেমন পিতামাতার কথা বিনা তর্কে বিনা ভাবা-

চিন্তায় নির্ভুল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, মুরিদও তেমনি মোর্শেদের নিকটে আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞান ও নিতান্ত স্নেহের বলিয়া জানিবে—তাঁহার কোন কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ আসিতে দিবে না। গোছল-দেওয়াইয়াগণের হাতে মোর্দার যে অবস্থা, পীরের অধিকারে মুরিদেরও সেই অবস্থা বলিয়া মনে করিবে। পীরের এতদূর তাবেদার হইতে হইবে যে, তিনি যদি আদেশ করেন তবে ধন, প্রাণ, দিন-দুনিয়া সমুদয়ই উড়াইয়া দিবে।

ব-মায় ছাজ্জাদা রঙ্গি কুন্ গরৎ পীরে
মোগাঁ গোয়েদ,
কে ছালেক বেখবর নাব্ওয়াদ জো রাহো
রছ্মে মঞ্জেলহা।

অর্থ—উপযুক্ত কামেল পীর যদি জায়-নামাজ শারাব দিয়া রঙাইতে বলেন, তাহাও করিবে। কারণ তিনি পথের সকল ঘাটের আইন-কানুন বেশ জানেন।

শেখ আবুআলি ফারমদি রহমতুল্লাহ আলায়হে বলিয়াছেন,—"আমি এক সময় আমার পীর হজরত শেখ আবুলকাছেম গোর্গানি রহমতুল্লাহ্ আলায়হের খেদমতে আরজ করিয়াছিলাম, "হুজুর, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আপনি যেন আমাকে কি কি কহিলেন, আর তাহাতে আমি কহিলাম 'কেন ?'।" হজরত আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"তোমার অন্তরে যদি 'কেন, কি জন্য' না থাকিত,

তবে স্বপ্নেও তোমার মুখে **'কেন'** কথাটী আসিত না। 'কেন, কি জন্য লইয়া মুরিদি ঠিক হয় না।" স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এই সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন,—

"আছা আন্ তাক্‌রাহু শায়আন্ ওয়া হুয়া খায়রুল্ লাকুম্ ওয়া আছা আন তোহেব্বু শায়আন্ ওয়া হুয়া শারেল্লাকুম্ ওয়াল্লাহো ইয়া'লামো ওয়া আন্তুম্ লা তা'লামুন।"

তাই বলি, যে মুরিদের সুখের কপাল হাতে আসিয়াছে, সে-ই প্রকৃত পীরের সাক্ষাৎ পায় ও তাঁহার খেদমতে জান মাল দিন-দুনিয়া সমস্তই সোপর্দ্দ করিয়া দেয়। তাহার পথে কোন কণ্টক নাই,—সব মঙ্গলই মঙ্গল। যাহার কপাল ভাঙ্গা, সে প্রকৃত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পায় না; পাইলেও তাঁহার প্রতি তাহার আন্তরিক ভক্তি জন্মে না, তাহার সমুদয় পথে কাঁটা। কারণ,—

"আছ ছাইদো মন্ ছাআদা ফি বৎনে উম্মেহি আশ্‌শাকিও মন্ শকা ফি বৎনে উম্মেহি।"

যে সুকপালি, সে মায়ের পেটেই সুকপালি, আর যে পোড়াকপালি সে মায়ের পেটেই পোড়াকপালি। এখন কি করিবে? নিরাশ হইও না, আশার দুয়ারে দাঁড়াইয়া দুঃখ-মেহনৎ করিতেই থাক, ভয়ে-তরাসে কাঁপিতেই থাক! ভ্রাতঃ! পাপই বল, আর পুণ্যই বল— এবাদৎ ই বল, আর গোনা-ই বল, উভয়েরই মধ্যে মঙ্গলও আছে, অমঙ্গলও আছে। অনেক এবাদৎ এমনও আছে

যে, তদ্দ্বারা বান্দা খোদা হইতে দূর হইয়া পড়ে এবং বহু গোনাহ্ এমনও আছে যে, তা করিয়া বান্দা খোদার নিকট হইয়া যায়! হজরত এমাম জা'ফর ছাদেক রযিআল্লাহো আন্হুকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর! কোন্ পাপ মানুষকে খোদার নিকট করে ও কোন্ পুণ্য মানুষকে খোদা হইতে দূরে ফেলে?" হুজুর পাক জবানে আদেশ করিলেন, "যে এবাদৎ করিবার আগে ভয় হয় না ও পরে অহঙ্কার আইসে, সে এবাদৎ বান্দাকে খোদা হইতে দূরে ফেলিয়া দেয় এবং যে গোনাহ্ করিবার আগে ভয় হয় ও পরে মন কাঁদিয়া উঠে, সে গোনাহ্ করিয়া বান্দা খোদার নিকট হয়।" বোজর্গান কহিয়াছেন—"বান্দার কাকুতি মিনতি যতই সামান্য হউক না কেন, তাহাই বড় বড় পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারা)। ইবলিছ অহঙ্কার ও ধৃষ্টতার সহিত কহিল, "খোদা! আমি তোমার এবাদৎ করিয়াছি।" খোদা কহিলেন, "ধিক তোমাকে!" হজরত আদম আলায়হেছ ছালাম কাঁদিয়া কহিলেন, "খোদা! অপরাধ করিয়াছি!"

দয়ার সাগর উথলিয়া উঠিল। কহিলেন—"ভয় নাই, মাফ করিলাম।"

তরিকতের আর্কান

হদিছ শরিফে আসিয়াছে,—"লা ইয়াজালুল্ আব্দো-ইয়াৎকারারবো এলাইয়া বেন্নওয়াফেলে হাত্তা ওহেব্বোহু ফাএজা আহ্‌বাব্‌তোহু কুন্তো লাহু ছাম্‌আওঁ ওয়া বছরাওঁ ওয়া ইয়াদাওঁ ওয়া লেছানাওঁ"......আল্‌হদিছ।

খোদা বলেন, "আমার বান্দা বরাবর নফল এবাদৎ করিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে; শেষে আমি তাহাকে ভালবাসি। যখন তাহাকে ভালবাসি, তখন আমি তাহার কাণ হই—সে আমাকে দিয়া শুনে; আমি তাহার চক্ষু হই—সে আমাকে দিয়া দেখে; আমি তাহার হাত হই—সে আমাকে দিয়া ধরে, আমি তাহার মুখ হই—সে আমাকে দিয়া কথা কয়—ইত্যাদি।"

ভ্রাতঃ! স্নেহময়ী জননী যেমন আপন শিশু ছেলের মমতা করেন, সর্ব্বদা চোখে-চোখে রাখেন, যেন তাহার কোন আপদ না হয়, জলে বা আগুনে পড়িয়া মারা না যায়, দয়াময় আল্লাহ্ তাআলাও তেমনি তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের বিশেষ খবর করিয়া থাকেন। কিসে তাঁহার ভাল হয়, না চাহিতেই তাহার উপায় করিয়া দেন। তিনি যেমন খোদা ভিন্ন আর কিছু দেখেন না,—কাহারও আশা করেন না, খোদাও তেমনি তাঁহার সকল বিপদে সহায় থাকেন। তাঁহার সমুদয় কাজ আপনা-আপনি হইয়া যায়, তাঁহার সমস্ত বিপদ আপনা

আপনি দূরে পলায়ন করে। মনের বাঞ্ছা সফল হইবার পক্ষে তিনি সকলের কেবলা-স্বরূপ হইয়া উঠেন,—সকলেই মনে করে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও নেকনজর থাকিলে একালে সেকালে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। তাঁহাদের পায়ের ধুলা সকলের চক্ষের ছোর্মা। যেখানে তাঁহারা পা রাখেন, সেখানে মাথা রাখিতে পারিলে, লোকে মনে করে, জীবন সার্থক হইল।

এক সময়ে বস্রা নগরে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। শহরের লোকজন বৃষ্টির জন্য বাহির হইয়া অনেক কাঁদিল, বহু মাথা কুটিল—কোনই ফল হইল না, বৃষ্টি নামিল না। দূর হইতে এক ব্যক্তি দেখিলেন, ময়দানে বহুলোক সারি সারি হাত তুলিয়া বৃষ্টির জন্য মোনাজাত করিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে। তাঁহার দয়া হইল। তিনি তখন হাত উঠাইয়া খোদার কাছে মোনাজাত করিলেন, "দয়াময়! আমার চক্ষে যে একটীমাত্র গুণ আছে, আমি তাহারি দোহাই দিয়া তোমার কাছে মিনতি করি, ইহাদের মোনাজাত কবুল কর।"

অমনি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একজন তাহার এই কথা কয়টী শুনিতে পাইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো শেখ! আপনার চক্ষে এমন কি গুণ আছে যে, তাহার দোহাই দিবার সঙ্গে সঙ্গে খোদা আমাদের উপর দয়া করিলেন?" কহিলেন,—"এ চক্ষু আমার হজরত বা-এজিদ বোস্তামী আল্লায়হের্‌হ্‌মতকে দেখিয়াছে। জান না কি তাঁহাদের

পায়ের ধুলি লোকের চক্ষের অঞ্জন, তাঁহাদের মুখের বাণী যেন বসন্তের বৃষ্টি, --সব জীবনই জীবন।" নবীন মেঘের বৃষ্টি পাইলে যেমন মরা জমি বাঁচিয়া উঠে, কাঁটার কানন ফুলের বাগান হয়, তেমনি ইঁহাদের পবিত্র মুখ হইতে যে কথাটী বাহির হয়, তাহা শুনিলে মানুষের মোর্দা-দেল জেন্দা হইয়া উঠে, পাপীর নীরস অন্তরেও ভক্তি ও প্রেমের ফোয়ারা ছুটে। তাঁহাদের দয়া ও স্নেহের দুয়ার সকলের জন্যই খোলা। তাঁহারা দেখেন, কে কোন্ দুঃখে পড়িয়া আছে ; কিন্তু দেখেন না, তাঁহাদের প্রতি কে কি অত্যাচার করে ! শত্রুকেও তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করেন—অপকারের বদলে উপকার করেন। তাঁহাদের পুণ্যের আলো সূর্য্যের মত—ভাল-মন্দ সকলের উপর সমানভাবে পড়ে। ছাখাওয়াৎ বা দান তাঁহাদের নদীর তুল্য—ভাল-মন্দ, শত্রু-মিত্র সকলেরই পিপাসা নিবারণ করে—জাতি ধর্ম্ম, ছোট-বড় কিছুরই বাদ-বিচার রাখে না। বিনয়ে নম্রতায় ইঁহারা মাটির মত। চাহেন, সকলে আমাদের উপর পা রাখুক—আমরা যেন কাহারও উপর পা না রাখি। ফলকথা ইঁহারা সকলেই দয়া ও করুণার, প্রেম ও ভক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। যাহারা এরূপ নহে, জানিও, তাহারা এখনও তরিকতের পথে এক পা-ও ফেলিতে পারে নাই। যাহারা পেটের ফিকিরে ও মান-ইজ্জতের তল্লাসে ফিরে, তাহাদের কথা-কাজ-খেয়াল সব অজিনিস। এ পথের খোঁজ-খবর তাহাদের মিলিবে না। পরকে এক মুঠো ভাত

খাওয়াইবে, এক টুক্‌রো কাপড় দিবে, এ সাহস তাহাদের অন্তরে নাই, অথচ চায়, সকলেই তাহাদের গোলামী করুক, সকলেই তাহাদের সুনাম গাউক, লোকে গরীব ভাবিবে, ছোট লোক মনে করিবে, এই ভয়ে তাহারা যেমন-তেমন পোষাকে হাটে-বাজারে লোকের মাঝে যাইতে পারে না। যাঁহারা আহ্‌লে নজর—যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু আছে, তাঁহারা এমন স্বভাবের লোককে খোদ্‌পরস্ত্‌ বা আপন-পূজক কহিয়াছেন—হক্‌পরস্ত্‌ বা খোদার উপাসক বলেন নাই। আবার কতজন সাধুর বেশে, ফকিরের সাজে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—আশা, লোকে যেন তাহাকে খোদার খাসবান্দা বলিয়া সম্মান করে। এমন লোক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের মত। সারাদিন সাজগোজ করে, যেন লোকে তাহাকে দেখিয়া ভুলে। এই মর্ম্মে কেহ কি সুন্দর গাহিয়াছেন—

অভিপ্রায়, লোকে যেন সাধু কয়।
নিয়েছি সাধুর সাজ, ভুলেও করি না সে কাজ
চোরের নৌকায় সাধুর নিশান উড়া'য়ে
করেছি জয়।

তছবি-খের্কা ধারণ করি, মনে মনে চিন্তা করি
লোকে যেন ডে'কে বলে, "আসুন, সাধু মহাশয়!"
"ইয়া বেরও হমচুঁ জনাঁ রঙ্গে ও বুয়ে পেশগীর
ইয়া নাচুঁ মর্দাঁ দরায় ও গোএ দর ময়দাঁ ফেজন্‌"

হয়, রং লাগাইয়া গন্ধ মাখিয়া
রমণীর সাজে সাজিয়া রও ;
নয়, বীরের মতন কর রণজয়,
পুরুষের মত পুরুষ হও।

যিনি পুরুষ, তিনি শরীরের সকল অঙ্গ দিয়াই কথা কহেন। যাহা বলেন, তাহাই দেখেন, তাহাই শুনেন, তাহাই করেন এবং তাহারি তল্লাসে ঘুরিয়া বেড়ান। জবান তাঁহার দেলের সাহায্যকারী। যাহা অন্তরে আছে, তাহাই বলেন,—যাহা অন্তরে নাই, তাহা বলেন না। লজ্জার (হায়ার) * তল্ওয়ারে তাঁহার জবান (জিহ্বা) কাটা গিয়াছে। খোদার বিষয়ে কিছু বলিতে চাহিলে তাঁহাদের অন্তরে অতীতের কথা জাগিয়া উঠে। হজরাৎ পয়গম্বর ও অলিআল্লাহ্‌গণের কথা মনে পড়ে। বলেন, এমন মুখে তাঁহাদের গুণগান হইতে পারে না ; কাজেই বোবা হইয়া রহেন। লোকে বলে, যে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার দিশা রাখিতে পারে, সে-ই বাড়ী ছাড়ুক—যেন দরকার হইলে ফিরিয়া আসিতে পারে। নতুবা পথ হারাইয়া গন্তব্য স্থানেও যাইতে পারিবে না, বাড়ীও ফিরিতে পারিবে না—মাঝখানে অঘাটের মরা হইতে হইবে।

* নিতান্ত ভয় ও ভক্তির খাতিরে খুব বড়র সম্মুখে খুব ছোটর যে জড়সড় লজ্জার ভাব, তাহাকে 'হায়া' বলে। এ অবস্থায় লোকে কহিবার কথাও কহিতে পারে না।

যাঁহারা এইরূপ আগাগোড়ার খবর পাইয়াছেন, যাঁহাদের অন্তর ভয়ে ভক্তিতে জড়সড় হইয়াছে, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, প্রেমের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারাই ছুফি হইবার যোগ্য—খোদার মুরিদ হওয়া তাঁহাদিগকেই শোভা পায়। পূর্ব্বকালের অলিআল্লাহ্ মহাপুরুষগণ এইরূপে বলিতে ও চলিতে জানিতেন। আর একালে যাহারা বলিতেছে ও চলিতেছে, সব ভুলই-ভুল ও পাপই-পাপ হইতেছে। কি করিবে, তাহারা যে অন্ধ! অন্ধ যেমন পথ দেখিতে পায় না বলিয়া এদিকে-ওদিকে লাঠী হাতরাইয়া চলে; ইহারাও তেমনি বুঝের পথ পায় নাই বলিয়া, জ্ঞানের চক্ষু ফুটে নাই বলিয়া, জবানের লাঠী একবার এদিকে মারে, একবার ওদিকে মারে, কি বলিতে কি বলে, কি করিতে কি করে। অবশ্য এমন কথা আলেমগণের সম্বন্ধে বলা চলে না। কারণ, তাঁহারা ত ঘর হইতে কিছু বলেন না; কোর্আন ও হাদিছে খোদা ও রছুল যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই উচ্চারণ করেন মাত্র। যাহারা এলেম শিখে নাই বা বহুকাল উপযুক্ত কামেল মোর্শেদের খেদমত করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা পায় নাই, অথচ ছুফির ঢং ধরিয়া যাহা-তাহা বকিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলা হইল। মোটকথা, এ পথে চলা শুধু মুখের কথা নয়; মন মজাইয়া, প্রাণ পোড়াইয়া এ পথে চলিতে হয়। জান না কি, যাঁহাদের অন্তর জীবিত হইয়াছে, তাঁহাদের কোফরও খাঁটি

ঈমানের মধ্যে গণ্য। খোদার নাম লয়, এমন বহুলোক দোজখে জ্বলিবে ; কিন্তু খোদাকে চিনে এরূপ একজনকেও দোজখের আঁচ লাগিবে না। মুখ দিয়া অথবা শুধু শরিয়তের আহ্কাম, আওয়ামের ও নওয়াহি বলিতে পারি, ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে পারি, বলিতে পারি, ইহা করা যায় ও উহা করা যায় না, এ কাজ এইরূপে করিতে হয়, ও কথা এইভাবে বলিতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু খোদার কথা কহিবার সময়, প্রেমের তত্ত্ব বলিবার সময় জবানের আর দখল থাকে না, অন্ধ, বধির, বোবা হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে সে মর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়—ভাষা বেচারী সেখানে বে-চারাই হইয়া পড়ে! "মন্ আহাব্বা শায়আন্ আকছারা জেক্রোহু" 'যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার খুব নাম করে'—ইহা সত্য বটে ; কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে প্রেমের আরম্ভকালে। যখন প্রেম পাকিয়া উঠে, তখন আর আলাপ থাকে না—মুখ বন্ধ হইয়া যায়, হোশ উড়িয়া পলায়। তখন বলা হয় "আব্আঁদোহুম্ আনেল্লাহে আকছরোহুম জেক্-রুল্লাহে।" যে খোদা হইতে যত অধিক দূর, সে তাঁহার জেকের তত অধিক করিয়া থাকে। ভ্রাতঃ! যাঁহার ঈমান পরিপক্ক হইয়াছে, যাঁহার কাজে-কর্ম্মে, দেখায়, শুনায়, কথায়, চিন্তায় কোথায়ও শের্কের বা দুই-দেখার গন্ধ নাই, তিনিই খোদার প্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার শরীর-মন-ইন্দ্রিয়

তাঁহাকে ভক্তি করে এবং খোদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন।

ভ্রাতঃ! মাথায় সৌভাগ্যের মুকুট না থাকিলেও অন্তরে নিরাশার দাগ রাখা শর্ত্ত নহে। স্বয়ং পবিত্র কোর্‌আন-মজিদ ফতোয়া (ব্যবস্থা) দিয়াছেন—"লা ইয়োকাল্লেফোল্লাহো নফ্‌ছান্ ইল্লা ওছ্‌আহা।" আল্লাহ্ কাহাকেও শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। যাহার যতটুকু জ্ঞান, যে পরিমাণ ভক্তি, সে ততটুকুরই আলোচনা রাখিবে, সেই পরিমাণেই এবাদৎ করিবে। অযোগ্য বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিবে না।

যে শক্তির অতিরিক্ত কাজ করিতে যায়, যাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহা বুঝিতে চায়, অথবা না বুঝিয়াও 'বুঝিয়াছি' বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করে, সে-ও হতভাগা; আর যে, নিজের যা শক্তি আছে, তাহাও বেকার রাখিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া থাকে, সে-ও হতভাগা। এ পথে চলিবার শক্তি ও সম্বল যদি তোমার মোটেও না থাকে, তবুও আশা ছাড়িও না। অন্তর হইতে কাঁদিতে না পারিলেও মিথ্যা রোদনের সুরে চীৎকার পাড়িয়া বল,—"আমি নিজগুণে অপুছ হইলেও দয়াময়ের দয়ার কাছে আমার মূল্য আছে। আমি জানি না, বুঝি না, তিনি আমাকে সকল কথা শিখাইয়া দিবেন। আমার সম্বল নাই, তিনি আমায় বিনাসম্বলে পার করিবেন। কেহই যদি আমাকে না কিনে, খোদা নিশ্চয়ই আমায়

কিনিবেন। যতই অপরাধী হই না কেন, যতই মূর্খ অজ্ঞান হই না কেন, আমি তাহার আশা ছাড়িব না। এ দুয়ার ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? সে ছাড়া যে আমার আর কেহই নাই!''

খোদা বলেন, "তুমি পাপের পথে রহিয়া যদি বৃদ্ধকালেও আমার দুয়ারে ফিরিয়া আইস, তবে তোমার খেদমতের জন্য সমুদয় জগৎ সাজাইয়া দিব। আর যৌবনে যদি তুমি আমার কথা মান, তবে জগতের বাহিরে মলকুৎ-মুল্লুকে তোমার মান-সম্মান বাড়াইয়া দিব। তোমার উপর আমি যেমন আমর ও নিহির—আদেশ ও নিষেধের বোঝা চাপাইয়াছি, তেমনি তোমার বিচারের জন্যও দয়ার দুয়ার খুলিয়া রাখিয়াছি। আমার দুয়ারে আসিলে আমি কাহারো দুষ্টামি বদ্‌মাইসির কথা মনে রাখি না।"

যে সকল কথা শুনিলে, এ সব তিনি আমাদের প্রতি তাঁহার দয়ার দায়ীত্ব শোধ দিবার জন্যই করিবেন। আমাদের প্রতি তাঁহার দয়ার একটা শেষ আছে, তাহা কখনই হইতে পারে না। যদি তিনি জগতের সমুদয় পাপী ও পাষণ্ডজনকে কাফের ও মোশরেককে—এমন কি সমস্ত শয়তানকে, যাহার উপরে আর নাই—সেই উপরের উপরে ইল্লিন জগতে অনন্ত কালের রাজত্বও দান করেন, তথাপি তাঁহার দয়া করা ফুরাইবে না—আমরা তাঁহার কাছে যে পরিমাণ দয়া পাইতে পারি, তাহার শোধ কখনই হইবে না।

শরিয়ৎ ও তরিকৎ

আল্লাহ্ তাআলার সহায়তায় পয়গম্বরগণ মানব জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্মপথ রচনা করিয়াছেন, তাহাকে শরিয়ৎ বলে। শরিয়ৎকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে; এক ভাগের নাম তওহিদ, আর এক ভাগের নাম উবুদ্দিয়ৎ।

হজরত আদম আলায়হেছ্ ছালাম হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের রছুল ও আমাদের প্রভু হজরৎ মোহম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম্ পর্য্যন্ত সকল পয়গম্বরের তওহিদ একই ছিল। সকলেই কহিয়াছেন, "এলাহোকুম্ এলাহোঁও-ওয়াহেদ" তোমাদের উপাস্য—মা'বুদ একই খোদা। সকলেই উপদেশ দিয়াছেন, "ফাত্তাকুল্লাহা ওয়া আতিউন"—তোমরা খোদাকে ভয় কর ও তাঁহার আদেশ পালন কর। বরং সকল নবি ও রছুলের একই মা'বুদ, একই এছলাম, একই দিন, একই মেল্লৎ ছিল। ধর্ম্মের মূল বিষয় সমূহের মধ্যে অথবা সৃষ্টি ও পরকালের সংবাদ সম্বন্ধে সকলেরই এক মত ছিল। কারণ তাঁহারা নিজের জ্ঞানে, চিন্তা বা অনুমান করিয়া কোন কথা বলেন নাই। যাহা বলিয়াছেন, সবই জিব্রাইল আলায়-হেছ-ছালামের মারফৎ খোদার কাছে জানিয়া ও শুনিয়াই বলিয়াছেন, প্রভেদ যাহা ছিল, তাহা শুধু ভাষা ও ধর্ম্মকর্ম্মের প্রণালী-পদ্ধতির মধ্যে অর্থাৎ উবুদিয়ৎ সম্বন্ধে। কারণ, ইঁহারা মানুষের চিকিৎসক তুল্য। কাজেই তাঁহারা আল্লাহ্ তাআলার

আদেশ ও ইঙ্গিত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেই সেই যুগের লোক সকলের ক্ষমতা ও সুবিধামত শরিয়তের আইন-কানুনের মধ্যে অদল-বদল ও কাট-ছাট করিয়া গিয়াছেন।

পয়গম্বরগণের, ভিতরের ও বাহিরের কাণে, খোদার বাক্য গ্রহণ করাকে **ওহি বা প্রত্যাদেশ** বলে। ওহি সমূহের মর্ম্ম অনুযায়ী মানুষকে খোদার পথে ডাকিয়া আনাকে **দা'ওৎ** কহে। যাহারা নবিগণের দা'ওৎ ভক্তি ও ভয়ের সহিত শুনে ও মানে, তাহাদিগকে **উম্মৎ** বলে। ওহি সমুদয়ের মধ্যে যে সকল আমর ও নিহি অর্থাৎ আদেশ ও নিষেধ থাকে, তাহার মূল-ডাল সর্ব্বসমেতকে শরিয়ৎ বলা হয়। শরিয়তের পথে চলিয়া যাওয়াকে **তাআৎ বা এবাদৎ** বলা হয়। ঐ সমুদয় ঘাড় পাতিয়া লওয়াকে **এছ্‌লাম** বলে। সকল সময়ে বরাবর এই পথে যাবতীয় কর্ত্তব্যে স্থির হইয়া থাকাকে '**দিন**' বলে। শরিয়ৎ যেন একটী প্রশস্ত রাজপথ এবং তাহা বহু ডাল-পালায় ভাগ হইয়া গিয়াছে;—যথা নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, "ছাতাফ্‌তারেকা উম্মতি আলা ছালাছা ওয়া ছব্‌ইনা ফের্কাতেন্, কুল্লাহা হালেকাতুন্ ইল্লা ওয়াহেদাঃ—ফইন্নাহা নাজিয়াঃ।"

অর্থ—শীঘ্রই আমার উম্মৎগণ ৭৩ তিয়াত্তর দলে ভাগ হইয়া যাইবে। তাহাদের একদল ভিন্ন সকল দলই ধ্বংস পাইবে এবং ঐ একদলই মাত্র মুক্তি পাইবে।

হালাল, হারাম, পাক, নাপাক, অজু, গোছল, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি এবাদতের এবং খরিদ-বিক্রী, নেকাহ্, তালাক, সম্পত্তির বাঁটওয়ারা, জেহাদ, যুদ্ধ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি মোআমেলার রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও সীমানা-সরহদ্দের মোট নাম শরিয়ৎ এবং ঐ সকল কানুনের বিজ্ঞান ও বিশেষ অর্থ খুব তলাইয়া বুঝিয়া, চরিত্রের সংশোধন করিয়া, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি মনের ময়লা দূর করিয়া, বাহিরের সহিত অন্তরের যোগ রাখিয়া অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে শরিয়ৎ প্রতিপালনের জন্য যে সকল কঠিন ও কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, তাহার নাম **তরিকৎ**। বাহিরের পবিত্রতা ও সাজগোজের জন্য শরিয়তের ও অন্তরকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করার জন্য তরিকতের প্রয়োজন। যথা,—নামাজের জন্য কাপড় ছাফ করা শরিয়ৎ, আর অন্তর হইতে পশু ও শয়তানের স্বভাব দূর করা তরিকৎ। নামাজের আগে অজু করা শরিয়ৎ, সর্ব্বদা অজুর সঙ্গে থাকা তরিকৎ। নামাজের সময়ে মুখ কেবলার দিকে করা শরিয়ৎ, দেলের মুখ খোদার দিকে করা তরিকৎ। বাহিরের চোখ-কাণ দিয়া যে সকল ভাল-মন্দের বিচার করিয়া চলিতে হয়, তাহা শরিয়ৎ এবং অন্তরের চোখ-কাণ দিয়া যে সকল হিতাহিত জ্ঞান ঠিক রাখিতে হয়, তাহা তরিকৎ।

যদিও পয়গম্বর আলায়হেছ ছালামগণ, নিজে যাহা করিয়াছেন, উম্মৎগণকে তাহাই করিতে আদেশ করিয়াছেন তথাপি

সর্ব্বসাধারণের সুবিধা ও আরামের খাতিরে এমন অনেক বড় বড় কঠোর সাধনা নিজে বহন করিয়াছেন অথচ তাহা উম্মৎ-গণের জন্য রেহাই করিয়াছেন,—চাহে করে, চাহে না করে। করিলে মহাপুণ্য, না করিলে জবাবদিহি নাই। যেমন তাহাজ্জোদের নামাজ পড়া, ছদকার জিনিস গ্রহণ না করা, পেট ভরিয়া না খাওয়া, সংসারের প্রতি বিরাগী হওয়া, কমের কম যতটুকু না হইলে জীবন চলে না, শুধু ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট রহিয়া দুনিয়ার সকল সুখের আশা ও লালসা পরিত্যাগ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আম্বিয়া আলায়হিমুছ ছালাম, উম্মৎগণের শরীর ও মনের দুর্ব্বলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদের ঘাড়ে কমের ভাগে যে পরিমাণ এছলামের ভার রাখিয়াছেন, তাহা শরিয়ৎ এবং যে সকল অতিরিক্ত এবাদৎ ও কঠোর সাধনা নিজেদের জন্য খাস রাখিয়াছেন, তাহা তরিকৎ।

যাহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া বড় আশায় ঐ সকল খাস এবাদৎ ও কঠোর পরিশ্রম করিবে, তাহারা সাধারণের শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া খাছ এবং খাছানে খাছ মহাপুরুষগণের দলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে।

হজরাৎ নবিগণ যে সকল কঠিন বিষয় নিজেদের জন্য খাস রাখিয়াছেন, তাহারও দুইটি ভাগ আছে—এক ভাগ এত কঠিন যে, তাহা শুধু পবিত্রপ্রাণ নবিগণ ভিন্ন আর কাহারও সাধন করিবার ক্ষমতা নাই। যথা—বিনা এফ্‌তারে লাগালাগি দুই

দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন বা তাহারও অধিক কাল রোজা রাখা। পবিত্র কোরআন্ শরিফেই ইহার ইশারা আছে। যথা ঃ—

"খালেছাতাল্লাকা মিন্দুনিল্ মু'মেনিন।" (মু'মেনগণকে বাদ দিয়া খাস তোমাদেরই জন্য)

আর এক ভাগ এমন যে, তাহা মু'মেনগণও সাধন করিতে পারে। এই ভাগের ছুন্নৎ সকল পালন করিয়া মু'মেনগণ তরিকতের পথে চলিয়া ছোট হইতে বড়র এবং বড়'র বড়'র মর্ত্তবা লাভ করে। শরিয়তের মধ্যে রেহাই আছে; কিন্তু তরিকতে রেহাইর কথা নাই; কারণ, রেহাই রেয়াএৎ দুর্ব্বলের জন্য—ছোট মনের জন্য।

যে সকল বিষয় মোবাহ্ অর্থাৎ যাহাতে লাভও নাই, লোকসানও নাই, তেমন কিছু ভোগ করিতে শরিয়ৎ নিষেধ করে না, তরিকৎ নিষেধ করে। মোবাহ্ জিনিসের ব্যবহার ত দূরের কথা, তরিকতে হালাল জিনিসের বাড়াবাড়িও নিষেধ আছে। তরিকৎ বলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে হালাল বস্তুও পরিত্যাগ কর।

আরাম ও আনন্দের দুয়ার শরিয়তে খোলা, তরিকতে বন্ধ। মানুষের মধ্যে এক জানোয়ার আছে, তাহার নাম নফ্ছে আম্মারা, সে চায় দিনরাত খুব খাই, ঘুমাই, আর বিবি লইয়া আনন্দ করি। সেই নাচুনি বুড়ীকে নাতিনের বিয়ে দেওয়া ঠিক নহে। দিলে বেড়া ভাঙিয়া ফেলিবে অর্থাৎ

যদি নফ্‌ছে আম্মারাকে মোবাহ্‌ এবং হালাল বিষয় বেশী পরিমাণে ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তবে সে নিশ্চয়ই বল পাইয়া বেআড়া হইয়া উঠিবে—লাগাম ঢিল পাইয়া, হালাল ছাড়িয়া হারামের দিকেও মুখ বাড়াইবে।

যে ব্যক্তি শরিয়ৎ বাদ দিয়া তরিকৎ সাধন করিতে চায়, তাহার অবস্থা এই যে, সে যেন সিঁড়ি নষ্ট করিয়া দেয়াল ধরিয়া দালানের উপর উঠিতে চায়। ফল কি হইবে—বহুকালের চেষ্টায় যতটুকু উঠিবে, পলকের মধ্যে তার অধিক নীচে পড়িয়া যাইবে। অথবা তাহার তুলনা এমন একজনের সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে, যে হজ করিতে চায়; কিন্তু মক্কাশরিফের দিকে না চলিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে থাকে! ফলে এই হইবে, যতই চলিবে, ততই হজ্জের স্থান হইতে দূর হইয়া পড়িবে। যে কোন কাজ ধর, তাহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়মের কোন একটী বাদ দিলে কাজটী কোনকালেই সিদ্ধ হইবে না। শরিয়তও তেমনি তরিকৎ সাধন করিবার পক্ষে এমন কতকগুলি বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন যে, তাহার চুলমাত্র বাদ দিলেও তরিকৎ সিদ্ধ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। জেকের কর, ফেকের কর, হা কর, হু কর, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া রও, অনাহারে অনিদ্রায় শুকাইয়া মর, শরিয়ৎ পালন না করিলে, দয়াময় নবি-রছুলগণের পদে পদে মাথা না রাখিলে কখনই ঘাটের দেখা পাইবে না।

"খেলাফে পয়ম্বর কছে রহ্-গোজিদ
কে হর্গেজ ব-মঞ্জেল নাখাহদ রছিদ্"

যে ব্যক্তি নবিগণের উল্টা চাল চালিবে, সে কখনই মঞ্জিলে পৌঁছিতে পারিবে না। যে জন সাধ্যমত শরিয়তের সকল কাজ করিতে পারিল, জানিতে হইবে, সে তরিকতের পথে মহাপুরুষগণের সঙ্গী হইল।

ভ্রাতঃ! তুমি তো এখন শরিয়ৎ ও তরিকৎ বেশ বুঝিতে পারিলে। অতএব চল, মহাজনগণ যে পথে চলিয়া গিয়াছেন, সেই পথে লেংড়া ও নুলোর মত চলিতেই থাক। যদিও তুমি সকলের হীন, যদিও তোমার ছেঁড়া ঝুলিতে একটী কাণা কড়িও নাই, তথাপি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, কাঙ্গালের সহায় সেই দাতা ও দয়াময়ের দরবারে দরখাস্ত করিতে ছাড়িও না, ফরিয়াদ ও দুঃখের নিবেদন জানাইতে ভুলিও না।

বল, হে দয়াল দীনবন্ধু! তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না, শুধু এই চাই, যতদিন বাঁচিয়া আছি, যেন তোমারি প্রিয়পাত্র হইয়া রহি। যেদিন মরিব, যেন তোমারি ভালবাসা পাইয়া, তোমারি সুন্দর হাসিমুখখানি দেখিয়া মরিতে পাই। যেদিন উঠিব, যেন তোমারি প্রিয়জনের কুকুরের পায়ের তলায় আমার স্থান হয়।"

জানিও, তাঁহার অপার অনুগ্রহের ভাণ্ডারে তাঁহার করুণার যে পরশ পাতর আছে, যদি মোশ্রেক কাফেরগণও তাহার ছোঁয়া পায়, তবে মোশ্রেকের শের্ক্ ও কাফেরের

কোফর উভয়ই নিখুঁৎ খাঁটি তওহিদে পরিণত হইবে। সেই গাএবের কলসে মরাকে বাঁচাইবার যে 'আবে-হায়াত' আছে, তাহার এক বিন্দুও যদি সকলের মুখে ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তবে সারা দুনিয়ায় একজন দুষ্ট বদমায়েশও দেখিতে পাইতে না। সে-যে তোমাকে ভালবাসে ও দয়া করে, সেটী তাঁহার স্বভাব। ধূলিময় তোমার শরীর, পাপময় তোমার অন্তর, এ দিকে যদি তাঁহার নজর থাকিত, তবে যেটুকু পাইয়াছ, তাহাও তিনি কাড়িয়া লইতেন। যদি তোমার প্রত্যেক চুলের আগায় একজন করিয়া আজাজিল (শয়তান), প্রত্যেক অঙ্গে একজন করিয়া ফেরাউন, প্রত্যেক আঁশে একজন করিয়া নমরুদ এবং তোমার চারিদিকে শুধু দোজখীই বাস করে, তথাপি সে যখন তোমাকে চায়, তখন কাহারও সহিত আর তোমার কোন সম্বন্ধ নাই!

তাহারৎ, পাকী, পবিত্রতা

প্রিয় মুরিদ! যদি ভাল হইতে চাও, একালে-সেকালে মান-ইজ্জতের আশা রাখ, তবে পাক হও, পবিত্র হও, ছাফায়ী হাছেল কর। যে পাক, যে পবিত্র, সকল জায়গায়, সকল জগতে সকলের কাছে তাহার কদর ও সম্মান আছে। একালে সেকালে যত রকমের সুখ ও সৌভাগ্য আছে, তাহা পাকী ও ছাফায়ী দ্বারাই হাছেল হইয়া থাকে। যে নাপাক, অপবিত্র,

মলিন, পয়গম্বর ও ছিদ্দিকগণের পথ হইতে সে তফাৎ—বহু তফাৎ। যাহার শরীর নাপাক, অন্তর অপবিত্র, সে এখানেও দূর দূর, সেখানেও দূর দূর! জান তো, "বোনিয়াল্‌-এছলামো আলা-ন্নাতাফাঃ" পবিত্রতার উপরেই এছলামের বুনিয়াদ পত্তন করা হইয়াছে। অতএব অপবিত্র হইও না—ময়লা মাখিয়া তোমার সুন্দর ছবিখানি নষ্ট করিও না। খোদা রাগ করিয়া বলিয়াছেন, "লা ইয়ামাছেছাহু ইল্লাল্‌ মোতাহ্‌হারুন" যাহারা খুব উজ্জ্বল ও পবিত্র,—যাহারা বাহিরে-ভিতরে খুব পরিষ্কার, তাহারা ভিন্ন আর কেহই কোর্‌-আন ছুঁইতে পারিবে না অর্থাৎ খোদার কালামের অর্থ কেহ বুঝিবে না; তাঁহার ও তাঁহার প্রেমের পরিচয় কেহ পাইবে না।

প্রথমে শরিয়তের বিধানমত পবিত্র জলের আয়োজন রাখ, খবরদার, পানি যেন নাপাক না হয়! দ্বিতীয়—সেই পবিত্র জলে গায়ের ও কাপড়ের ময়লা দূর কর। তৃতীয়—সদুপায়ে, সভ্য-ভাবে হালাল রুজি-রোজগার করিয়া পবিত্র খাও ও পবিত্র পরিধান কর। চতুর্থ—বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিবেচনার জোরে সংযমের লাগাম লাগাইয়া চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, সকল ইন্দ্রিয়ের মন্দচাল আটক রাখ। পঞ্চম—ঈমানের জ্ঞানে ও তওহিদের ধ্যানে সকলকে আপন ভাবিতে অভ্যাস করিয়া হিংসা-বিদ্বেষ অহঙ্কার-নিন্দা ইত্যাদি মনের ময়লা দূর করিয়া অন্তর পরিষ্কার কর। যখন অন্তর পরিষ্কার হইবে, তখন দেখিবে—পবিত্রতার শেষ নাই।

মুরিদ যখন প্রথম পবিত্রতা লাভ করিল, সে যেন ধর্ম্মের পথে এক পা বাড়াইল। যখন দ্বিতীয় পবিত্রতা লাভ করিল, দুই পা বাড়াইল। যখন তৃতীয় পবিত্রতা পাইল, তিন পা বাড়াইল। যখন চতুর্থ পবিত্রতা হাছেল করিল, চারি পা চলিল। যখন পঞ্চম পবিত্রতা লাভ করিল, পাঁচ পা চলিল। এইভাবে এই অবস্থায় তওবার হকিকৎ লাভ হইয়া থাকে। তখনই বলা যায়, মুরিদ ঠিক তওবা করিল, খাঁটি 'তাএব' হইল। ইহারই নাম গর্দেশ, পরিবর্ত্তন বা গমন অর্থাৎ ছিল নাপাক —অপবিত্র, হইল পাক—পবিত্র অথবা মূর্ত্তিপূজার মন্দির ছিল, মছজেদ হইল। ভূত ছিল, মানুষ হইল; মাটি ছিল, সোণা হইল; অন্ধকার রাত্রি ছিল, উজ্জ্বল দিন হইল। এই সময়েই মুরিদের অন্তরে ঈমানের সূর্য্য উদয় হয়, এছলামের জামাল (সৌন্দর্য্য) বিকাশ পায়। যে পথ মা'রেফতের গলিতে প্রবেশ করিয়াছে, এইখানেই তাহার আরম্ভ। এই ধরণের তাহারৎ না থাকিলে, আমরা যাহা করি সব-ই অভ্যাস ও আদতের মধ্যে গণ্য; সকলই তক্‌লিদ বা বাঁধাধরা রীতি বা পীরিতি;—করিতে বলে করি, বলিতে বলে বলি!

বন্ধু! যাহা লিখিলাম, বারবার পড়িও; কিন্তু এরূপ মনে করিও না যে, "তাহা হইলে বুঝি, এই যে দুনিয়াভরা লোকগুলি নামাজ পড়িতেছে, রোজা রাখিতেছে, ইহাদের কেহই মোছলমান নয়।" না—না, জাহের শরিয়তের আদেশে, ইহারা সকলেই মোছলমান, এ বিশ্বাস রাখিতেই

হইবে। যাহা বলা হইল, তাহার অর্থ এই যে, মুরিদের পবিত্রতা নানা রকমের। এক রকমের পবিত্রতা অন্তর হইতে বাহিরে আইসে, ইহা খোদার খাস্ অনুগ্রহ। এই তাহারতের আর একনাম কেফাএত। হজরাৎ নবি ও ছিদ্দিকগণ আল্লাহ তাআলার খাস্ অনুগ্রহে, বিনা মেহ্নতে তাহা মায়ের পেটেই লাভ করিয়াছেন। আর এক রকমের তাহারৎ বাহির হইতে ভিতরে যায় ও তাহা খুব পরিশ্রম সহকারে দীর্ঘকাল অভ্যাস করিয়া লাভ করিতে হয়। ইহাকেই বলে মোজাহেদা বা কৃচ্ছ্র সাধন। আলেমগণ এইরূপ মোজাহেদা করিয়াই বাহিরের তাহারৎ করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্তরের তাহারৎ লাভ করেন। কাপড় হইতে এই তাহারতের আরম্ভ হয়। মানে, কেহ যদি এই তাহারৎ লাভ করিতে চায়, তবে প্রথমে কাপড় পাক করিবে, তার পরে শরীর, তার পরে দেল্, তার পরে রুহ্।

বন্ধু! এই সব কথা খুব পড়িলাম, খুব বুঝিলাম। শুধু ইহাতে কোন ফল হইবে কি? উঠ, কাজ কর। এই সকল উপায় ধরিয়া যথাশক্তি মেহনৎ করিতে থাক। নিয়ম কর, দিনরাতের মধ্যে তিনবার অজু নূতন করিবে। একবার বেলা উঠিবার পর, একবার জোহরের নামাজের পর এবং একবার এশার নামাজের পর, শুইবার সময়। প্রত্যেক বারের অজুর পরেই কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া, তখন তখনই দুই রেকাত তাহিয়াতুল্-অজুর নামাজ পড়িয়া যথানিয়মে

যে দোয়া পড়িতে হয় পড়িবে ও জোমার রাত্রি এইভাবে জাগিয়া পোহাইবে—এশার নামাজ শেষ করিয়া অজু নূতন করিবে ও আগের নিয়মে দুই রেকাত নামাজ পড়িবে, পুনরায় অজু করিয়া ছালাতুৎ-তছবিহ্ পড়িবে। তারপর পুনরায় অজু করিয়া দুই রেকাত নামাজ ও দোয়া পড়িবে; এইরূপ পর পর ১০ বার, ১৫ বার, ২০ বার করিবে। যদি ২০ বার হয় তো অতি উত্তম; না পারিলে যেমন শক্তি তেমন ভক্তি। তার পর তাহাজ্জোদের নামাজ ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট অজিফা সমাধা করিয়া ফজরের আগে গোছল করিবে। এই নিয়মটী খুব যত্ন ও চেষ্টার সহিত পালন করিয়া যাইবে; খোদা তোমাকে সকল রকমের তাহারৎ দান করিবেন। তোমার বাহির ও ভিতর উভয়ই পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইতে থাকিবে। সকল সময় খোদাকে আপনার সঙ্গী বলিয়া জানিবে। যখন জানিলে খোদা তোমার সকল সময়ের সাথী, সর্ব্বদা ভয়-ভক্তি ও লজ্জা করিও। খোদার কোন প্রিয়জনকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, —"আপনি যে খোদাকে চিনেন,তাহার লক্ষণ কি?" কহিলেন, "এক সময়ও আমার অন্তরে অনুচিত চিন্তা আসিতে পারে না। যদি কখন আসে, তখনি আমার হৃদয়ে কে-যেন আমায় বলে,—"কি,—তুমি কি খোদা হইতে লজ্জা রাখ না? কোন কোন আস্‌মানি কেতাবে লিখিত আছে,—"খোদা বলেন, বান্দা আমার! তুমি যতক্ষণ সরমের বস্ত্র পরিয়া থাক, আমি তোমার সকল দোষ লোকের নিকটে গোপন রাখি এবং

যে সকল স্থানে তুমি পাপ করিয়াছ, সেই সকল স্থানকে তোমার পাপের কথা ভুলাইয়া দেই, যেন তাহারা কা'ল বিচারের দিন তোমার সেই পাপের সাক্ষ্য দিতে না পারে।

নিয়ৎ (উদ্দেশ্য)

জেকের, শোগল, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ফেৎরা কোরবানি, দান, খয়রাৎ ইত্যাদি যত প্রকারের আমল আছে, নিয়ৎ বা উদ্দেশ্য অনুসারে তাহার কদর হইয়া থাকে। নিয়ৎ ভাল হইলে সব ভাল, মন্দ হইলে সব মন্দ। আর যদি নিয়ৎ আদৌ না থাকে, তবে তাহা আদৎ ও অভ্যাসের মধ্যে গণ্য। প্রাণের সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, নিয়তের সহিত আমলেরও সেই সম্বন্ধ। প্রাণ নহিলে দেহের কোন আদর নাই, নিয়ৎ না থাকিলে নেক আমলেরও কোন কদর নাই। যাঁহারা আর্বাবে-বছারৎ অর্থাৎ যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু আছে, তাঁহারা বলেন, আদৎ ও অভ্যাসের দ্বারা যে আমল হয়, তাহা এছলাম নহে—অহঙ্কার, মুক্তি নহে—মরণ!

এখলাছ-ই নিয়তের হকিকৎ বা আসল কথা। শুধু খোদার মহব্বৎ ও রেজা মানে, তাঁহার ভালবাসা ও সন্তোষ লাভ করিব, ইহারই নাম এখ্‌লাছ। যে নিয়তের মধ্যে দুনিয়ার কোন গন্ধ নাই, তাহাকে 'এখ্‌লাছে জাহেদানী' বলে ও যে

নিয়তে আখেরতের কোন আশা নাই, তাহাকে 'এখ্‌লাছে-আরেফানী' কহে। যাহার যেমন এলেম ও মা'রেফৎ যে যেমন বুঝে ও চিনে, তাহার নিয়তও ঠিক তেমনি হইয়া থাকে। একদল আছে, তাহারা অন্ধ ;—পরকালও বুঝে না, খোদাকেও চিনে না, চায় শুধু দুনিয়া। কাজেই, তাহারা যা করে, সব-ই দুনিয়া ; তাহাদের দান-ধ্যান সব-ই দুনিয়ার উদ্দেশ্যে। পরকালে ইহাদের মঙ্গল নাই, দোজখ ইহাদের সুখের ঠাঁই। "ইন্নাল্লজিনা লা ইয়ার্জুনা লেকাআনা, ওয়া রাযু বেল্‌-হায়াতেদ্‌-দুনিয়া ওয়াৎমাআন্নু বেহা ওয়াল্লজিনাহুম্‌ আন্‌ আয়াতেনা গাফেলুন।"

আমাকে দেখিবার যাহাদের সাধ নাই ও যাহারা দুনিয়ার জেন্দেগানি লইয়াই পরম সন্তুষ্ট এবং তাহাতেই তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছে—চায়, চিরকাল সংসারে বাঁচিয়া থাকি, মরণ না হইলেই ভাল ছিল—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতেছে এবং আকাশে ও পৃথিবীতে যে সকল বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে, সকলই যে আমার পরিচয়ের দফ্‌তর, ইহা যাহাদের খেয়াল হয় না, তাহারাই দোজখে চিরকাল বাস করিবে, যেমন কর্ম্ম তেমনি তাহার ফল পাইবে।" খোদার এই ক্রোধের জিঞ্জির ইহাদেরই গলায় লাগান হইয়াছে। আর একদল আছে, তাহারা দুনিয়ার ধার ধারে না, তাহারা কেবল পরকালের সুখ ও সম্মানের ভিখারী। তাহারা যা খায়, যা পরে, সবই আখেরতের উদ্দেশ্যে। তাহাদের বাড়ী বেহেশ্‌তে

"ইন্নাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমেলুছ্ ছালেহাতে কা নাৎ লাহুম জান্নাতুল ফেদৌ'ছে নোজোলা"—যাহাদের ঈমান আছে ও যাহারা সৎকাজ করে, ফেদৌ'ছ বেহেশ্তে তাহারা চিরকাল সুখে বাস করিবে" খোদার এই দয়ার টুপি এই দলের মাথায় পরাণ হইয়াছে। তারপর আর একদল আছেন, তাঁহারা মহাবীর-মহাপুরুষ, দুনিয়াতেও তাঁহারা পা রাখেন না, আখেরতের দিকেও মাথা তোলেন না। তাঁহারা দুনিয়া ও আখেরতের মালীক, প্রাণের একমাত্র প্রভু সেই এক খোদা ভিন্ন আর কিছুরই আশা রাখেন না। তাঁহারা বলেন,—

"মরা বজুজ্ ইঁ জাহাঁ জাহানে দিগরস্ত্,
জুজ্ দোজখো ফের্দওছ মকানে দিগরস্ত্।"

মোরা এ জগতে নাই, সে জগতে নাই,
ভিন্ন জগতে যাই;
দোজখ বেহেস্ত ছাড়ি বহুদূর
কি-জানি কোথায় ধাই!

এই মহাপুরুষগণ যা করেন, যা বলেন, সমস্তই খালেছান্ লেওয়াজ্হিল্লাহ্—সব-ই খাছ খোদার উদ্দেশ্যে। খোদা তাঁহার প্রেমের পিঞ্জরে প্রেমের শিকল পরাইয়া ইঁহাদিগকেই এই প্রেমের বুলি শিখাইয়াছেন—"ইন্না ছালাতি ওয়া নোছোকি ওয়া মহিয়ায়ি ওয়া মমাতি লিল্লাহে রব্বিল্ আলামিন"—আমার নামাজ, আমার কোর্ব্বানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সব-ই সেই জগতের প্রভু আল্লাহ্ তাআলার অধিকারে। খোদা

নিজে বলিয়াছেন, "ইওরিদুনা ওয়াজ্‌হাহু"—তাহারা আমারই মুখ দেখিবার সাধ করে।" যে দিন খোদা ইঁহাদিগকে বলিবেন, "আন্তুম্‌ আওলিয়ায়ি"—তোমরাই আমার বন্ধু—'তোমরা আমার জন্য যত ব্যস্ত,আমি তোমাদের জন্য তার চেয়ে আরও বেশী ব্যস্ত" সেইদিনই ইঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। প্রাণের সহিত প্রাণের মিলনই ইঁহাদের মেহ্‌নতের মজুরি।

খোদা ইঁহাদিগকে যাহা দান করেন, তাহা মানুষ কিংবা ফেরশ্‌তার জ্ঞানে ও খেয়ালে মাপা যায় না—তাহা অনন্ত। "ওয়াল্লাহো ইয়ার্জোকো মাইঁ ইয়াশা-ও বেগায়রে হেছাব"—আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন তাহাকে বেহিসাব দান করেন" এই সাধের ফুলহার ইঁহাদেরই গলে শোভা পায়। নিয়তের মধ্যে এখ্‌লাছ হইতেও বেশী জিনিস এই পবিত্র আয়তের ভয়ানক কথাটী যথা,—"ইন্নাল্লাহা লা ইয়াঞ্জোরো এলা ছুওরেকুম্‌ ওয়ালা এলা আ'মালেকুম্‌ ওয়ালাকেন্‌ ইয়াঞ্জোরো এলা কুলুবেকুম্‌ ওয়া নিয়াতেকুম্‌"—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমার চেহারা বা তোমার কাজের দিকে দেখেন না, দেখেন শুধু তোমার দেল্‌ ও তোমার নিয়ৎ।" খোদা এই কথায় তাঁহার প্রেমিকগণের অন্তর পুড়িয়া কবাব করিয়াছেন। "ওয়া ইওহ্‌শারোন্নাছা ইয়াওমাল্‌ কেয়ামতে আলা নিয়াতেকুম্‌"—আর কেয়ামতের দিন সকল লোককে নিয়ৎ অনুসারে উঠান হইবে" এই হদিছ শুনিয়া ছিদ্দিকগণের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে! আমিও

জানি না, তুমিও জান না, কা'ল জগতের লোক কে কত রকমের ফরিয়াদ করিবে—কাহারো জ্ঞানেও ধরে না, খেয়ালেও কুলায় না। যখন মরণের তুফানে অজ্ঞানের ধূলিরাশি উড়িয়া যাইবে—সম্মুখের পর্দা উঠান হইবে, তখনই দেখিতে পাইব, আমাদের কি আছে,—শেরেক আছে, না—তওহিদ আছে; কোফর আছে, না—এছলাম আছে! মুরিদকে দিনরাত এই চিন্তা করা চাই, যেন কোন আমল, আদৎ ও অভ্যাসের মত, দেখাদেখি চালচলনের মত করা না হয়। সকল কাজ আশা ও ভয়ের মধ্যে রহিয়া খুব খাঁটি নিয়তে প্রেম ও ভক্তির নেশায় পাগল হইয়া করিবে।

এখন আর একটী খুব কাজের কথা শুন। যখন তোমার জ্ঞান হইল, অন্তরে এখলাছ আসিল, নিয়ৎ দোরস্ত হইল, কাজের বেলায় ঠিক তখনই যে এখলাছ ও নিয়ৎ বরাবর ঠিক রাখিতে পারিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমার একান্ত ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ চেষ্টা ঠেলিয়াও বহু কাজ পূর্ব্বের ন্যায় আদৎ ও অভ্যাসের মতই হইতে থাকিবে, তোমার বহু আমলের মধ্যে নেফাক ও রিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িবে। কিন্তু ভায়া! সাবধান, তাই বলিয়া নিরাশ হইও না। মহাজনের উপদেশ লইয়া আস্তে আস্তে সকল দোষ দূর করিবার চেষ্টা করিতে থাকিবে। খোদার অনুগ্রহে এখলাছ ও নিয়ৎ দুলিতে দুলিতে অবশেষে স্থির হইয়া আসিবে। একটী উদাহরণ দিলে কথাটী বেশ বুঝিতে পারিবে। কোন

বালক যখন কেবলই লিখিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমেই সে ঠিক অক্ষর লিখিতে পারে না। তারপর যখন কোন ওস্তাদ ভাল লিখিবার ফায়দা দেখাইয়া দেন, তখন সে মন্দ লিখিতে লিখিতে শেষে ভালই লিখিতে পারে। ইহারই নাম মোআএন্না বা দেখিয়া শেখা। আচ্ছা, সেই বালকটী যদি একচোটেই ভাল লিখিতে না পারিয়া বলে—"যেদিন আমি একেবারে ঠিক লিখিতে পারিব, সেইদিনই কাগজের উপর কলম ধরিব," তাহা পারিবে কি? ইহা তাহার পাগলামী ছাড়া আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মের কাজও ঠিক এইরূপই,—একদিনেই দোরস্ত হয় না। খোদাকে পাইতে হইলে, চির-কালের সৌভাগ্য লাভ করিতে গেলে, দিনের দিন মনের ভাব বদলাইয়া বদলাইয়া,—পীরের উপদেশে সকল প্রকার ভুল সংশোধন করিয়া করিয়া, বহুদিনে বহু পরিশ্রমে বহুভাগ্যে তাহার উপযুক্ত হইতে পারা যায়; কথায় বলে,—

"ওম্‌রে বায়েদ কে ইয়ার দর কেনার আয়েদ"
জীবন করিলে ব্যয় বন্ধু আসে কোলে।

পড়িয়া-শুনিয়া ভাবিয়া-ডুবিয়া বুঝিলে—এখলাছ কি এবং নিয়ৎ কিরূপ হওয়া চাই। অতএব এখন সেই নিয়ৎ ঠিক রাখিবার উপায় শিখিয়া ও ধরিয়া, চেষ্টা ও মেহনৎ করিতে থাক। আছাড় খাইতে খাইতে নিশ্চয়ই একদিন দৌড়াইতে পারিবে। যদি কেহ বলে, "আমি যেদিন হজরত আবুবকরের মত ছাচ্চা হইতে পারিব ও হজরত ওমর ফারুকের ন্যায় পাক্কা নিয়ৎ

হাছিল করিব, তাহার আগে আর এবাদৎ করিব না"—এ তো ছরাছর আহ্‌মকী। খোদার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া কাহারও ধ্যানধারণা একদিনে স্থির হয় নাই, হইবেও না। নিয়তের মধ্যে কি ভাবে কত রকমের গোলযোগ আইসে, তাহা পীরের খেদমতে জানিয়া সংশোধন করিতে থাকিবে।

ছাচ্চা নিয়ৎ ও ছাচ্চা এরাদৎ উহাকেই বলে যে, তুমি তাহার এস্কের আগুনে পুড়িয়া যেন ছাই হইয়া যাও! যদি অন্তরে তোমার হা হুতাশ না থাকে, পরাণে দিবানিশি প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি না জ্বলে, সংসার শূন্য-শ্মশান বলিয়া অনুভব না হয়, তবে যাও, তুমি খেলার মাঠে যাও। প্রেমের সাধনা তোমার কর্ম্ম নয়। পীরগণ মুরিদি করিয়াছেন,—মুরিদ চেনেন, প্রেম শিখিয়াছেন,—শিখাইতে জানেন! জ্ঞানিগণ কহিয়াছেন, মুরিদ যেন জমিন ও পীর তাহার উপরে আসমানের মত। কখন বৃষ্টির জলে ভিজাইবে, কখন প্রখর রৌদ্রে শুকাইবে, কখন মেঘের ছায়ায় শীতল করিবে, কখন তাহার উপরে দয়া ও মমতার বাতাস বহাইয়া দিবে,—মুরিদ ফলে-ফুলে বাগানে বাগান হইবে। মনে রাখিও, খুব নছিবের জোরে ও ছাচ্চা নিয়তের গুণে এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া যায়। যদি এমন মহাপুরুষের,—এমন কামেল বোজর্গের দেখা না মিলে, তবে কি করিবে?—তাঁহাদের লিখিত পুস্তক প্রত্যহ দুই এক পাতা পড়িও। ইহাতেই তাঁহাদের সহিত যেন এক সঙ্গে

থাকার মত ফল পাওয়া যাইবে। কেহ দুঃখের সহিত গাহিয়াছেন—

> "আজ বখ্‌তে বদম্ আগের ফেরো শোদ খোর্শেদ্
> আজ নূরে রোখত মহা চেরাগে-গীরম।"
> কপালের দোষে যদি ডু'বে গেছে বেলা,
> এস চাঁদ! তোমারি কিরণে
> ঘুচিবে আঁধার মোর।

মহাপুরুষগণ চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের বেলা ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের পুণ্যকথাগুলি আজিও চাঁদের মত তাঁহাদের অন্তরের আলো ধরিয়া আছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। অতীতের সেই দয়াল তাপসগণ আমাদের অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়াই বহু হীরা-মাণিকের হার গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের অন্তরের, পরাণের ব্যারাম আরাম করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর পাচন ও বটিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যদি ভক্তির সহিত সেবন করি, তবে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিব। তাই বলি ভ্রাতঃ! প্রত্যহ মহাপুরুষগণের রচিত পুস্তক ও অপারগ হইলে তাহার ভাল অনুবাদ পাঠ করিবে—সব কথার উত্তর পাইবে।

শেষ কথা এই, মুরিদ যখন বুঝিবে যে, তাহার নিয়ৎ কিছু দোরস্ত হইয়াছে ও সেই অনুসারে তাহার আমলের মধ্যেও কিছু জওক ও তরক্কি আসিয়াছে, তখন সর্ব্বদার জন্য খুব সাবধানে জাগিয়া থাকিবে। গোনাঃ হইতে তওবা

করিবে ও এবাদৎ করিয়া লজ্জিত হইবে। আবুবকর দর্রাক রহমতুল্লাঃ আলায়হে বলিয়াছেন,—"কখনো এমন হয় যে, দুই রেকাত নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরাইলে আমি এতই লজ্জিত হইয়া পড়ি যে, দেখিলে বলিতে, আমি বোধহয় চুরি করিয়াছি!" মুরিদের যখন এই অবস্থা হইবে, তখনই তাহার এবাদতের কিছু কদর হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। হজরত ছুফিয়ান ছওরি রহমতুল্লাঃ আলায়হে কোন সময়ে তাঁহার একজন মুরিদকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ্ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তিনি বরাবর কাঁদিতেন। সঙ্গীটি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! আপনি কি পাপের ভয়ে কাঁদিতেছেন?" হজরত ছুফিয়ান হাত বাড়াইয়া একগাছি ঘাস ছিঁড়িয়া দেখাইলেন ও কহিলেন, "পাপ অনেক করিয়াছি; কিন্তু তাহা আমি এই তৃণের মতও মনে করি না। কাঁদি এই ভয়ে যে, আমার যে তওহিদ আছে, তাহা তওহিদ কি-না?" ইঁহারা মহাপুরুষ ছিলেন, ইঁহাদের ভাণ্ডার ভরা ছিল, তবুও মনে করিতেন, আমাদের কিছুই নাই। আর আমরা নরাধম কাপুরুষ, কিছুই করি নাই, করিতেছি না। পুঁজি হারাইয়া পথের কাঙাল হইয়াছি; অথচ আমরা নিশ্চিন্ত। দিনরাত আমাদের মুখে হাসি, মনে করি, আমরা যেন সাত মুলুকের বাদশাঃ!

নামাজ।

ভ্রাতঃ! নামাজ বড় উচ্চদরের এবাদৎ। ইহা সকল এবাদতের শেরা। ইহাতে অনেক কাজ আছে, অনেক কথা আছে। আমাদের হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম মে'রাজের রাত্রে বোরাকে চড়িয়া একে একে সাত আসমান পার হইয়া লা-মকানে কাবা কওছায়নে গিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিলে, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া অন্তরে অন্তরে কত আলাপ করিলেন,—ভালবাসায় ভালবাসায় কত ভালবাসার কথা হইল। আসিবার কালে আমাদিগকে উপহার দিবার জন্য সেই পরম পবিত্র দরবারের চিহ্নস্বরূপ এই পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ লইয়া আসিলেন। এখন ভাবিয়া দেখ, নামাজ আমাদের কি আদরের, কত ভক্তির ও কেমন ভালবাসার জিনিস। আমাদের তো তেমন ক্ষমতা নাই যে, আমরা আসমানে চড়িয়া বন্ধুর সদর রাজদরবারে উপস্থিত হইব; আমাদের তো আর সে কপাল নয় যে, আমাদের দুয়ারে বোরাক আসিবে! নামাজ-ই আমাদের মে'রাজ। শুন নাই কি আমাদের হুজুর আলায়-হেছ-ছালাম আদেশ করিয়াছেন, "আছ্-ছালাতো মে'রাজুল মু'মেনিন"—মানে—নামাজ-ই মু'মেনগণের মে'রাজ। তুমি যখন পাক দেলে অজু করিলে, জানিও, তুমি যেন বোরাকে চড়িলে। তুমি যখন নামাজের জন্য ভয় ও ভক্তির সহিত মছ্‌জেদে উপস্থিত হইলে, তুমি যেন আসমানে উঠিলে। তোমার

ডাইনে বাঁএ, আগে পিছনে, মুছল্লিগণ সকলেই আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতেছে—কেহ কেয়ামে, কেহ রুকুতে, কেহ কওমায়, কেহ জলছায়, কেহ ছেজ্‌দায় রহিয়াছে—ইহারা দলে দলে কাতারে কাতারে ফেরেশ্‌তার মত। প্রথমে আজিজি ও মিনতির সহিত গোলামের সাজে প্রভুর সম্মুখে খাড়া হইলে, মাথা মাটিতে রাখিয়া আপন হারাইলে, পরে ভালবাসা পাইয়া তাঁহার "প্রিয়জন" বলিয়া পরিচিত হইলে। যখন এইরূপ ভাবিলে, এইরূপ হইলে, তখন মে'রাজ হইল না কি? যখন নামাজ পড় নাই, অজু কর নাই, তখন তুমি সাত আসমানের নীচে নাপাক দুনিয়ায় পড়িয়া ছিলে; যখন অজু করিলে, মছ্‌জেদে হাজির হইয়া নামাজ পড়িলে, অনুতাপের আগুন জ্বলিল, ভক্তি ও প্রেমের ফোয়ারা ছুটিল, তুমি যেন তখন আরশে উঠিয়া খোদার সহিত মিলিত হইলে। কেমন, তোমার মে'রাজ হইল না কি?

যত রকমের এবাদৎ আছে, সকলই নামাজের মধ্যে আছে। নামাজের মধ্যে রোজা আছে। রোজাতে যেমন এমছাক আছে, মানে,—শরীর ও মনকে সৎপথে আটক রাখিবার জন্য আহার, মৈথুন, কুকথা, কুচিন্তা ও কুকাজ বন্ধ রাখিতে হয়, নামাজেও তেমনি এমছাক আছে। বরং রোজার চাইতে নামাজের এমছাক (সংযম) আরও বেশী। কারণ, রোজা রাখিয়া একথা সেকথা ভাবিতে ও বলিতে, এখানে সেখানে যাইতে নিষেধ নাই; কিন্তু নামাজের বেলায় একদম সব

বন্ধ। শরীর নামাজ ছাড়া কোন কাজ করিতে পারিবে না, মন নামাজ ছাড়া আর কোন কথা ভাবিতে পারিবে না। নড়া-চড়া হাসা-কাসা, গলা খেকার দেওয়া সব বন্ধ। একেবারে অচেতন পুতুলটীর মত একদিকে একভাবে স্থির হইয়া থাকিতে হইবে। জান তো ছাহাবাগণ নামাজে এমন স্থির হইয়া রহিতেন যে, পাখী, পাথরের থাম মনে করিয়া তাঁহাদের কাঁধে বসিয়া রহিত, মলত্যাগ করিত! নামাজে জাকাতের অর্থ আছে। জাকাতে যেমন গরীব-দুঃখীকে দান করিতে হয়, নামাজেও তেমনি বলিতে হয় "আল্লাহোম্মাগ্‌ফের্লি ওয়ালিল্‌ মু'মেনিন"— খোদা আমাকে ক্ষমা কর ও সকল মু'মেনকে ক্ষমা কর। অর্থাৎ জাকাতে যেমন পরের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের অভাব মোচনের জন্য দান করিতে হয়, নামাজেও তেমনি সমুদয় জগতের মৃত, জীবিত সকল মু'মেনের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য নিজের পুণ্য বিলাইয়া দিতে হয়। নামাজে হজ্বের অর্থ আছে। হজ্বে যেমন বাড়ী-ঘর ছেলে-মেয়ে সমুদয় ভুলিয়া কা'বাশরিফে উপস্থিত হইতে হয়, নামাজেও তেমনি সমুদয় ভুলিয়া, সংসারের কাজ ও খেয়াল ছাড়িয়া মছজেদে ও জামাতে হাজির হইতে হয়। হজ্বে যেমন এহ্‌রাম ও এহ্‌লাল আছে, নামাজেও তেমনি তহ্‌রিম ও তহ্‌লিল আছে। নামাজে জেহাদের অর্থ আছে। যখন কেহ অজু করিল, সে যেন যুদ্ধের পোষাক পরিল। যখন আজান হইল, যেন যুদ্ধের বাজনা বাজিল। এমাম যেন

সেনাপতি, মোক্তাদিগণ সৈন্যের কাতার। জেহাদে যুদ্ধ হয় বাহিরের শত্রু কাফের-মোশরেকের সঙ্গে, নামাজে যুদ্ধ হয় ভিতরের শত্রু নফ্ছ্ ও শয়তানের সঙ্গে। জেহাদের পরে লুটের মাল সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়; নামাজের শেষে ছালাম কহিয়া খোদার অনুগ্রহ সকলকে বাঁটিয়া দেওয়া হয়। অতএব মু'মেন যখন নামাজ পড়িল, সে যেন হজ্বে গেল, যদিও তাহার শক্তি নাই। জাকাত দিল, যদিও তাহার মাল নাই। রোজা রাখিল, যদিও তাহার ক্ষমতা নাই এবং জেহাদ করিল যদিও গায়ে বল নাই। খবরদার, নির্ভয়ে নামাজের দরবারে দাঁড়াইও না। হাজার হাজার নবি ও নিষ্পাপ ছিদ্দিক এই অমূল্য-নিধি লাভ করিবার আশা মনে রাখিয়া মাটির নীচে লুকাইয়াছেন! লাখে লাখে অলিআল্লাহ্ মহাপুরুষ মনের মতন দুই রেকাত নামাজ আদায় করিবার জন্য সারাজীবন কঠোর সাধনা করিয়াও মনের আশা মনে লইয়া কবরে চলিয়া গিয়াছেন! সকলেই বলিয়াছেন, নামাজ যেমন করিয়া পড়া চাই, জীবনে তেমন দুই রেকাত নামাজও পড়িতে পারিলাম না! দেলে-জানে মনে-প্রাণে যদি এক রেকাত নামাজ পড়া হয়, তবে আঠার হাজার আলমের বাদশাহীও তাহার কাছে কিছুই নহে। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, মুরিদ যখন মিনতির সহিত, আপনাকে নেহায়েৎ নাচিজ মনে করিয়া, খোদার মধ্যে আপনা হারাইয়া নামাজ পড়িতে পারে, নামাজের নূরে খোদার সহিত ভিন্নভাব ঘুচিয়া গিয়া অভিন্ন ভাবের উদয়

হয়, তখন তাহার শরীর কা'বার সম্মুখে, দেল্‌ আরশের বরাবরে উপস্থিত হয় এবং তাহার ছির্‌—তাহার অন্তরের অন্তর, খোদার মোশাহেদায় ডুবিয়া যায়। পিপাসা নিতান্ত প্রবল হইলে—মনের আগুন হু হু জ্বলিয়া উঠিলে, মুরিদের ঈমানের নূর যখন খুব ঝক্‌ঝকে হইয়া উঠে, তখন আরশ কাঁপিতে আরম্ভ করে। তখন সে যে উচ্চধাপে উঠিয়া যায়—যে বোলন্দ মোকামে উপস্থিত হয়, সেখানে, সেই বড়র বড় মোকর্‌ব ফেরেশ্‌তাগণ, যাঁহারা খোদার পবিত্র দরবারে, মিলনের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন—তাঁহাদেরও স্থান হয় না। আমাদের হুজুর আলায়হেছ-ছালাম যখন নামাজ আরম্ভ করিতেন, বল তো, তখন তাঁহার কি অবস্থা হইত ? তখন তাঁহার শরীর দেলের মকামে, দেল রুহের মকামে, রুহ্‌ ছিরের মকামে আসিত এবং তাঁহার ছিরে খোদার অপার মহিমা প্রকাশ হইয়া পড়িত। হকিকতের হিসাবে তাঁহার শরীর 'দনার' মকামে, দেল 'ফাতাদাল্লার' মকামে, রুহ্‌ 'কাবাকওছায়নে' এবং ছির্‌ 'আওআদ্‌নার' মকামে পৌঁছিয়া যাইত। ফলকথা তখন তিনি খোদার সহিত এক হইয়া যাইতেন। এই অবস্থায় তিনি বিনা আওয়াজে, বিনা কাণে খোদার কালাম শুনিতেন, গাএবের সকল গুপ্তকথা জানিয়া লইতেন। নামাজে এইরূপ শান্তি ও এইরূপ আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া, হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম নামাজের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন। হুজুরের অন্তরে খোদার এস্কের আগুন সকল সময়

হু হু করিয়া জ্বলিত ; কাজেই নামাজের সময় উপস্থিত হইবামাত্র হুজুর অস্থির হইয়া চীৎকার দিয়া কহিতেন, "আরেহ্‌না বেছ্‌-ছালাত ইয়া বেলাল"—নামাজের দ্বারা আমাদিগকে শান্ত কর হে বেলাল !—শীঘ্র আজান দাও, আর সহ্য হয় না, প্রাণ জ্বলিয়া গেল, নামাজ পড়িব, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া অন্তরের জ্বালা জুড়াইব। প্রেমিকগণের কেবলা কা'বা নয়, আরশ নয়—স্বয়ং অনন্তসুন্দর আল্লাহ্‌ তাআলা। যাহারা খোদার প্রেমে পাগল, তাহারা আজ-কা'লের পাগল নয়,—সেই কালের পাগল।

এই সংসারে, এই বিরহের পাথারে তাহাদের কাতর প্রাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য কা'বা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহার নাম রাখা হইয়াছে "বয়তুল্লাহ্‌", মানে—খোদার ঘর। যাঁহারা নামাজ পড়িতে জানেন, তাঁহারা যখন নামাজ পড়েন, তখন তাঁহাদের শরীরে নামাজের সেই সুন্দর ছবি ফুটে, অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠে, প্রাণে তত্ত্বের তত্ত্ব, ভেদের ভেদ খুলিয়া যায়। এই সময়ে তাঁহারা কোথায় কি খেয়ালে থাকেন—কি দেখেন, কি ভাবেন, কি বুঝেন, সাধারণ মানুষ তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় তাঁহাদের খোদা ছাড়া আর কোন বস্তুরই খেয়াল হয় না—হইতে পারে না। নামাজ পড়িবার কালে তাঁহাদের নিজেরই খেয়াল থাকে না, আর অপরের কি করিয়া থাকিবে ? হজরত আলি রযিআল্লাহো আনহোর পায়ে একটী তীর [illegible]

হুজুর নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে, তীরটী টানিয়া বাহির করা হইল, তিনি বিন্দুমাত্র টের পাইলেন না। টের পাইবেন কেন? তিনি যে তখন ভিন্ন জগতে, ভিন্ন প্রাণে জীবিত ছিলেন; তখন যে তাঁহার এ জগতের, এ শরীরের জ্ঞান একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল! তখন তাঁহার মাথায় দোজখের আগুন ঢালিয়া দিলেও কোন বেদনা পাইতেন না,—তাঁহার মুখে বেহেশ্‌তের আহার রাখিয়া দিলেও কোন স্বাদ পাইতেন না। দয়ার দুয়ার খোলা রহিয়াছে, যাও, অঞ্চল পাতিয়া লও। হেলায় বসিয়া রহিও না, ভাবিও না, আমি লাচার, আমি দুর্ব্বল, আমি গরীব, আমি কাঙ্গাল। এস, নামাজ পড়, ভক্তি শিখ, প্রেমিক হও। "ইওহেববুনাহুম ওয়া ইওহেববুনাহু"—কি মজার কথা! সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি। মানুষ যদি নামাজ পড়ে, প্রাণের দেবতাকে প্রেমের দণ্ডবৎ করে, তবে তাহাকে আর কে পায়? নামাজের দরবারে যাহার স্থান হইয়াছে, অন্য তো দূরের কথা—ফেরেশ্‌তাও তাহার কাছে কিছু নহে। নামাজের সৌভাগ্য খোদা শুধু মানুষকেই দিয়াছেন; আর কাহাকেও দেন নাই।

রোজা।

ভ্রাতঃ! জান তো খোদা তোমাকে দুইটী শরীর দান করিয়াছেন। একটী বাহিরের এই রক্তমাংসের শরীর, তাহা পশুরও

আছে। আর একটী ভিতরের নিরাকার শরীর, তাহা পশুর নাই। তুমি বেশ জান, তোমার এই বাহিরের শরীরখানি— আরবি জবানে যাহাকে 'জেছম্' বলে, তাহা তোমার চিরকালের শরীর নয়, এককালে ছিল না, এককালে থাকিবেও না। সে মাটির শরীর কিছুদিন পরে মাটি হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার ভিতরের যে শরীরখানি তাহার কোন আকার নাই, —রং নাই, রূপ নাই, কোন জায়গা তাহাকে ধারণ করিতে পারে না—তাহার ঠাঁই নাই, ঠিকানা নাই, তাহা লা-জমানি, লা-মকানি ;—তাহার মরণ নাই, চিরকাল থাকিবে। কারণ সেটি তো জলমাটি আগুন ও বাতাসের তৈয়ারী শরীর নয়, সেটি হইল নূর—খোদার আদেশ বা ইচ্ছা। তাহারই নাম রুহ্।

ঐ যে আমাদের ভিতরের নিরাকার অচিন শরীর, যাহার নাম রুহ্, যাহার নাম আত্মা, সেইটিই আমাদের আসল শরীর ; সেইটিই 'আমি', সেইটিই 'তুমি'। হকিকতের কথা বলিতে গেলে, এক হিসাবে 'আমি-তুমি' আমরা চিরকাল আছি, চিরকাল রহিব। আমরা অনন্ত, অজর, অমর। আমরা শুধু প্রেম, আমরা চিরপাগল! এই কথার দিকে ইশারা করিয়া কোন রসিক কি সুন্দর গাহিয়াছেন,—

"আয় আশেকাঁ, আয় আশেকাঁ, মন্ আশেকে শওরিদা-আম্
আদম নবুদে মন বুদম
হাওয়া নবুদে মন বুদম
চুঁ খোদ নবুদে মন্ বুদম্ মন্ আশেকে শওরিদা-আম্"

—অর্থ—

ওগো প্রেমিকের দল, ওগো প্রেমিকের দল,
আমি প্রেমিক পাগল।
ছিল না আদম, ছিলাম আমি,
ছিল না হাওয়া, ছিলাম আমি,
যবে ছিল না সে নিজে, ছিলাম আমি—
আমি প্রেমিক পাগল।

ঠিক কথা, আমরা অনাদি হইতে অনন্তপথে অনন্তের দিকে ছুটিয়াছি, মাঝখানে এই দুনিয়া—ভবের বাজার—মায়ার পাথার! 'আমি' বলিতে আমরা এই বাহিরের মিথ্যা শরীরখানি দেখি, তাই রঙ্গরূপের কায়া—সংসারের মায়া ভুলিতে পারি না। এ দেহ—সন্দেহ আমায় ভুলিতে হইবে, মরিবার আগে মরিতে হইবে; নতুবা আমি আমাকে চিনিব না, খোদাকে পাইব না;—পশু হইয়া আছি, পশু হইয়াই রহিব।

যাহার কোন শক্তি নাই, যাহাদ্বারা কোন কাজ হয় না, তাহা থাকিয়াও নাই। কথায় বলে—"আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।" আমার রুহ্ আছে; কিন্তু তাহার কোন শক্তি নাই, কোন কাজ নাই, সে রুহ্ থাকিয়া ফল কি?

রুহের শক্তি কি? কাজ কি? রুহের শক্তি অসীম অনন্ত হইয়া যাওয়া। রুহের কাজ—জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, তত্ত্ব পরমার্থ—এল্‌ম্, এশ্‌ক্, জওক্, হকিকৎ, মা'রেফৎ। প্রেমের মদে মাতাল হইয়া, আনন্দে হাসিমুখে বড় বড় দুঃখের ভার

বহন করিবে, এবাদৎ আরাধনায় দেহপাত করিবে। খোদার পথে চলিয়া, খোদার মধ্যে ডুবিয়া জগৎ ভুলিবে, আপন হারাইবে, ইহাই আত্মার শক্তি বা কুওতে-রুহানি। মিথ্যা সংস্কারের মায়ায় জ্ঞানহারা হইয়া, খোদাকে ভুলিয়া, দুনিয়ার চিন্তায়, দুনিয়ার কাজে দিনরাত জক্‌জক্ বক্‌বক্ করা,—ইহাই দেহের শক্তি বা কুওতে-জেছ্‌মানি। যাঁহারা আর্বাবে-তছদিক—যাঁহারা চক্ষু পাইয়াছেন, খাঁটি মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, পান-ভোজনে শরীরের বল বাড়ে, আর ক্ষুৎপিপাসায় রুহের শক্তি বাড়ে। হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, "আল্‌জুয়ো তাআমোল্লাহে ফি আর্যেহি"—এ সংসারে ক্ষুধাই খোদার আহার। খোদার অনন্ত গুণের মধ্য হইতে একটি গুণ (ছেফৎ) এই যে, তিনি নিজে খান না, অপরকে খাওয়ান। এবং "তাখাল্লাকু বেআখলাকেল্লাহে", মানে,—তোমরা খোদার চরিত্র লাভ কর, ইহা শরিয়তের আদেশ। অতএব রোজা রাখিলে মানুষের মধ্যে খোদার একটি গুণ আইসে—নিজে খায় না—অপরকে খাওয়ায় ; খোদার চরিত্র লাভ করে। হুজুর আলায়হেছ ছালাম ফতোয়া দিয়াছেন—'লিছ্-ছাএমে ফর্হাতানে' —রোজাদারের দুই আনন্দ। ফর্হাতুন্ এন্দাল্‌এফ্‌তার,—এক আনন্দ এফ্‌তারের সময়, ওয়া ফর্হাতুন্ এন্দা লেকাএল্ জব্বার,—আর এক আনন্দ খোদার সহিত সাক্ষাৎ কালে। রোজা খুলিবার সময়ে কি আনন্দ, জান ? এই সংসার বিরহের

পাথার পার হইবার জন্য আমাদের দেহ যেন উটের মত একটি ছওয়ারি, আর আমি-তুমি নিরাকার আত্মা (রুহ্) এই উটের পিঠে চড়িয়া খোদার পথে চলিয়াছি। পথিক যেমন পথ চলিবার কালে মঞ্জিলে না পৌঁছা পর্য্যন্ত উটের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ রাখে, সারাদিন অনাহারে চলিতে চলিতে উট ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে, বেলা ডুবিয়া যায়, মঞ্জিলেও উপস্থিত হয়। আরোহী পথিক তখন উটকে দানা-পানি খাওয়ায়, তারপর দরবারে উপস্থিত হইয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করে, যাহা বলিবার বলে, যাহা শুনিবার শুনে। রোজাদারেরও ঠিক সেই অবস্থা, সেই ভাব। রোজাদার যেন খোদার সহিত— পরম বন্ধু প্রাণের মালীকের সহিত দেখা করার জন্য, মঞ্জিল-মকছুদে উপস্থিত হইবার জন্য, বন্ধুর সাজে সাজিয়া, দেহের আহার-জল বন্ধ রাখিয়া—সন্ধ্যাকালে খোদার দরবারে উপস্থিত হইল। আহার-জল পাইয়া দেহে নূতন বল আসিল, এই এক আনন্দ। আর এক আনন্দ যে কি, তাহা বলিবার কথা নহে। তাহা এমন একটী আনন্দ মান্ লাম্ ইয়াজেক্ লাম ইয়া'রেফ্— যে তাহার স্বাদ পায় নাই, সে বুঝিবে না। খোদা ও বান্দার মধ্যে ৭০ সত্তর হাজার নূর ও জোল্মতের হেজাব (পর্দা) আছে। যদি তাহার একটী মাত্র পর্দা উঠিয়া যায়, তবে চোখ, কাণ, জ্ঞান, অস্তিত্ব সমস্তই লোপ পায়—ফানা হইয়া যায়। জোল্মতের পর্দা উঠিয়া গিয়া নূরের মকামে উপস্থিত হইলে যাহা কিছু আছে, সব জ্বলিয়া যায়। তখন কে কি দেখে, কি

বলে ? হুজুর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন—'পেটে ক্ষুধা ও কলিজায় পিপাসা রাখ এবং শরীর উলঙ্গ কর', মানে—ছেঁড়া-ছুটা জোড়া-তালি দেওয়া কাপড়ে কোন রকমে লজ্জা ও শীত নিবারণ করিয়া চল, তাহা হইলে প্রকাশ্যেই খোদাকে দেখিতে পাইবে। 'কশ্ফোল্ মহজুব' গ্রন্থে লিখিত আছে, "রোজাতে শরীর দুঃখ পায়, দেল্ পরিষ্কার হয়, প্রাণে প্রেমের পিপাসা জাগে এবং প্রাণের ভিতরে যে আর একটা তত্ত্ব আছে—যাহাকে ছির্ বলে, সেখানে খোদার সাক্ষাৎলাভ ঘটে।" রোজাতে যদি এত বড় সৌভাগ্য মিলে, তবে মিথ্যা শরীর একটু দুঃখ পাইল, তাহাতে ক্ষতি কি ? আমাদের প্রভু নবি ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামকে খোদা কহিয়াছেন, আদমের বংশ (মানুষ) যে কোন নেক কাজ করে, তাহার ফল ৭০ সত্তর গুণ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু রোজার বেলায় সে নিয়ম নাই; কারণ রোজাদারের রোজার পুরস্কার আমি স্বয়ং। অর্থাৎ রোজার বদলায় সে খোদার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। ভ্রাতঃ! মানুষের মধ্যে ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া আছে; আর হিংসা, ক্রূরতা,—হাছদ, কিনা, বোগজ্ ইত্যাদি বাঘ ভালুক জংলী জানোয়ার আছে। এই সকল অন্তরের পশুকে মারিতে না পারিলে শহর আবাদ হইবে না। শহর আবাদ না হইলে, ফলে-ফুলে, আলোকে-উজ্জ্বালে ডগমগ না হইলে সেখানে বঁধুয়ার দেখা মিলিবে না।—

বিনা রোজায়, বিনা ক্ষুৎ-পিপাসায় ঐ সকল জানোয়ার মারিয়া ফেলিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। কম খাইয়া—উপবাস করিয়া যাবতীয় বোজর্গানে মহাপুরুষগণ এ পথে চলিতে পারিয়াছেন। পেট ভরিয়া খাইবে, সারারাত্রি ভোঁ নিদ্রা দিবে, বাজে কথায়, বাজে গল্পে মাতিয়া রহিবে, আর মুরিদ হইবার, ছালেক সাজিবার আশা করিবে, এ আশা বৃথা—শয়তানের ছলনা—নফ্ছের ফেরেব-বাজি। রোজা দ্বারাই বাতেনের খবর মিলে, হকিকতের দুয়ার খোলে, বঁধুয়ার হাসি-মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি হকিকতের কাণে খোদার কালাম শুনিতে চাও, তবে চল্লিশ দিন রোজা রাখ, মানে—চেল্লা কর। (চেল্লা করিবার নিয়ম মোর্শেদের কাছে জানিয়া লও) নিশ্চয়ই খোদা তোমার অন্তরের কাণে কথা কহিবেন। হজরাত নবিগণ (আলায়হিমুছ্-ছালাম) যাহা প্রকাশ্যে—এজহারের সহিত জানিতে পারেন, আওলিয়াএ-কেরাম তাহা অন্তরে অন্তরে আছরারের সহিত জানিতে পারেন। কোন বোজর্গ বলিয়াছেন, যে মুরিদ হইবে, তাহার মধ্যে তিনটী গুণ থাকাই চাই। প্রথম, ঘুমে কাতর না হইলে ঘুমাইবে না, দ্বিতীয়, নেহাৎ দরকার না হইলে কথা কহিবে না। তৃতীয়, বিনা ফাকায় (উপবাসে) খাইবে না। কেহ বলিয়াছেন, দুই দিন দুইরাত অনাহারে থাকার নাম ফাকা। কেহ বলেন, তিনদিন তিনরাত; কাহারও মতে সাতদিন সাতরাত, আর কাহারও মতে ৪০ চল্লিশ দিন। বলা বাহুল্য এইরূপ ফাকা-

কশি করিবার কালে সন্ধ্যার সময় এফ্‌তারস্বরূপ একবিন্দু জল খাইতেই হইবে, কারণ উন্মতগণের পক্ষে বিনা এফ্‌তারে এক দিনের বেশী রোজা রাখা নিষেধ। ভ্রাতঃ! তাঁহার দয়ার দুয়ার তো খোলাই আছে, তাঁহার নেয়ামতের দস্তরখান তো বিছানই রহিয়াছে। আমাদেরই জন্য দুনিয়া-ভরা এত খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন থাকিতে এ রোজা রাখা,—ঐ না-খাওয়া কিসের জন্য, জান? তোমার ফাকাকশি আর রোজাদারি এজন্য নয় যে, তাঁহার নেয়ামতের ভাণ্ডার বজায় রহিবে—ফুরাইয়া যাইবে না। তবে কারণ এই—কথা এই—যে সময়ে তুমি খাও—পেট ঠাণ্ডা রাখ, তখন খোদা তোমাকে তোমারি মধ্যে রাখিয়া দেন। কাজেই তখন তুমি তোমারি কাছে উপস্থিত থাক—খোদার নিকটে উপস্থিত থাক না। আর যখন তুমি অনাহারে থাক—ক্ষুধায় পিপাসায় তোমার মধ্যে কেয়ামত উপস্থিত হয়, তখন খোদা তোমাকে তোমা হইতে সরাইয়া লন, তুমি তখন খোদার সম্মুখে উপস্থিত হও। অতএব না খাইয়া, ক্ষুধায় পিপাসায় শরীরের আনন্দ ছারখার করিয়া খোদার হুজুরি লাভ করা, খাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা ভাল নয় কি? খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে মুরিদের অবস্থা যেন এরূপ হয়, সে যেন বলিতে পারে, ভাবিতে পারে, এ দুনিয়ার জেন্দেগানি যেন এক দিনের রোজা। মানে—সে যেন মনে করে, সারাটী জীবন যেন একটী মাত্র দিন। এই একটী মাত্র দিন রোজায় থাকিয়া

সারা-দিন নিশ্বাসে নিশ্বাসে জেকেরে-ফেকেরে কাটাইয়া জীবনের সন্ধ্যায় মরণের এফ্তার করিব! ভ্রাতঃ! মোটা খেয়ালে তুমি ভাব—"আমি ত একটা মাটির ভাণ্ড"; কিন্তু জানিও, এই মাটির ভাণ্ডে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। জমিন, আছমান, আর্শ্ কুর্ছি, বেহেশ্ত্ দোজখ সকলি তুমি, সকলি তোমার জন্য। তবে কেদমের হুকুমে—বিধাতার চিরন্তন নিয়মে তোমাকে এই সকল মঞ্জেল পার হইতে হইবে। খোদা—প্রেমময় তাঁহার বন্ধুগণের জন্য প্রত্যেক মঞ্জেলে সেইকালেই—সেই অনাদি মুহূর্ত্তেই নানা রকমের পুরস্কার রাখিয়া দিয়াছেন। বন্ধুগণ! প্রেমের পূজারিগণ! বড় বড় দুঃখের পাথার পার হইবার পর এই সকল মঞ্জেলে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করিবেন। অশেষ-বিশেষ সকল-ভেদের সমুদয় তত্ত্বের খনি হে মানুষ! তুমি খোদার গোলামও বট, বন্ধুও বট। মনে করিও না, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ বা আমার সঙ্গে তোমার আলাপ শুধু আজিকার। যখন আলম (জগৎ) ছিল না, আদম ছিল না, তখনো বিনা তুমিতে তোমার সঙ্গে আমার কথা চলিত। ভ্রাতঃ! আমাদের কি আছে? কোন্ অছিলায় আমরা তাঁহার কাছে দয়া চাহিব? আছে, একটীমাত্র অছিলা আছে! তাহা কি, জান? তিনি যে আজলেই—সেই অনাদি কালেই আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া প্রেমের ডোরে বাঁধিয়াছেন, প্রেম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রেমেরই দোহাই দিয়া

আমরা তাঁহার কৃপার ভিখারী হইব। একদা কোন ব্যক্তি খলিফার নিকটে উপস্থিত হইল। খলিফা তাহাকে চিনিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে ?' সে কহিল—'ওঃ আমাকে চেনেন না ? আমার না আপনি অমুক সালে উপকার করিয়াছিলেন !' খলিফা প্রেমে গদগদ হইয়া কহিলেন "ধন্য তুমি। তুমি যে আমারই নিকটে পাওয়া উপকারের ছলে আমার দরবারে উপস্থিত হইবার অছিলা করিয়াছ।" আদেশ করিলেন, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হউক।

জাকাত।

এবাদৎ শরীরেরও আছে, মালেরও আছে। মালের এবাদৎকে জাকাত বলে। শরীরের যে এবাদৎ তার চাইতে মালের এবাদতের কদর কিছু বেশী। কারণ মাল দিয়া যে এবাদৎ হয়, তাহা দ্বারা পরেরও উপকার হয়। যাঁহারা মুরিদ, যাঁহারা ছালেকিনে-তরিকৎ, তাঁহারা প্রেমের পথে জান-মাল সমুদয় বাজি রাখিয়াছেন; যেন নিজের বলিতে কিছুই না থাকে। তাঁহারা বলেন—আল্‌ফকিরো মালোহু মোবাহোন্ ওয়া দমোহু হদরোন্।

অর্থাৎ ফকিরের জান-মাল কিছুরই উপর কোন দাওয়া-দাবি নাই। যদি কেহ তাঁহার রক্তপাত করে, তিনি ভাবেন,

খোদাই আমার হত্যাকারী, মনে করেন, খোদার ইচ্ছা, এই-ভাবে এইক্ষণেই আমার মরণ হয়; আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। খুনের দাদ খোদার কাছে চায়, মানুষের কাছে চায় না। কেহ যদি তাঁহার মাল চুরি করে বা কাড়িয়া লয়, তবে আনন্দিত হইয়া বলেন, "আলহামদোলিল্লাহে—খোদাকে ভাবিবার ও দেখিবার পক্ষে যাহা আমার বাধা জন্মাইয়াছিল, সেই আপদ দূর হইল।" শরিয়তের হিসাবে মালের যে জাকাত দিতে হয়, তাহা ইঁহারা মোটেই ভালবাসেন না। কারণ ইহাতে পূরা বখিলির গন্ধ আছে। পূরা একটী বৎসর ২০০ দের্হম্ (৫২৷৷০ টাকা) সিন্দুকে আটক রাখিবার পর তবে তো তার মধ্য হইতে মোটে ৫টী দের্হম—১।৴০ একটাকা পাঁচ আনা মাত্র খোদার পথে দান করিতে হয়। শরিয়ৎ ইহাকে জাকাত বলে, হকিকৎ ইহাকে বখিলি বলে। একদা কোন একজন ফকিহ্ পরীক্ষার জন্য হজরত শিবলি আলায়হের্‌রহমৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হজরত! কয় দেরেম হইলে জাকাত দিতে হয়?' উত্তর করিলেন, 'আপনি কোন্ মজহব অনুসারে ইহার জবাব চাহেন?' কহিলেন, 'ফকিহ্ এবং ফকির উভয়ের মজহবে।' কহিলেন,—"ফোকাহার মজহব মতে এক হওল পূরা হইলে ২০০ দেরেমের ৫ দেরেম জাকাত দিতে হয় এবং ফোকাহার মজহব অনুসারে তখন তখনই ২০০ দেরেমের ২০০ দেরেমই জাকাত দিতে হয়।" ফকিহ্ কহিলেন, 'আমাদের মজহব আমরা দিনের এমামগণের

নিকট শিখিয়াছি'; হজরত শিবলি কহিলেন, 'আমাদের মজহব আমরা খোদার ছিদ্দিক হজরত আবুবকর রযিআল্লাহো আন্‌হোর কাছে শিখিয়াছি। তিনি নিজের যা-কিছু ছিল, সমুদয় খোদার পথে হজরত রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন; আপন কলিজার টুক্‌রা হজরত আএশা ছিদ্দিকা রযিআল্লাহো আন্‌হা-কে হুজুর আলায়হেছ ছালামের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেও সারাটী জীবন হজরতের খাদেম ও সহচর হইয়াছিলেন। বোজর্গান বলিয়াছেন, '৪০ দেরেমের ৩৯ দেরেম নিজের জন্য রাখিয়া ১ দেরেম খয়রাত করা শরিয়তের জাকাত; আর ৪০ দেরেমের ১ দেরেম নিজের জন্য রাখিয়া ৩৯ দেরেম খয়রাত করা তরিকতের জাকাত; এবং শুধু খোদাকে নিজের জন্য রাখিয়া সমুদয় বিলাইয়া দেওয়া হকিকতের জাকাত।'

আম্বিয়া আলায়হিমুছ ছালাম ও আওলিয়ায়ে-কেরাম সকলেই হকিকতের জাকাত দিতেন। তাঁহারা বলেন, আদ্দুনিয়া মজরাওল্ আখেরাঃ—দুনিয়া আখেরতের ক্ষেত। দুনিয়ায় যাহা আবাদ করিব, পরকালে তাহাই ভোগ করিব। দুনিয়া সুখের স্থান নয়, ভোগের জায়গা নয়। দুনিয়া খাটিবার—মেহনৎ করিবার জায়গা। পুরুষ যখন ঈমান আনিল,—দেল দান করিল; যখন নামাজ পড়িল,—শরীর দান করিল; যখন জাকাত দিল,—মাল দান করিল। যাহারা খোদার

প্রিয় বান্দা, তাহাদের মধ্যে এই তিনটী গুণের প্রত্যেকটি থাকা চাই। ফলকথা যাঁহারা খোদার প্রেমিক, তাঁহারা বেশী যা-কিছু থাকে, সব-ই দান করিয়া ফেলেন, যেন খোদা ছাড়া আর কোনও বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে। ভ্রাতঃ! এ জাকাত, এ জানবাজি তোমার কাজ নয়। খোদা ছাড়া আর সকলই উড়াইয়া দিব, পোড়াইয়া ফেলিব, জগৎ জুড়িয়া এক ব্যক্তি, একশক্তি, আমি যাহাকে চাই, যে আমার মন ভুলায়, প্রাণ কাড়িয়া লয়, সে স্বয়ং আমি ভিন্ন আর কেহ্ নয়। এই তওহিদের সমুদ্রে তফরিদ ও তজরিদের ধু ধু নিরাকার অসীম অচিন পাথারে আপনা হারাইব, হারাইয়া যাওয়াও হারাইয়া ফেলিব, এ শক্তি, এ ভক্তি আমার-তোমার নাই। অল্পজনের আছে—সকলের নাই। এই জন্য শরিয়ৎ দয়া করিয়া আদেশ করিয়াছেন, যদি ৫২৷৷০ বায়ান্ন টাকা আট আনা (২০০ দেরেম) তোমার মনের মতন খাওয়া-পরা বাদেও পূরা একটী বৎসর তোমার তহবিলে মজুত থাকে, তবে তার মধ্য হইতে একটাকা পাঁচ আনা (৫ দেরেম) মানে—৪০ ভাগের এক ভাগ খোদার পথে বিলাইয়া দাও। এ না করিলে তোমার ঈমান রহিবে না। এই যে শরিয়তের জাকাত, এটা কি, জান? এটা শুধু সেই হজরাত অলি আল্লাহ্ খোদার খাস বান্দাগণের সহিত শুধু একটা কাজের মিল রাখিবার জন্য। আশা—মান্ তাশাব্বাহা বেকওমেন ফাহুয়া মিনহুম। যে যে-দলের অনুকরণ করিবে, সে সেই-

দলের অন্তর্গত। আমরা যদি শুধু শরিয়তের জাকাতও আদায় করি, তবে খোদা দয়া করিয়া নিশ্চয়ই ঐ দলের মধ্যে আমাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লইবেন। ভ্রাতঃ! আশাও কর, ভয়ও রাখ। খোদার দয়ার পার নাই, ক্রোধেরও অন্ত নাই। তাঁহার এক নাম—গফুরোর্‌রহিম—মাফ কর্ণেওয়ালা মেহেরবান, আর এক নাম—শদিদুল্ একাব—ভয়ঙ্কর রাগী। খোদা তাঁহার ঐ বান্দারই প্রশংসা করেন, যে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, জাকাত দেয়, সকল পাপ হইতে দূরে থাকে, অথচ দিন-রাত অষ্টপ্রহর মহাভয়ে তাহার অন্তর কাঁপে।

দর্ শহর্ মর্দ্ নিস্ত্ জে-মন্ নাবেকার তর্
মাদের্ পেছর্ নাযাদ জে-মন্ খাকছার তর্
মগ্ বা মগাঁ বাতওঅ্ জে-মন রাস্তগোয় তর্
ছগ্ বা ছগাঁ জে-মন্ বা-ওফা ছাজগার তর্
ইনস্ত্ জায়ে শোক্র্ কে দর মওকফে জালাল্
নওমেদতর কছে বুয়দ্ ওম্মেদওয়ার তর্

হজ্জ্।

হজ্জ্ শরীর ও মাল উভয়েরই এবাদৎ। হজ্জ্ করিতে শরীরেরও খাটুনী আছে, টাকা-পয়সারও ব্যয় আছে। যাহারা

তরিকৎওয়ালা, তাহাদের হজ্ কিন্তু ভিন্ন রকমের। তাহাদের হজ্বের ভিতর অনেক কথা আছে। হকিকতের কথা বলিতে গেলে তাহারা কা'বাশরিফের ঘর ও তাহার বাহিরের জাঁকজমক শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে যায় না। তাহারা দেখিতে যায়, ঘরওয়ালা কে? কা'বা মাঝখানে এক বাহানা মাত্র। ছোলতানুল্ আরেফিন হজরত খাজা বাএজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ্ আলায়হে বলিয়াছেন—"আমি যখন পবিত্র মক্কা মোআজ্জমায় উপস্থিত হইলাম, কা'বার মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম,—এ জাতীয় ঘর তো আমি অনেক দেখিয়াছি; আমি যে ঘরের মালিককে দেখিতে চাই। সে বছর ফিরিয়া আসিলাম; পরবৎসর পুনরায় হরমে পৌঁছিলাম। অন্তরের চক্ষু খুলিয়া ঘর ও ঘরওয়ালা উভয়ই দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, খোদার মুলুকে এক ভিন্ন দু'য়ের স্থান নাই; ওয়াহ্দানিয়তের (একত্বের) দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয়ের দখল নাই। যে এক ভিন্ন দুই দেখে, সে তো মোলহেদ মোশ্রেক। আমি যখন আমি, ঘর ও ঘরওয়ালা এই তিনকে দেখিতেছি, তবে তো আমিও মোলহেদ্ মোশ্রেক। তখনি বাড়ী ফিরিলাম। তার পরের বৎসর আশার দুয়ার ধরিয়া আবার হরমে উপস্থিত হইলাম। এবারে দয়াময়ের দয়া হইল। আমার চক্ষের ময়লা কাটিয়া গেল, অন্তরে মা'রেফতের আলো ঝক্মক্ করিয়া ফুটিল, তজল্লির নূর আমার হস্তি (আছি আছি ভাব) জ্বালাইয়া দিল, আমার অন্তরের কাণে

আওয়াজ আসিল—"আস্তা জায়েরি হাক্কা"—তুমি আমার প্রকৃতই জেয়ারিত কর্ণেওয়ালা।"

"তা চশ্‌ম্ বর্ কোশাদম্
নূরে রোখে-তু দিদম্,
তা গোশ বর্কশুদম
আওয়াজে তু শনুদম্।"

অর্থ—যখন চক্ষু মেলিলাম, তোমার মুখের আলো দেখিতে পাইলাম। যখন কাণ খুলিলাম, তোমার শব্দ শুনিতে পাইলাম।

প্রকৃত প্রেমিকজনের পক্ষে—মোহেব্বানে ছাদেকের পক্ষে ঐ ঘরখানি সেই বে-নেশান মা'শুকের—সেই চিহ্নহীন প্রাণনাথের একটী চিহ্ন বা নেশানের মত। তাই তাহারা কি করিবে, লাচার হইয়া বন্ধুর ঐ নেশানিটীর দ্বারাই মনকে সান্ত্বনা দেয়। যেমন কথায় বলে—মন্‌ম্নাআঁ আঁনিন্নজরে, তছল্লা বিল্ আছরে,—যার দেখা পাওয়া যায় না, তার কোন চিহ্ন পাইলেও সান্ত্বনা মিলে। মজনুঁ তাহার প্রিয়ার বাড়ীর চারিদিকে সাঁঝে-সকালে ঘুরিত, দেয়ালে-দুয়ারে চুমু দিত আর কহিত—

"আতুফো আঁলা-জ্বেদারে দিয়ারে লায়লা;
আক্‌বেলো জদ্দিয়ারে জুল্‌জেঁদারা।"

অর্থ,—আমি লায়লার বাড়ীর দেয়ালের তওয়াফ করি—চারিদিকে ঘুরি; না-না আমি সেই বাড়ীওয়ালা ও দেয়াল-ওয়ালারই নিকটে উপস্থিত হই।

বাস্তবিক মজনুঁ যখন লায়লার দেখা পাইবার খেয়ালে পাগল হইয়া লায়লার বাড়ীর দেয়ালের চারিদিকে ঘুরিত, তখন কি সে সেই ঘরগুলি দেখিত, না, সে দেয়ালখানি দেখিত ? কিছুই দেখিত না! অন্তরের নির্জ্জন কুঠরীতে মহা আনন্দে দেখিত—শুধু সেই বাড়ীওয়ালাকে। মজনুঁ লায়লার দেখা না পাইয়া তাহার বাড়ীর দুয়ারে মাথা রাখিয়া ধূলায় লুটিয়া কাঁদিত আর আশা করিত, এই বাড়ীর দেখা করিতে করিতে হয় তো একদিন স্বয়ং বাড়ীওয়ালারই দেখা পাইব। আজ মনে-মনে হৃদয়ে-হৃদয়ে যাহার ধ্যান করিতেছি, পূজা করিতেছি, সেদিন প্রকাশ্যেই তাহার মনোহর রূপ দর্শন করিব,—পায়ে মাথা রাখিয়া অন্তরের জ্বালা নিবেদন করিবার সুযোগ পাইব !

মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—"প্রেমিক যদি জানে যে, এই দুয়ারেই তাহার মনের বাসনা সিদ্ধ হইবে, তবে মরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলেও এক মূহূর্ত্তের জন্যও সে সে দুয়ার ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবে না। তাহার অন্তরে সংবাদ আসিবে—যাও, যেখানেই যাও, যাহারই কাছে যাও, কোন ফল পাইবে না।"

যদি আমি তোমার দিকে ফিরিয়া না চাই তো কেহই তোমার কোন সাহায্য করিতে পারে না। এ জীবন যাহার, এ জগৎ যাহার, তাহারি দুয়ারে পড়িয়া থাক। হুজুর আলায়হেছ্ ছালাম এই প্রকার হজ্বের দিকেই ইঙ্গিত করিয়া

বলিয়াছেন, "হজ্জোম্ মবরুরাতুন্ খায়রুম্ মিনাদ্দুনিয়া ওয়া মা ফিহা"—হজ্জে মব্রুর অর্থাৎ যে হজ্ব খোদা পছন্দ করেন, তাহা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে, সব-চেয়ে ভাল।" বান্দা যখন পুত্র-পরিবারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সাগর মরুভূমি পার হইয়া বহুক্লেশে বহু দিনের পর ভূতলে অতুল শোভার খনি পবিত্র পুণ্যভূমি মক্কা মোআজ্জমায় উপস্থিত হয়, পরম পবিত্র কা'বা গৃহের দয়াল মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তখন তাহার অন্তরে কি জানি কোথা হইতে অপার আনন্দের স্রোতঃ বহিয়া আইসে, তাহার সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইক্ষণ যদি কৃপাময়ের কৃপায় বাতাস ফুর ফুর ফুর বহিয়া আইসে ও তাহার হস্তির পর্দা উড়াইয়া লইয়া যায়, তবে সে স্বয়ং সেই আর্শে মোআল্লা—যাহা সকল দেলের, সকল অন্তরের কা'বা তাহাই দেখিতে পায়। আরও যখন সে দেখিতে পায় যে, সেই বিরাট আর্শ মজিদের চতুস্পার্শ্বে ফেরেস্তাগণ তওয়াফ করিতেছে, তছবিহ্ পড়িতেছে, তখন তাহার যে আনন্দ, সে আনন্দের তুলনায় বেহেশ্তের আনন্দকে আনন্দ বলা যাইতে পারে না। যখন সে আদি ও অন্ত, দিক ও কালের বেড়া ডিঙ্গাইয়া মোকাউওনাত, মহছুছাত ও মা'কুলাত অতিক্রম করিয়া,—দেখিয়া-শুনিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা পার হইয়া এবং ভাবনায় চিন্তায় ধেয়ানে-ধাঁধায় মনে মনে যাহা বুঝা যায়, তাহাও পার হইয়া বঁধুয়ার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সেই

অবস্থা মানুষের বুঝিবার ও ভাবিবার বাহির হইয়া পড়ে। এই অর্থেই আমাদের হজরত আলায়হেছ্ ছালাম আদেশ করিয়াছেন—'হজ্জতুম্-মবরুরাতুন মা লাহা জাযাওন্ ইল্লাল্ জান্নাঃ"—যে হজ্ আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ, তাহার পুরস্কার বেহেশ্‌ত্ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ বান্দা প্রেমের গোলাম হইয়া যখন প্রিয়তমের ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন সকলি ভুলিয়া মনোপ্রাণ বিসর্জ্জন করে, বন্ধু তখন তাহার প্রেমিক পাগলের সত্য প্রেমের পুরস্কার দিবার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে দেখা দেন। বেহেশ্‌তে খোদার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এই ওয়াদা আছে বলিয়া মহাত্মা প্রেমিকগণ বেহেশ্‌তের কামনা করেন; নতুবা তাঁহারা কোন দিন বেহেশ্‌তের নামও লইতেন না। হজরত মোহম্মদ-বেন-ফজল রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন,—"আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, লোকে পৃথিবীর মধ্যে তাহার একখানি যে বাহানার ঘর তাহাই দেখিবার এত সাধ করে, অথচ আপন অন্তরের মধ্যে স্বয়ং তাঁহাকে দেখিবার সাধ করে না। আরে সে ঘরের দেখা হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। কারণ সে ঘর দেখিতে হইলে টাকা-পয়সার জোর চাই, দেহেরও শক্তি চাই; আর তোমার অন্তর, তোমার হৃদয় (কল্‌ব্) যে তাঁহার এক ঘর, তাহা তো তোমারি মধ্যে আছে। একখানা পাথরের ঘর—যাহার উপরে ৩৬০ দিনের একদিন মাত্র তাহার নজর পড়ে, তাহার জেয়ারত করা যদি ফর্জ হয়, তবে যে

দেলের উপর দিনের মধ্যে ৩৬০ বার তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহার জেয়ারত করা আরও বেশী ফর্জ্ হওয়া চাই। আমরা জন্মের হতভাগা, তাই না আছে আমাদের এ-ঘর, না আছে আমাদের সে-ঘর। ভ্রাতঃ! মনে কর আমি কিছু নই, আমার এবাদৎ-বন্দেগীও কিছু নয়। তোমার ঈমানকে কাফেরের পৈতা ধরিয়া লও। তোমার এবাদৎকে আপন পূজা বলিয়া ভাব। আপনাকে নমরুদ ও ফেরাউন জ্ঞান কর। বান্দা হইবার ও বন্দেগী করিবার দাবি করিও না। কারণ রবুবিয়তের এজ্জতের যে ময়দান—সেই মহাপ্রভুর প্রভুত্বের যে ময়দান, সে এমন এক ময়দান যে, যদি কেহ সে ময়দানের এক কোণে উপস্থিত হয়, তবে তাহার সকল দাবি মিটিয়া যায়, সকল পুঁজি ফুরাইয়া যায়,—তাহার সকল পুণ্য পাপে পরিণত হয়, সকল গুণ দোষের মধ্যে গণ্য হয়। যদি তাহার বলিবার শক্তি পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক হয়, তথাপি সে সেখানে বোবা হইয়া যায়। যদিও সে জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হয়, তথাপি কাঠমূর্খ হইয়া পড়ে। যদি সেই মহামহিম মহাপ্রভুর এজ্জৎ ও আজ্মতের দিকে—মহিমা ও মাহাত্ম্যের দিকে নজর কর, সমুদয় সৃষ্টি একেবারে 'নাই' বলিয়া বোধ হইবে। যদি তাঁহার ছোলতান ও কোদরতের দিকে—তাঁহার মহারাজত্ব ও মহাশক্তির দিকে চাহিয়া দেখ, তবে অনুপস্থিত সমুদয়কে উপস্থিত বলিয়া দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ সেই অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা যাহা সৃষ্টি হইয়া

লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাহা যাহা স্মষ্টি হইতে থাকিবে, সকলে মিলিয়া এক মহাস্মষ্টির অপার সমুদ্র বলিয়া জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে, নাই বলিতে কিছুই নাই, সব-ই আছে! যদি ইচ্ছা করে তো প্রতি মুহূর্ত্তে মোহম্মদের মত লক্ষ মোহম্মদের স্মষ্টি করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে তাঁহার প্রতি নিশ্বাসে কাবা-কওছায়নে পৌঁছাইতে পারে এবং তাহাতে তাঁহার মহিমার কিছু বৃদ্ধি হইবে না; যদি ইচ্ছা করে তো প্রতিক্ষণে লক্ষ লক্ষ ফেরাউনের স্মষ্টি করিয়া, প্রত্যেককে অহঙ্কারে মাতাইয়া, খোদাইর দাবি করাইতে পারে এবং তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কোন হানি হইবে না। যদি ইচ্ছা করে তো সংসারে যত কাফের ও মোশ্‌রেক আছে, সকলকে দয়ার সাগরে ডুবাইয়া রাখে এবং তাহাতে তাঁহার ক্রোধের কিছু হ্রাস পাইবে না। যদি ইচ্ছা করে তো জগতের সমুদয় নবি ও অলিকে একই ক্রোধের শিকলে বাঁধিয়া অনন্ত-কাল মহাদুঃখে বন্দী করিয়া রাখে এবং তাহাতে তাঁহার অপার করুণার বিন্দুমাত্র হ্রাস হইবে না। ভ্রাতঃ! যেখানে অপার জ্ঞানের সমুদ্রে অতল মহিমার অত্যন্ত ছুটাছুটী, সেখানে আমাদের—তাঁহার স্মষ্ট, পরিমিত, ইচ্ছিত জনের ভয় কি? চিন্তা কি?

রেয়াজতে নফ্‌ছ্‌

(আত্মসংযম.)

প্রিয় মুরিদ! শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, তোমার চিরসঙ্গী—যাহার উপরে শোয়ার হইয়া তুমি, অনন্ত পথ পার হইবার চেষ্টা করিতেছ, সেই নফ্‌ছই তোমার প্রধান শত্রু। যদি তাহাকে বশে রাখিতে না পার, তবে বড় বিপদের কথা; কারণ সে-যে তোমার অন্তরের শত্রু,—প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। বাহিরের শত্রু কাফের ও ইব্‌লিছ অপেক্ষাও ইহার আফৎ হাজার গুণে বেশী। যদি পথ চিনিয়াছ, তবে এ জানোয়ার যাহাতে ঠিক পথে পথে চলে, তাহার উপায় কর। একালের সেকালের যত অপমান-লাঞ্ছনা দুঃখ-যন্ত্রণা সবই এই বজ্জাত জানোয়ারের বদমাইশীর প্রতিফল। যাহাকে দোরস্ত করিতে না পারিলে পথছাড়া হইয়া বনে-জঙ্গলে শূন্যপাথারে মারা যাইবার সন্দেহ মাত্র নাই, তাহাকে সর্ব্বদা লাগামে-চাবুকে কঠোর শাসনে রাখা নেহাৎ দরকার। বনের পশুকে, বদমাশ ঘোড়াকে হাঁক মানাই-বার জন্য কি করে জান তো? প্রথমে গায়ের বল কমাইবার জন্য অল্পে অল্পে আহারের পরিমাণ কমাইতে থাকে, ভয় জন্মাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সহমত মারপিটও করে। তার পর যখন দেখিল, গায়ের বল প্রয়োজন মত কমিয়া আসিয়াছে,

তখন কাঁটা-লাগাম দিয়া, মজবুত চাবুক হাতে করিয়া তার পিঠে চড়ে। এইরূপে আস্তে আস্তে নেহাৎ বেআড়া জানোয়ারও অবশেষে বশীভূত হইয়া যায়।

যদি তুমি বরাবর ভরপেট আহার কর, তবে তোমার ঘুম ও আলস্যের পরিমাণ বেশী হইতে থাকিবে। তারপর জানিও যখন তোমার পেট তাজা থাকে, তখন শরীরের রগে রগে রক্তের স্রোতঃ খুব জোরে চলিতে আরম্ভ করে বলিয়াই গাঁজা-ভাঙের নেশার মত, সংসারটা খামাখা বড় আনন্দের বলিয়া বোধ হয়; যত সব গঁওয়ারি খেয়াল, ইৎরামো আলাপ করিবার ইচ্ছা হয়, অযথা আমোদ-আহ্লাদে হা হা হি হি অট্টহাসির তুফান উঠে। কিন্তু যখন ক্ষুধা লাগে, তখন আর ওসব তত ভাল লাগে না, সকল খেয়াল একপাশ হইতে আরম্ভ করে। তবেই বুঝিলে, নফ্‌ছকে দমন করিবার যত রকমের ফিকির আছে, তার মধ্যে আস্তে আস্তে ইহার আহারের পরিমাণ কম করাটাই প্রধান ও প্রথম। কিন্তু মনে রাখিও, যে-কোন বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়। সকল কাজে মাঝামাঝি চাল চলাই উত্তম। মানে, তোমার এই নফ্‌ছ-রূপ পশুটাকে এমন খাওয়ান খাওয়াইও না যে, সে পেটের ভারে নড়িতেই পারে না; অথবা অতিরিক্ত গায়ের জোরে লাগাম ঠেলিয়া যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকেই ছুটিয়া যায় এবং এমন কমও খাওয়াইও না যে, একেবারে অচল হইয়া পড়ে বা অনাহারে-অত্যাচারে প্রাণেই মারা যায়।

ফলকথা খাইতে খাইতে আর ইচ্ছা হয় না, এমন খাওয়া খাইও না।

যাহারা মুরিদ, তাহাদিগকে কিন্তু অভ্যাস করিয়া করিয়া সর্ব্বদার জন্য একটু বেশী রকমের ক্ষুধাই রাখিতে হইবে। আস্তে আস্তে অভ্যাসের বলে শরীর কিছুমাত্র দুর্ব্বল হইবে না, ইহাতে ইন্দ্রিয় সকলের আনন্দের পরিমাণ কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে পুণ্যের আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতে আরম্ভ করে ; তখন এবাদৎ-বন্দেগীতে আরাধনা-উপাসনায় যে আনন্দ মিলে, সংসারের সুখ তাহার কাছে দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা বলিয়া বোধ হয়।

আরও ভাল করিয়া বলি, শুন! তিনটী উপায় অবলম্বন করিলে নফ্ছকে দমন করা যাইতে পারে। প্রথম—যে যে বিষয়ে সে আনন্দ ও আরাম পায় এবং যে যে বস্তু আহার করিলে উহার শক্তি বাড়ে, তাহা যথাসম্ভব কমাইয়া দাও, যেমন পূর্ব্বে বলা হইল। পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, নফ্ছ যে সময়ে খুব তেজিয়ান হয় ও কুকাজ করিতে চাহে, তখন তাহাকে যদি খোদার ও পয়গম্বরগণের, গওছ, কোতব, আবদাল, আওতাদ, নোজবা, নোকবা ইত্যাদি অলিআল্লাহ্-গণের, সমুদয় পীরাণে তরিকতের এবং তৌরিত-জবুর-ইঞ্জিল ও ফোর্কান, সমুদয় আছমানি কেতাবের দোহাই দাও, মরণের, কবরের, কেয়ামতের ও দোজখের ভয় দেখাও, বেহেশ্তের অপার সুখের কথা শুনাও, সে কিছুতেই হাঁক মানিবে না,

কোনমতেই সে গোনাহ্ হইতে বাজ থাকিবে না; কিন্তু যেমনি তাহার আহারটী বন্ধ করিবে, অমনি তাঁবেদার বনিবে। দ্বিতীয়—উহার পিঠে এবাদৎ-বন্দেগীর খুব ভারী বোঝা চাপাইবে; কারণ দেখিয়াছ তো, গাধার পিঠে উচিত মত বোঝা চাপাইলে তাহার বজ্জাতি একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তৃতীয়—খোদার কাছে সাহায্য ও আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। এই তিনটী বিষয় বরাবর পালন করিলে নফ্‌ছের বদ্‌চাল দূর হইয়া যাইবে। যখন দেখিবে, সে বশে আসিয়াছে, তখন শীঘ্র তাহার মুখে **তাক্‌ওয়ার লাগাম** লাগাইয়া দাও। বছ্, সব কাজ সিদ্ধ—আর ভয় নাই।

এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশয়! তাক্‌ওয়া কি? জানিয়া রাখ, তাক্‌ওয়া অমূল্য বস্তু। যাঁহার তাক্‌ওয়া আছে, তিনি সারা দুনিয়ার বাদশাহী করেন, ইহকাল পরকালের সকল সৌভাগ্য লাভ করেন। হজরত কাতাওয়া রযিআল্লাহো আন্‌হো বলেন,—"তৌরিতে লিখিত আছে, "হে আদমসন্তান! তোমরা তাক্‌ওয়া কর এবং যেখানে ইচ্ছা নিশ্চিন্তে ঘুমাও" তাক্‌ওয়া সমুদয় সদ্‌গুণের ও সমস্ত উত্তম চরিত্রের সমষ্টি, তাক্‌ওয়ার জোরে সকল কাজে জয় হয়, সকল দর্জায় পৌঁছা যায়। যাহার তাক্‌ওয়া নাই, তাহাকে মুরিদ বলা যাইতে পারে না।

তফছির এমাম-জাহেদে লিখিত আছে, তাক্‌ওয়া দুই প্রকার। একটী মূল, অপরটী তাহার ডাল। কোফর পরিত্যাগ

করিয়া ঈমান গ্রহণ করা, ইহাই মূল তাক্‌ওয়া, আর বদকাজ ছাড়িয়া নেক আমল করা, তাহার ডাল। হজরত মশায়েখ-গণ বলিয়াছেন, তাক্‌ওয়ার মঞ্জেল তিনটী। প্রথম শের্ক্ পরিত্যাগ করা ; দ্বিতীয় বেদ্‌অৎ পরিত্যাগ করা ; তৃতীয় গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। মোটকথা, দিন এছলামের পক্ষে যে যে বিষয় তোমার অপকার করিবে বলিয়া ভয় হয়, তাহা হইতে দূরে থাকা, ইহাই তাক্‌ওয়া। শুনিয়াছ তো, যে ব্যারামি পথ্য ভিন্ন অপথ্য ব্যবহার করে না, তাহাকেও মোত্তকী বা তাক্‌ওয়া-পরস্ত বলে।

দিন-এছলামের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর, তাহা দুই প্রকার, ১ম— যাহা হারাম ও গোনাহ্, ২য়— অতিরিক্ত হালাল। যাহা ব্যবহার করিতে নিষেধ নাই, অধিক পরিমাণে ভোগ করিলে তাহাও মানুষকে পাপের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

হালালের বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করিতে খুব কোমর-বাঁধা রহিও। সময় অমূল্য বস্তু, বৃথা সময় নষ্ট করিও না। খাওয়া যায় বলিয়া দিনরাত খাওয়ার তালেই থাকিবে, ঘুমাইতে নিষেধ নাই বলিয়া যখন-তখন অকারণ নিদ্রায় ঘণ্টা-কা-ঘণ্টা কাবার করিবে, আলাপ করিতে নিষেধ নাই বলিয়া, বাজে গল্পে, বাজে কথায় কাল কাটাইবে, খবরদার, এরূপ করিও না, করিলে, একাল সেকাল বরবাদ যাইবে। হজরত ঈশা আলাহেছ্ ছালাম উপদেশ করিয়াছেন, মানুষের জীবন তিন দিনের বেশী নয়। প্রথম—যে দিন চলিয়া গিয়াছে—

তাহা তো এখন স্বপ্ন। দ্বিতীয়—যে দিন আসিবে, তাহা পাওয়া যাইতেও পারে, না-ও যাইতে পারে। তৃতীয়—যে দিন হাতে আছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মানুষের জেন্দেগী একদিন মাত্র। আরও কোন মহাজন কহিয়াছেন, জীবন আমাদের তিনটী নিশ্বাস মাত্র। এক তো যে নিশ্বাস ফেলিয়াছি, তাহার কোন চিহ্নই নাই। দ্বিতীয় যে নিশ্বাস তুলিব, তাহার তো কোন ভরসা নাই। তৃতীয় যে নিশ্বাস তুলিতেছি। তবেই বুঝিলে, কাজের হিসাবে, জীবন আমাদের এক নিশ্বাসের বেশী নয়। অতএব কি করা চাই, কি করিতেছি, প্রতি নিশ্বাসে তাহার খেয়াল করিয়া রাখিও। এইবেলা—আর বেলা নাই, এই ভাব্‌না যতই ভাবিবে, নফ্‌ছ তোমার ততই চল্‌নেওয়ালা হইবে; তওবায় বিলম্ব করিতে চাহিবে না, দিনের পথে মেহনৎ করিতে কোন শিরকশি করিবে না, মরণের জন্য সর্ব্বদাই তৈয়ার রহিবে।

চরিত্র-সংশোধন।

প্রিয় মুরিদ! খুব চেষ্টা করিতে থাক, যাহাতে দিনের দিন তোমার চরিত্রের ও স্বভাবের সমুদয় দোষ দূর হইয়া যায়। তরিকতের পথে এটী সকলের চেয়ে খুব বেশী দরকারী। যে গুণ দিয়া যে দোষের শোধন হয়, সেই গুণ দিয়া সে দোষ দূর করিয়া ফেল। অহঙ্কার ছাড়িয়া বিনম্র

কর, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করিয়া ভাল-মন্দ সকলকে করুণার চক্ষে দেখিতে থাক ইত্যাদি ইত্যাদি। জানিও, মনে রাখিও, এ বিষয়ে অবহেলা করিলে বড় বিপদে পড়িতে হইবে, বিষম অপমান ভোগ করিতে হইবে। জগতে যত পশু ও জানোয়ার আছে, সকলেরই স্বভাব মানুষের মধ্যে আছে। মানুষকে মানুষ হইতে হইলে ঐ সকল পশুর ও জংলী জানোয়ারের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা, যাহার স্বভাব বেশীর ভাগে যে পশুর মত, কা'ল কেয়ামতের দিন তাহাকে সেই পশুর আকার পাইতে হইবে। যেমন, আজ যাহার রাগ বেশী আছে, কা'ল কেয়ামতের দিন সে কুকুরের আকারে উঠিবে। যে ব্যক্তি খুব তোষামু'দে, চাটুকার, সে খেঁকশিয়াল হইবে। যে কামুক, পরস্ত্রী অভিলাষী, পরকালে সে শূয়ারের আকারে উঠিবে ইত্যাদি। হছিদ শরীফে লিখিত আছে, কেয়ামতের দিন হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ আলায়হেছ্ ছালাম দেখিবেন, তাঁহার পিতা আজরকে দোজখে লইয়া যাইতেছে। তিনি নিবেদন করিবেন, খোদা! এই হাসরের মহাসভায় আমারি সম্মুখে আমার বাপকে দোজখে লইয়া যাওয়া হইতেছে, আমি একজন উলুল্ আ'জম পয়গম্বর, আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী অপমানের কথা আর কি হইতে পারে? অথচ আমি দুনিয়ায় রহিয়া মোনাজাত করিয়াছি, "প্রভো! যে দিন আমাকে উঠান হইবে, আমাকে দুঃখিত করিও না।"

(ওয়ালা তা্হজনি ইয়াওমা ইওব্আছুন্) তৎক্ষণাৎ আজরের মনুষ্যমূর্ত্তি বদলিয়া গিয়া পশুর আকার প্রকাশ পাইবে। খোদা দেখাইবেন, ইহার মধ্যে এই পশুর স্বভাব প্রবল ছিল ও বলিবেন, এ পশুর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?

আছহাবে-কহফের কুকুর, মানুষের আকারে মানুষের দলে স্থান পাইবে; কারণ সে সংসারে আকারের হিসাবে কুকুর ও চরিত্রের হিসাবে মানুষ ছিল। হুজুর আলায়হেছ্-ছালাম কহিয়াছেন, (হদিছ) 'ওহোদুন্ জবলুন্ ইওহেব্বোনা ওয়া নোহেব্বোহু'—ওহোদ একটী পাহাড়, সে আমাদিগকে ভালবাসে এবং আমরা তাহাকে ভালবাসি। আজ দেখিতেছি, তাহার শরীর পাথর দিয়া গড়া; কিন্তু কা'ল দেখিতে পাইব, সে মানুষের আকারে ছিদ্দিকগণের দলে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ যদি বলে, ওহোদ তো একটা অচেতন পদার্থ, সুতরাং দোস্তী (বন্ধুতা) কিম্বা দুশ্মনী তাহার মধ্যে থাকা অসম্ভব। তাহার উত্তর এই যে, "ওহোদুন্ জবলুন্ ইওহেব্বোনা ওয়া নোহেব্বোহু" ইহা যাহার-তাহার কথা নয়, স্বয়ং রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের পবিত্র মুখের বাণী; তাহা কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। তাঁহার চক্ষু কর্ণ ও জ্ঞান তোমার আমার মত নহে, সকলি অনন্তের সহিত যুক্ত। অচেতন বস্তুর নিকটেও তাঁহারা বহুকথা শুনেন। শুনিয়াছ তো, যাঁহারা আহ্লেকশ্ফ্, যাঁহাদের অন্তরে গায়বের (অব্যক্তের) দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা

শুনিতে পান, আকাশ-পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্ব্বত সমুদয় অচেতন বস্তুও দিনরাত তছবিহ্ (বিভু গুণ-গান) পড়িতেছে। ইওছাব্বেহো.লাহু মা ফিছ্ছামাওয়াতে ওয়াল্ আর্যে—আসমানে-জমিনে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার তছ্বিহ্ পড়িতেছে—ইহা কোর্-আনের কথা, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সমুদয় জগৎ জুড়িয়া এক মহাসঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। জর্রায় জর্রায়, অণুতে পরমাণুতে খোদার প্রেমগান বাজিয়া যাইতেছে। এই মর্ম্মে কোন প্রেমিক কি সুন্দর গাহিয়াছেন—

পেশে তু ইঁ ছঙ্গরেজা ছাকেতস্ত্
পেশে মা হক্কা ফছিহো নাতেকস্ত্"

অর্থ—তুমি মনে কর, এই কাঁকরগুলি চুপ করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু আমরা শুনি, ইহারা সুন্দর কথা কহিতেছে। 'এছ্মতে আম্বিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সমুদয় জগৎ খোদার প্রেমে মাতোয়ারা, খোদাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। মছনবি শরীফেও এ কথার উল্লেখ আছে, যথা—

"ছদ্ হাজারাঁ রাজ দর্ মোরে নেহন্দ্
দর্ দেলশ্ আজ্ এশ্কে খোদ্ শোরে নেহন্দ্
জর্রা জর্রা আশেকাঁ আন্দর হাওয়া
পোর্ শোদা আজ্ পর্ত্তওয়ে এশ্কে খোদা
জুমলায়ে জর্রাত পয়দা ও নেহাঁ
ফেৎনায়ে এশ্কস্ত্ দর্ হর্ দোজাহাঁ"

অর্থ—খোদা সামান্য এক পিঁপ্‌ড়ার মধ্যে লাখ্‌ লাখ্‌ ভেদ (তত্ত্ব) রাখিয়াছেন ; তাহার অন্তরে নিজের প্রেমের শোর তুলিয়া দিয়াছেন ; বায়ুর মধ্যে যতগুলি অণু আছে, তাহারা সকলেই প্রেমিক, তাহারা সকলেই খোদার প্রেমের ছায়ায় পরিপূর্ণ হইয়াছে ! গুপ্ত কিম্বা প্রকাশিত সমুদয় পরমাণুই একালে সেকালে প্রেমের গণ্ডগোল মাত্র।

এত বড় কঠিন কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, এত বড় ভয়ঙ্কর বিপদ ভুলিয়া গিয়া সকলেই অলস হইয়া রহিয়াছে, আলোক ছাড়িয়া ঘোর অন্ধকারে বসিয়া আছে ; মানুষের কাজ, মানুষের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া পশুর দফ্‌তরে নাম লিখাইয়াছে। যাহাহউক, খোদা যাহাদের চক্ষু পরিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদের অন্তরে প্রেমের পিপাসা দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আপন-কাজে অবহেলা করা উচিত নয়। আস্তে আস্তে অভ্যাস করিয়া চরিত্রের সকল দোষ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। খোদা অনুগ্রহ করিলে অল্পদিনের মধ্যে স্বভাবের সকল দোষ, অন্তরের সমুদয় ময়লা দূর হইয়া যাইবে ; একালেও মানুষ হইবে, সেকালেও মানুষ হইবে। যদি কেহ জানিতে চায়, কেয়ামতের দিন তাহার কি আকার হইবে, তবে সে দেখুক, তাহার স্বভাবে কাহার স্বভাবের অধিকার আছে।

ভ্রাতঃ ! বড়ই চিন্তার বিষয়, যদি কাহারো স্বভাবে কোন পশুর স্বভাবের লেশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে সেই পশুরই আকারে উঠিতে হইবে। যদি তাহাকে অনুগ্রহ

করিয়া মানুষের আকারে বেহেশ্‌তেও দাখিল করা হয় ও বেহেশ্‌তের যাবতীয় পবিত্রতা ও আনন্দের সামগ্রীও তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তথাপি সেখানে সেকালে তাহার এখানের একালের স্বভাব বদলিবে না। সে কালের কাল বেহশ্‌তে বাস করিবে, বড় বড় চাঁদি-সোণার বালাখানায় হুরগণ লইয়া আনন্দ করিবে; কিন্তু খোদা খাস মানুষের জন্য যে পরমানন্দের বাজার সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহার ধারপারেও সে যাইতে পারিবে না। যে খোদা প্রাণের প্রাণ, যিনি সমুদয় ছিদ্দিকগণের, সমুদয় পুণ্যপ্রাণের জীবনের লক্ষ্য, তাঁহাকে যে পাইল না, সে কি পাইল? এবং যে ভাগ্যবান খোদাকে পাইল, তাহার কি পাইবার বাকি রহিল?

আইয়াম বিয্‌ ও অন্যান্য সময়ের রোজা রাখা নেহাৎ দরকার, যেন কখনও বাদ না যায়। দেশে-বিদেশে যেখানেই থাক, সর্ব্বদা পেট খালি রাখিয়া অজুর উপর অজু, গোছলের উপর গোছল করিয়া আলস্য ও অধিক নিদ্রার চিকিৎসা করিবে।

ভ্রাতঃ! খোদা ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা মাটির দিকে মুখ কর * এবং মানুষকে আদেশ করিয়াছেন, তোমরা পাথরের দিকে মুখ কর; ইহার অর্থ

* ফেরেশ্‌তাগণকে হজরত আদমের মাটির শরীর লক্ষ্য করিয়া ছেজ্‌দা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল। মানুষকে পাথরের তৈয়ারী কা'বাগৃহ লক্ষ্য করিয়া ছেজ্‌দা করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

কি, জান ? ফেরেশ্‌তা কিংবা মানুষ যে কাজ, যে সাধ্য সাধনা করে, তাহার মূল্য কি, তাহা এই ইশারায় প্রকাশ করা হইয়াছে। মুছা আলায়হেছ ছালাম নিবেদন করিলেন, খোদা! আমায় দেখা দাও (রবেব আরেনি)। খোদা কহিলেন, না, তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না, তুমি বরং ঐ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। (লান্ তারানি ওয়ালাকেনেঞ্জোর্ এলাল্ জবলে)। কারণ, আৎ-তুরো হজ্‌রুন্ ওয়া আন্তা মজ্‌রুন্—কোহে-তুর (তারস পর্ব্বত) পাথর মাত্র এবং তুমি মাটির একটী ঢিল মাত্র। বাস্তবিক ঢিল পাথরেরই এবং পাথর ঢিলেরই উপযুক্ত।

কা'ল যে তিনি দেখা দিবেন, সেটী তাঁহার অনুগ্রহ মাত্র; কাহারও কর্ম্মফল নহে। কাহারও চক্ষু তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের যোগ্য নহে, কাহারও কর্ণ তাঁহার কথা শুনিবার উপযুক্ত নহে, কাহারও জ্ঞান তাঁহার তত্ত্ব বুঝিবার পাত্র নহে।

কিন্তু যাহারা তালেব,—যাহারা খোদাকে পাইতে চায়, তাহারা এত অপদার্থ ও অকিঞ্চিৎকর হইয়াও আপনাকে তাঁহার কৃপালাভের অযোগ্য মনে করে না। শতবার তাড়া খাইলেও তাঁহার দুয়ার ছাড়িতে, তাহারা কখনই রাজি হয় না। মুরিদ! খবরদার, আশা কখনও ছোট করিও না। তাঁহার অপার করুণার দিকে দিন-রাত চাহিয়া থাক।

কশ্ ফ্।

ইন্দ্রিয়গণ ও রিপু সকলের গণ্ডগোলে আমাদের অন্তরের চক্ষে পর্দা পড়িয়া যাওয়ায় আমরা হকিকতের ময়দান দেখিতে পাইতেছি না, গায়বের খবর জানিতে পারিতেছি না, সেই পর্দার নাম হেজাব এবং হেজাব খুলিয়া যাওয়ার নাম কশ্ ফ্। যাঁহাদের দেলের হেজাব উঠিয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে আহ্লেকশ্ফ্ বা আছহাবে-কশ্ফ্ বলা হয়। অন্তরের চক্ষে হেজাব থাকার দরুণ আমরা খোদার অপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। পর্দা উঠিয়া গেলে, কশ্ফের নজরে বান্দা যে বিরাট জগৎ দেখিতে পায়, তাহাকে কাহারো মতে আঠার হাজার, কাহারো মতে ৭০ সত্তর হাজার আলম কহে এবং এই আঠার বা সত্তর হাজার আলম মানুষের মধ্যেই আছে। এই আঠার হাজার আলমকেই দুনিয়া ও আখেরৎ, অথবা গাএব ও শাহাদৎ (অব্যক্ত ও ব্যক্ত) কিম্বা জেছমানি ও রুহানি অথবা নূর ও জোল্মতও (আলো ও অন্ধকার) বলা হয়। বস্তুতঃ সবই এক,—নাম ভিন্ন ভিন্ন মাত্র।

ছালেক যখন এবাদতের টানে—খোদার প্রেমের আকর্ষণে শরিয়তের আদ্না দর্জা হইতে একেবারে উপরের দর্জায় উঠিয়া যায়, অপর কথায় আছ্ফলে-ছাফেলিন হইতে আ'লা ইল্লিনে উরুজ করে, ছেদ্কের পারে, তরিকতের পথে প্রাণপণে

চলিতে আরম্ভ করে এবং নিজ পীর-মোর্শেদের চরণে আপনাকে সপিয়া দেয়, তখন এক একটী হেজাব উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক আলমের কশ্ফ্ হইতে থাকে। অন্তর যত বেশী পরিষ্কার হয়, কশ্ফের জোরও তত বেশী হয় এবং ঐ সকল আলমের মোশাহেদাও তত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

প্রথম প্রথম ছালেকের জ্ঞানের চক্ষু (দিদ-এ-আক্‌ল্) ফুটিতে আরম্ভ করে ও যত বেশী হেজাব উঠিয়া যায়, তত বেশী সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অন্তরে ফুটিতে থাকে। ইহাকে 'কশ্ফে নজরি' কহে। এ জ্ঞান তত বিশ্বাসযোগ্য নহে। দূর হইতে দেখিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পায়ে হাটিয়া নিকটে যাইয়া দেখার মত নহে। নিকটে গিয়া দেখার জ্ঞানই বিশ্বাসের জিনিষ। ছালেক কশ্ফেনজরি পার হইবার পর 'কশ্ফে-দেলিতে' গিয়া পৌঁছে। 'কশ্ফে-দেলির' আর এক নাম 'কশ্ফে-শুহুদি'। এই অবস্থায় নানা প্রকারের নূর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর কশ্ফে-ছিররি প্রকাশ পায়, ইহাকেই কশ্ফে-এল্হামি বলে। ইহা দ্বারা সৃষ্টির তত্ত্ব ও প্রত্যেক বস্তুর অজুদের (সত্ত্বার) হেকমৎ (পরমার্থ) বুঝিতে পারা যায়। এই বিরাট তত্ত্বের ময়দানে উপস্থিত হইয়া কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

"আয় কর্দা গমৎ গারৎ হোশে দেলে মা
দর্ তু জদায়ি খানা ফোরোশ দেলে-মা

ছেরে´ কে মোকাদ্দেছাঁ আর্জা বেখবরন্দ্
এশ্কে তু ফোরোগোক্তা বগোশে দেলেমা"

অর্থ—

তোমারি প্রেমের ব্যথা ওগো প্রাণনাথ !
লুঠিয়াছে হৃদয়ের জ্ঞানের ভাণ্ডার,
বিকা'য়েছে বাড়ী-ঘর চিত্ত আমাদের,
তুমি তো তোমাতে তারে দিয়াছ আশ্রয়।
পায় নাই পুণ্য প্রাণ যে তত্ত্বের দেখা
সে দুরূহ মর্ম্মবাণী গোপনে গোপনে
অন্তরের কানে কানে কহে তব প্রেম।

ইহার পর 'মোকাশেফাতে-রুহি' প্রকাশিত হয়। এই কশ্ফের নাম 'কশ্ফে রুহানি'। এই মকামে বেহেশ্ত্, দোজখ ও ফেরেশ্তাগণকে দেখিবার ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং রুহ্ যখন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, শারীরিক ময়লা তাহাতে আর মোটেই থাকে না, তখন উহাতে অনন্ত জগৎ (আলমে-লামোতানাহি) প্রকাশিত হইয়া পড়ে,—অনাদি হইতে অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই বিরাট তত্ত্বের পরিধি (আজল ও আবদের দায়রা) দেখিবার তাহার ভাগ্য হয়,—এখানে জমান্ ও মকানের (কাল ও স্থানের) পর্দা উঠিয়া যায়। এ জগতের কাল ও স্থানের পর্দা উঠিয়া গেলে "পরজগতের" কাল ও স্থানের অর্থ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় এই মকামে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—উপর নীচ,

নিকট দূর ইত্যাদি সকল দিকের বেড়া ভাঙ্গিয়া যায়, তখন ছালেক অতীত ভবিষ্যৎ, দূর-নিকট, অগ্র-পশ্চাৎ সব সমান দেখিতে আরম্ভ করে।

হুজুর আলায়হেছ্ছালাম আদেশ করিয়াছেন, "আমি সাম্‌নেও যেমন দেখি, পিছনেও তেমনি দেখি।" লোকে কশ্‌ফ্-কারামত (দৈবজ্ঞান ও অলৌকিক কার্য্য) যাহাকে বলে, তাহা এই মকামেই লাভ হইয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা, জল, বায়ু ও আগুনের উপর দিয়া চলিবার এবং নিমেষের মধ্যে জগতের এক কিনারা হইতে অপর কিনারায় যাইবার শক্তি, এই মকামেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ হইল, তাহা নহে; কারণ ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, মোছলমান কাফের সকলেই এ শক্তি লাভ করিতে পারে; যেহেতু সকল মানুষেরই রুহ আছে। যথারীতি পরিশ্রম করিলে যেমন দেহের শক্তিলাভ করা যায়, সেইরূপ যথা-নিয়মে অভ্যাস করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপু সকলের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের গণ্ডগোল মিটাইতে পারিলে সকলেই নিরাকার অনন্তের জগতে উপস্থিত হইয়া আত্মার (রুহের) অসাধারণ শক্তিলাভ করিতে পারে। পয়গম্বর ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লাম, হজরত এব্‌নে ছাবেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওয়া মা তারা'—আর তুমি কি দেখিলে? তিনি উত্তর করিলেন, 'আলাল্ আর্শা আলাল্ মায়ে'— দেখিলাম, পানির উপরে আর্শ রহিয়াছে। হুজুর

আলায়হেছ্ ছালাম কহিলেন—'জাকা আর্শো ইব্লিছে'—উহা ইব্লিছের অর্শ্ (আসন)। মানে—জল আগুন কিম্বা বাতাসের উপর দিয়া চলিবার ক্ষমতা শয়তানেরও আছে। দজ্জালেরও এই প্রকারের অসাধারণ ক্ষমতা রহিবে। হদিছ শরিফে লিখিত আছে, সে কাহাকেও মারিয়া ফেলিবে ও পুনরায় তাহাকে জীবন দিবে। কিন্তু আসল কারামত যাহাকে বলে, তাহা মুছলমান ভিন্ন অন্য জাতির হওয়া অসম্ভব।

শুধু ঈমান ও এছলামের বলে 'কশ্ফে রুহানির' মকাম পার হইয়া 'কশ্ফে-খফির' মকামে পৌঁছিতে পারা যায়। 'রুহ্' সকলেরই আছে; কিন্তু 'খফি' খাছ্ মুছলমান ভিন্ন আর কাহারও নাই।

'খফি'র সাহায্যে দুইটি খাছ্ জগতের দুয়ার খোলে। প্রথম 'ছেফাতে খোদাওন্দি' অর্থাৎ খোদার অনন্ত গুণরাশি; দ্বিতীয় 'আলমে রুহানিয়ৎ' দেল্ স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার কশ্ফ্ করিবার উপযুক্ত হইলে খোদার স্বভাবের সহিত মানুষের স্বভাবের যোগ হয়। যথা, খোদা আদেশ করিয়াছেন, 'তখল্লকু বে-আখ্লাকেল্লাহে', মানে—'তোমরা খোদার চরিত্রের মত চরিত্র লাভ কর। এই অবস্থায় খোদার গুণসমূহের ছায়া বান্দার রুহের উপর পড়িতে আরম্ভ করে। এল্মের (জ্ঞানের) ছায়া পড়িলে এল্মেলদুন্নি লাভ করে, শুনিবার ক্ষমতা আসিলে খোদার কালাম ও খেতাব (আহ্বান) শুনিতে পায়, দেখিবার ক্ষমতা আসিলে রুইয়ৎ ও মোশাহেদা লাভ হয়, জামালের

(সৌন্দর্য্যের) ছায়া পড়িলে জওক্-শওক্ বা আনন্দ-উল্লাস জন্মে; জালালের (ভয়ঙ্কর ভাবের) ছায়া পড়িলে ফানা-এ-হকিকি * এবং 'কাইয়ুমি'র (নিত্য নিরাময়ত্বের) ছায়া পড়িলে বাকা-এ-হকিকি † প্রকাশিত হয় এবং ওয়াহ্দানিয়ৎ (এক-অদ্বিতীয় রূপ) গুণের ছায়া পড়িলে ওয়াহ্দতের বা এক অদ্বিতীয় ভাবের বিকাশ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভাবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কোন মহাজন গাহিয়াছেন :—

"তা বর্ ছরে কুয়ে এশ্কে তু মঞ্জেলে মাস্ত্
ছেরে দোজাহাঁ বজুয়া কশ্ফে দেলে মাস্ত্
ও আঁজা কে কদমগাহে দেলে মোক্বেলে মাস্ত্
মৎলুবে হামা মৎলুবে জাহানিয়াঁ হাছেলে মাস্ত্"

পদ্যানুবাদ

প্রেমের জগতে তব রহি যতকাল
সমুদয় তত্ত্ব ইহ-পর-জগতের
অন্তরেতে আমাদের প্রস্ফুটিত রয়।
আমাদের গুণগ্রাহী চিত্তের আসন
যে উচ্চ তত্ত্বের মঞ্চে পায় অধিষ্ঠান,
জগতের পূজ্যপাদ পুণ্যাত্মগণের
হৃদয়ের বাঞ্ছা তথা দেয় দরশন।

ভ্রাতঃ! অক্ষম অপারগ বলিয়া নিরাশ হইও না। কারণ

---

* ফানা-এ-হকিকি—প্রকৃত আমিত্বহীন ভাব।

† বাকা-এ-হাকিকি—প্রকৃত অমর জীবন।

কোন কাজের মূলে কোন কারণ নাই; সকল কর্ম্মের কারণ স্বয়ং খোদা। শুধু খোদারই ইচ্ছায় ধনী কাঙাল হয়, কাঙাল সাতমুলুকের বাদশাহ্ হয়।

এক শব্‌কদরের রাত্রে খোদা জিব্রিল আলায়হেছ্ ছালামকে আদেশ করিলেন, 'তুমি আজিকার রাত্রি দুনিয়ায় নামিয়া দেখ ত সেখানে কি দেখিতে পাও!' আদেশ অনুসারে তিনি সংসারে আসিয়া দেখিলেন, সকলেই ঘুমাইতেছে, কেবল মাত্র এক বুড়া এক পুতুলের সম্মুখে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কাছে আপনার মতলব চাহিতেছে। জিব্রিল আলায়হেছ্-ছালাম নিবেদন করিলেন, "খোদা! যদি আদেশ কর, তবে ইহাকে আমি এক ধাম্‌কিতে মারিয়া ফেলি।" আদেশ আসিল—"না—সে আমাকে খোদা বলিয়া চিনে না; কিন্তু আমি উহাকে বান্দা বলিয়া জানি।" আর এক শব্‌কদরের রাত্রে জিব্রিল আলায়হেছ্ ছালামকে দুনিয়ার অবস্থা দেখিতে যাইবার আদেশ হইল। সে রাত্রি তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ এক মছ্‌জেদে একপায়ের উপর দাঁড়াইয়া খুব মগ্ন হইয়া নামাজ পড়িতেছে। খোদা আদেশ করিলেন, "হে জিব্‌রিল! এই বৃদ্ধ সেদিন একেবারে আপনহারা হইয়া পুতুলকে ছেজ্‌দা করিতেছিল। দেখিয়াছ, সেদিন এ আমার বেগানা ছিল, আজ কেমন এগানা হইয়াছে।"

আনোয়ার (নূরের বহুবচন)

খাওয়া-পরা-বিষয়-বাসনার চিন্তা ও পাপ কাজের খেয়াল দূর হইয়া গেলে যখন মানুষের অন্তর নির্ম্মল ও নিষ্কাম হয়, তখন উহাতে গায়বের নূর প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। প্রথম অবস্থায় ঐ নূর বিজলী বা ঝিকিমিকি আগুনের মত দেখা যায়। তাহার পর অন্তর যতই বেশী পরিষ্কার হয়, ঐ প্রকার নূরের আলোকও তত বেশী উজ্জ্বল হয়। তাহার পর ঐ বিজলীর মত নূর চেরাগ, মশাল কিম্বা জ্বলা আগুনের মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর উচ্চ শ্রেণীর নূর (নূরহা-এ-উল্‌বি) প্রকাশ পায় ও তাহা প্রথমে ছোট-বড় তারার মত, চাঁদের মত এবং অবশেষে সূর্য্যের মত দেখা দিতে আরম্ভ করে।

মনে রাখিও, যাহা বিজলী কিম্বা ঝিকিমিকি আগুনের মত, তাহা বেশী বেশী অজু ও নামাজের নূর। এক সময়ে হজরত শেখ আবুছইদ আবুলখএর কোদ্দেছাল্লাহো ছির্‌রহুর একজন মুরিদ অজু করিয়া খেল্‌ওয়াতে গিয়া এক নূর দেখিতে পাইল। অমনি চীৎকার দিয়া বলিল, "আমি খোদাকে দেখিলাম!" হজরত শেখ আসল কথা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আরে অজ্ঞান! ও-যে তোমার অজুর নূর, তুমি কোথায়, আর খোদা কোথায়!" এই সময়ে যদি সেই মুরিদ আপন পীরের

চেরাগ বা মশালের মত দেখা যায়, তাহা মোর্শেদের বেলায়তের নূর। আর ঐ প্রদীপ বা মশাল স্বয়ং দেল ভিন্ন আর কিছুই নহে, যাহা ঐ পরিমাণে আলোকিত হইয়াছে। তারপর যাহা তারা, চাঁদ বা সুরুযের মত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রুহানিয়তের নূর; অর্থাৎ রুহের নুর দেলের আছমানে উদয় হয়। যখন দেলের আয়না তারার পরিমাণে পরিষ্কার হয়, তখন রুহ্ তারার পরিমাণে প্রকাশিত হয়। যদি পূর্ণিমার চাঁদের মত দেখা যায়, জানিতে হইবে, দেল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে। যদি ঐ চাঁদের মধ্যে কিছু হানি দেখা যায়, তবে জানিবে, অন্তরে এখনো ঐ পরিমাণে ময়লা অবশিষ্ট আছে। যখন ঐ দেলের আয়না পরিষ্কারের উপর পরিষ্কার হয়, তখন উহাতে রুহ্ সূর্য্যের আকারে প্রতিফলিত হয়। দেলের ছাফায়ি আরও যত পরিষ্কার হয়, ঐ সূর্য্য ততই আরও অধিক উজ্জ্বল হইতে আরম্ভ করে। এমন কি শেষে হাজার হাজার সূর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যদি চন্দ্র ও সূর্য্য একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে চন্দ্রকে দেল্ ও সূর্য্যকে রুহ্ বলিয়া জানিবে। কিন্তু এ অবস্থায়ও রুহের নূর বহু হেজাবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া উহা সূর্য্যের আকারে প্রকাশ পায়; নতুবা রুহের যে নূর, তাহার কোন আকার বা মূর্ত্তি নাই। আর ঐ যে খোদা কহিয়াছেন—"মন্ তকার্‌রাবা এলাইয়া শেব্‌রান, তকার্‌রাব্‌তো এলায়হে জেরা-আন্"—যে-আমার দিকে আধ হাত সরিয়া আইসে, আমি তাহার

দিকে একগজ সরিয়া যাই—এই অনুগ্রহের ফলে কখনো কখনো খোদার খোদাইর নূর দেলের আয়নায় ছায়া ফেলিয়া থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেমন করিয়া জানিবে, উহা খোদার নূর? বোজর্গান তাহার উত্তর এই দিয়াছেন যে, যে নূর খোদার ছেফাত হইতে প্রকাশিত হয়, তাহা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় এবং আপনা-আপনি দেলে-দেলেও বুঝিতে পারা যায়। প্রাণের মধ্যে এমন এক জওক্ বা আনন্দ আইসে যে, তাহাতেই বুঝা যায়, যাহা আমি দেখিতেছি তাহা খোদার নূর। এখানে জ্ঞান অজ্ঞান হয়,—সে ভাব, সে আনন্দ, কথায় বলিয়া প্রকাশ করিবার যো নাই। কখনো কখনো "ছনো-রিহিম্ আয়াতেনা ফিল্ আফাক্ ওয়া ফি আন্ ফোছেহিম্" "আমি আমার চিহ্ন সকল সমুদয় জগতে এবং স্বয়ং বান্দাগণের মধ্যে দেখাইয়াছি" খোদার এই বাক্যের অর্থ ছালেকের অন্তরে নূরের আকারে প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় যখন সে নিজের দিকে দেখে, দেখে সব খোদাই খোদা; যখন জগতের দিকে দেখে, দেখে সব খোদাই খোদা; যেমন কোন বোজর্গ বলিয়াছেন,—"মা নাজাতো ফি শায়এন্ ইল্লা রা-আয়তোল্লাহা ফিহে।"—আমি যে-কোন বস্তুর দিকে দেখি, তাহাতে খোদা-কেই দেখি।

তারপর যখন খোদার নূর দেল বা রুহের নূরে প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ দেল ও রুহের পর্দাও যখন উঠিয়া যায় এবং খোদার নূরের ছায়ার বদলে স্বয়ং নূরই

বিকাশ পায় এবং রং নাই, রূপ নাই, বিপরীত নাই, সেই রূপ নাই, এই প্রকার 'অনধুন্ রূপের পর্দা উঠিয়া যায়, সে অবস্থা, সে ময়দান যে কি, কেমন, তাহা ছালেক নিজেও বুঝে না, অপরকেও বুঝাইতে পারে না। সেখানে উদয় নাই, অস্ত নাই, ডা'ন নাই, বাম নাই, পূর্ব্ব নাই, পশ্চিম নাই, উপর নাই, নীচ নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, আর্শ্ নাই, ফর্শ্ নাই, দুনিয়া নাই, আখেরৎ নাই—বছ্।

জেকের।

খোদা বলেন, "আনা জলিছো মন্ জাকারানি"—যে আমার জেকের করে, আমি তাহার সঙ্গের সাথী। সুতরাং ফেকের অপেক্ষা, মানে,—শুধু মনে মনে ভাবা ও ধেয়ান করার চাইতে জেকেরের মর্ত্তবা বেশী। কারণ মা'রেফৎ ও মহব্বৎ হইতে জেকেরের মর্ত্তবা হাছেল হইয়া থাকে। যে খোদাকে চিনে, ভালবাসে, সে-ই দিনরাত উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সকল সময় সকল অবস্থায় খোদার নাম ভুলিতে পারে না—

"ইঁ কদর গোফ্‌তেম বাকী ফেক্‌র্ কুন্
জেক্‌রাগের্ জামেদ্ বুয়দ্ রও জেক্‌র্ কুন্"
জেকের যদিও তব হয় অচেতন,
তথাপি তথাপি যাও করহ জেকের,
এ পর্য্যন্ত কহিলাম বাকী ভাব তুমি।

হজরত শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া মোনিরি কোদ্দেছা-ছিরে্‌হু কহিয়াছেন, জেকেরের দর্জা বা অবস্থা চারিটী। প্রথম, জবান জাকের, দেল্ গাফেল—অর্থাৎ মুখে জেকের আছে, মনে নাই। দ্বিতীয়, জবান ও দেল্ উভয়েই জাকের, তবে দেল মাঝে মাঝে ফাঁক দেয়। তৃতীয়, মাঝে মাঝে জবান ও দেল উভয়ই জাকের ও মাঝে মাঝে উভয়ই গাফেল্। চতুর্থ, জবান গাফেল, দেল জাকের ও হাজের, অর্থাৎ মুখ বন্ধ, অথচ উপস্থিত মনে অন্তরে জেকের আছে। ইহাই জেকেরের শেষ মকাম,—ইহাই জেকেরের শেষ হকিকৎ। জাকের এই মর্তবায় দেলের শব্দ শুনিতে পায়—নিজে শুনে, অপরে শুনিতে পায় না।

—জেকেরের আদাব—

জেকের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পাঁচটী আদাব রক্ষা করিবে। (১) তওবা, (২) এৎমিনানে কল্‌ব্, (৩) তাহারৎ, (৪) এস্তেমদাদে শেখ, (৫) এলম্। প্রথমে তওবা করিবে—লজ্জা ও অনুতাপের সহিত সমুদায় গোনাহ্ হইতে মন ফিরাইয়া লইবে। দ্বিতীয়, দেলে এৎমিনান রাখিবে অর্থাৎ চিত্ত স্থির করিবে, অন্তরে খোদা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা আসিতে দিবে না। তৃতীয়, তাহারৎ করিবে,—অজু গোছল করিয়া শরীর পবিত্র করিবে। চতুর্থ, আপন

পীরের নিকট মদদখাহি করিবে, অর্থাৎ ধেয়ানের সাহায্যে পীর হজরতকে সম্মুখে উপস্থিত কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকটে সাহায্য চাহিবে। মনে রাখিও, পীরের কাছে সাহায্য চাহিলে, প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং নবি-করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। এবং হুজুর আলায়-হেছ-ছালামের নিকট সাহায্য চাহিলে খোদায় নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। পঞ্চম, উপযুক্ত এল্‌ম্ থাকা দরকার।

জেকের করিবার কালে ১২ বারটী আদাব পালন করিবে।

১। চাহারজানু বা দোজানু হইয়া বসিবে।

২। দোন হাতের তলা উরুর উপর রাখিবে।

৩। জেকেরের মজ্‌লেছ আতরাদি দ্বারা সুবাসিত করিবে।

৪। পাক-ছাফ কাপড় পরিবে।

৫। চক্ষু মুদিবে।

৬। কাণের ছিদ্র তুলা ইত্যাদি দ্বারা খুব আটিয়া বন্ধ করিবে।

৭। পীরের মূর্ত্তি অন্তরে উপস্থিত করিবে—সকল আদাবের মধ্যে এইটীই খুব বেশী দরকারী।

৮। অন্তরে-বাহিরে ছেদ্‌ক্ রাখিবে—মানে, মনে করিবে,

যাহা করি বা ভাবি, সবই খোদার শক্তি—খোদার ইচ্ছা—নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা, ক্ষমতা বা অজুদ (অস্তিত্ব) নাই।

৯। এখ্‌লাছ্ করিবে—অর্থাৎ একমাত্র খোদাকে পাইবার আশা ভিন্ন অন্য কোনও বিষয় লাভ করিবার বাসনা রাখিবে না।

১০। হুজ্‌রা অন্ধকার করিবে।

১১। সকল জেকের বাদ দিয়া কলেমা তওহিদ এখ্‌তিয়ার করিবে।

১২। প্রতিবারের জেকেরে এই কলেমার অর্থ অন্তরে উপস্থিত করিবে, অর্থাৎ যতবারই জেকের করিবে, ততবারই ভাবিবে, কিছু নাই—শুধু খোদা আছেন।

জেকের করিবার পর ৩টী আদাব পালন করিবে।

১। বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিবে।

২। ঠাণ্ডাবাতাস লাগাইবে না বা কোন ঠাণ্ডা বস্তু খাইবে না, ব্যবহার করিবে না।

৩। হব্‌ছে দম করিবে, উদ্দেশ্য যেন দেলের গর্মি বজায় থাকে।

কলেমা তওহিদের জেকের করিলে খোদার সহিত ওন্‌ছ্ পয়দা হয়—প্রেমভাবের সৃষ্টি হয়। হজরত এব্‌নে আতা-উল্লাহ্ শাদলি রহমতুল্লাহ্ আলায়হে আদেশ করিয়াছেন,

কোনব্যক্তি লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহম্মদুর্রছুলুল্লাহ্ উচ্চারণ করিলে আর্শে-আজিম দুলিতে আরম্ভ করে। কারণ ইহা কলেমা-এ-জব্রুতি অর্থাৎ ইহার মধ্যে আলমে-জবরুতের হকাএক্ (তত্ত্বসমূহ) নিহিত আছে। *

---

* মানুষের মনের ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের হিসাবে এই এক আলমেরই বহু নাম রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রকাশ চারিটী যথা—

১। আলমে-নাছুত—মানুষ সাধারণ জ্ঞানে সমুদয় জগতটাকে শুধু আহার নিদ্রা ও মৈথুনের আয়োজন বলিয়া মনে করে। এই পশুভাবের চক্ষে জগতের নাম **আলমে-নাছুত**।

২। আলমে-মলকুৎ—মানুষ ধর্ম্মভাবের উদয় হইলে, জ্ঞানের চক্ষু পরিষ্কার হইলে, সকল বস্তুর মধ্যে সেই এক মহিমময়ের করুণা ও কৌশল দেখিয়া, ভক্তি ও ভয়ে অবনত হইয়া ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে পশুভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। তাহার স্বভাব তখন মলক্ অর্থাৎ ফেরেশ্তার মত হইয়া যায়। এই অবস্থায় ছালেকের অন্তরে জগতের যেভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার নাম **আলমে-মলকুৎ**।

৩। আলমে-জাব্রুৎ—সাধ্য-সাধনা করিতে করিতে ছালেক নির্ম্মল জ্ঞানের আলোকে দেখিতে পায়, যাহা বলি, যাহা ভাবি, যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা করি, সকলই এক মহাশক্তির অধীন। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে রসাতলে, সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে এক মহাশক্তিরই জয়জয়কার। বরং সুমুদয় জগৎ একটী মহাশক্তিই মাত্র। এই জ্ঞানের জাগরণে ছালেকের অন্তরে ভাবের ও প্রেমের প্রবল উন্মাদ আসিয়া যায়। ইহা এস্কের মকাম; ইহা—"বজুজ্ কওনো মকাঁ দিগর জাহানস্ত্"—স্থান কাল ছাড়া এক **অভিনব জগৎ**।

এই কলেমা প্রাতঃকালে ১০০০ এক হাজার বার পড়িলে রুহানি ও জেছমানি (আত্মার ও শরীরের) *রুজির দুয়ার খোলে। রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে হাজার বার পড়িলে রুহ্ আর্শের নীচে বাস করে ও রুহানি আহার পায়; বেলা যখন ঠিক মাথার উপর আইসে, তখন হাজার বার পড়িলে শয়তান অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। নূতন চাঁদ দেখিবার সময় হাজার বার পড়িলে সকল ব্যারামের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। গায়বের খবর জানিবার উদ্দেশ্যে হাজার বার পড়িলে তাহার কশফ্ হাছেল হয়।

জেক্‌রে নফি—এছবাৎ চাহার জর্ব্বি।

অন্ধকার সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন কুঠরীতে (খেলওয়াতে) চাহার-জানু হইয়া বসিবে। হাত জানুর উপরে রাখিবে। বাঁ পা ভাঁজ করিলে হাঁটুর জোড়ের নীচে দুই পাশে দুইটী মোটা রগ প্রকাশ পায়। তাহার উপরের রগটীর নাম 'কয়মাছ'। এই রগটী ডান পায়ের বুড়োআঙুল ও নিকটের আর একটী আঙুল

৪। আলমে-লাহুত্—ছালেক সেই মহাশক্তির অপার অতল সমুদ্রে ডুবিয়া দেখিতে পায়, শক্তিও নাই, গুণও নাই—আছে **শুধু একব্যক্তি**—এক ওয়াজেবুল-অজুদ। এই যে সম্পূর্ণ আত্মহারা শুধু এক-অনন্তের ধূ-ধূ মুলুক, ইহারই নাম **আলমে-লাহুত**। ছালেক এই মকামে সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা চালাইতে পারে।

দিয়া খুব জোরে চাপিয়া ধরিবে। ইহাতে কল্‌বের ভিতরটা গরম হইয়া উঠে এবং উহার চারিদিকে যে চর্বি থাকে, তাহা গলিয়া যায় (উহাই নাকি খান্নাছের বাসাবাড়ী)। কাজেই অন্তরের 'ওয়াছ্‌-ওয়াছা সাত-পাঁচ চিন্তা দূর হইয়া মন স্থির ও পরিষ্কার হইয়া উঠে। এক্ষণে স্থিরচিত্তে একমনে একদেলে জেকেরে মশ্‌গুল হও।

প্রথমে আউজো বিল্লাহ্‌ ও বিছমিল্লাহ্‌ পড়িয়া ছুরা **'নাছ্‌'** ও ছুরা 'ফলক' এক একবার পড়, তারপর তিনবার পড়—"আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহা রব্বি মিন্ কুল্লে জাম্বেওঁ ওয়া আতূবো এলায়হে ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কূয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল্ আলী-এল আজীম্।" ফের তিনবার দরুদ পড়,—"আল্লাহোম্মা ছল্লে আলা ছৈয়েদেনা ওয়া মওলানা মোহম্মদেম বে-আদদে হোছ্‌-নেহি ওয়া জামালেহি ওয়া কামালেহি ওয়া খেছালেহি ওয়া ছেফাতেহি।" পুনরায় তিনবার কহ—"আল্লাহোম্মা তাহ্‌হের কল্‌বি আন গায়রেকা, ওয়া নাওয়ের কল্‌বি বেনূরে ম'ারেফতেকা ইয়া আল্লাহো, ইয়া আল্লাহো, ইয়া আল্লাহ্‌।" 'আস্তাগ্‌ফার,' 'দরুদ' ও 'দোয়া' দেলে দেলে পড়, চাহে উচ্চারণ করিয়া পড়। কিন্তু আউজবিল্লাহ্‌, বিছমিল্লাহ্‌ ও ছুরা দুইটী চুপে চুপে উচ্চারণ করিয়াই পড়িবে। মনে রাখিও, সকল জেকেরের আরম্ভে এই সমুদয় দোয়া-দরুদ এই নিয়মে পাঠ করিতেই হয়। ইহা জেকেরের অজু। স্থান কাল ও মেজাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ করিয়া বা

চুপে চুপে জেকের করিবে। মগরেব বা ফজরের নামাজের পর এই জেকের করা যাইতে পারে। চারি জায়গায় চারিবার জর্ব্ অর্থাৎ আঘাত দিতে হয়, এই জন্য এই জেকেরের নাম রাখা হইয়াছে '**চাহার জর্বি**'।

বাঁ হাটুর মাথার দিকে মুখ নত করিয়া তথায় '**লা**' শব্দের জর্ব দিবে এবং ঐ 'লা' শব্দের জের টানিতে টানিতে ডান হাটুর মাথার কাছে মুখ লইয়া গিয়া '**এলাহা**' বলিতে বলিতে ডান কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইবে; অর্থাৎ 'এলাহা' শব্দের আঘাত, ডান হাঁটুর মাথা ও ডান কাঁধ দোনো জায়গায় পড়িবে। এক্ষণে নিশ্বাস ঠিক করিয়া '**ইল্লাল্লাহ্**' বলিয়া কল্বের উপর খুব জোরে আঘাত করিবে।

খৎরা (মনের গতি) চারিপ্রকার—শয়তানি, নফ্ছানি মল্কানি ও রহ্মানি।

১। '**শয়তানি খৎরা**' দ্বারা মানুষের অন্তরে গর্ব্ব, ক্রোধ, বিদ্বেষ, (কেব্র্, গজব, হছদ) ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। বাঁ হাটুর মাথা, এই খৎরা দূর হইবার স্থান (মকাম)।

২। '**নফ্ছানি খৎরা**' দ্বারা আহার ও মৈথুনের লালসা, টাকা-পয়সা মালমাত্তা জমাইবার ইচ্ছা ও বিলাস বাবুগিরি ইত্যাদি জানোয়ারি খছ্লতের বাড়াবাড়ি হয়। ডান হাটুর মাথা ঐ খৎরা দূর হইবার স্থান।

৩। '**মল্কানি খৎরা**' প্রবল হইলে মানুষ খুব

এবাদৎ-বন্দেগী করে ও আশা করে, বেহেশ্‌তে যাইব, সোনা, রূপা, মণি-মুক্তার বড় বড় দালান-কোঠায় হুর, গেল্মান লইয়া আহার-বিহার নাচগান নানা আমোদে চিরকাল রহিব ইত্যাদি। ডানকাঁধ, এই খৎরা দূর হইবার স্থান।

৪। '**রুহমানি খৎরা**' দ্বারা মানুষের অন্তরে এখ্‌লাছ, মহব্বৎ, শওক্‌ ইত্যাদি নিষ্কাম ভাবের সৃষ্টি হয়। এই পরম সুন্দর খৎরাটিকে অতি যত্নে কল্‌বের-মধ্যে স্থান দিতে হয়। ফলকথা 'লা' বলিয়া বাঁ জানুর মাথা হইতে শয়তানি খৎরা দূর করিবার 'এলাহা' বলিয়া ডান হাটুর মাথা ও ডান কাঁধ হইতে যথাক্রমে নফ্‌ছানি ও মল্কানি খৎরা তাড়াইয়া দিবার ও 'ইল্লাল্লাহ্‌' কহিয়া কল্‌বের (হৃদয়ের) মধ্যে রহমানি খৎরা পূর্ণ করিবার ধেয়ান করিবে।

জেক্‌রে নফি—এছবাৎ

(প্রত্যেক পাঁচওয়াক্তি নামাজের পর)

জবান (জিহ্বা) তালুতে লাগাইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া চক্ষু মুদিয়া 'লা' এই শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিয়া নাভি হইতে একটী আলোকের রেখা (খত্তে নূরানি) ব্রহ্মরন্ধ্র বা বরম্‌তালু পর্য্যন্ত উঠাইবে। তারপর 'এলাহা' কহিয়া ঐ রেখা ডান কাঁধের দিকে লইয়া যাইবে। পুনরায় তথা হইতে ঐ রেখা কল্‌বে পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া 'ইল্লাল্লাহ্‌' বলিয়া এত জোরে আঘাত

করিবে যেন তাহার চোট্ সমস্ত শরীরে লাগিয়া যায়। বলা বাহুল্য এইরূপ করাতে অন্তরের পটে নূরানি রেখায় আরবি লামালেফ অক্ষর অঙ্কিত হইবে।
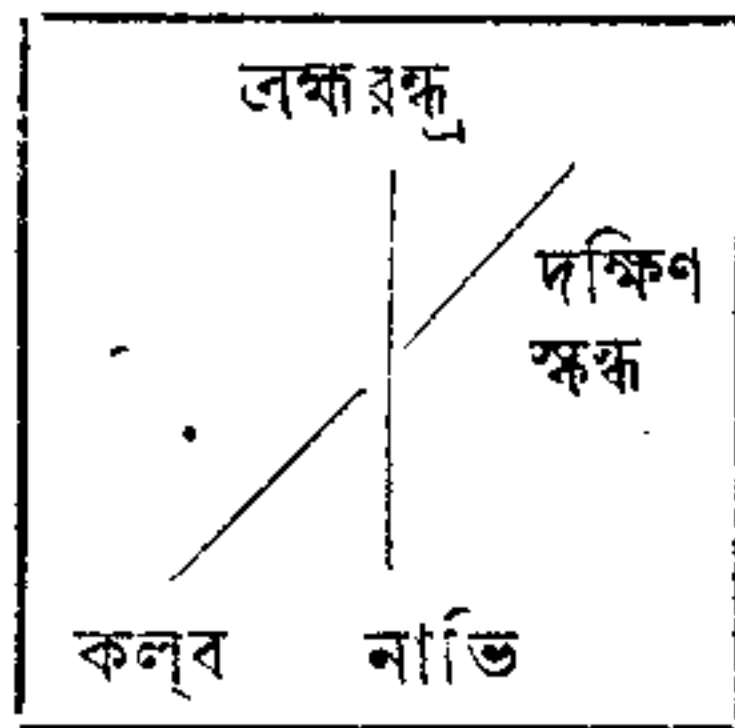
'লা এলাহা' মনে মনে কহিবার সময়ে ধ্যান করিবে, নীচের নীচ হইতে উপরের উপর পর্য্যন্ত কিছুরই বিরাজ নাই। এবং 'ইল্লাল্লাহ্' কহিবার সময় ধ্যান করিবে, "আছেন শুধু আল্লাহ্"। এইরূপে ৩'৫।৭।৯ বা ১১ বার পর্য্যন্ত একই নিশ্বাসে যতবার কুলায় জেকের করিয়া অবশেষে মনে মনে 'মোহম্মদুর্রছুলুল্লাহ্'; বলার সঙ্গে সঙ্গে খুব আস্তে আস্তে কল্‌বের উপর নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। হাঁপানি থামিয়া দম ঠিক হইয়া আসিলে কল্‌বের ভিতরে 'আল্লাহ্' এই নামটী সোনালি রঙ্গের আরবি অক্ষরে কল্‌বের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া তাহাকেই স্বয়ং খোদার উপস্থিতি কল্পনা করিয়া এই মোনাজাত করিবে, "এলাহি আন্তা মক্ছুদি ওয়া মোরাদ্দি ওয়া রেজাকা মৎলুবি ওয়া এলায়কা এস্তেনাদ্দি তারক্তোদ্দুনিয়া ওয়াল্ আখেরাতা লে আজ্‌লেকা ফা আৎমেম্ আলাইয়া নে'মতাকা বেফজ্‌লেকা ওয়ার্জোকনি

এলা হজরতেকা ওয়াছলতান্ কামেলাতান্ ওয়া হব্‌লী মিল্ল-দুন্‌কা মহব্বতান্ জামে আতান্ ওয়া মা'রেফান্ শামেলাঃ।"
অর্থ—হে খোদা ! তুমিই আমার বাঞ্ছা, তুমিই আমার বাসনা, আমি তোমার সন্তোষমাত্র চাই এবং তোমারই সহিত আমার সম্বন্ধ। দুনিয়া এবং আখেরৎ তোমারই আশায় পরিত্যাগ করিলাম। অতএব দয়া করিয়া তোমার সকল প্রসাদ আমায় দান কর; তোমার পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পরিচয় আমায় ভিক্ষা দাও। তিনবার এই প্রার্থনা করিবার পর অপলক চক্ষে, হৃদয়ে ঐ কল্পিত নূরানি নামের দিকে চাহিয়া রহিবে এবং এরূপ মগ্ন হইবার চেষ্টা করিবে যেন জগৎ কেন, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। মনে রাখিও, প্রত্যেক জেকেরের শেষে এইরূপ মোরাকেবা করিতে হয়।

এছ্‌মে জাতের জেকের।

আল্লাহ্, এই এছ্‌মে জাতের জেকের তিন প্রকারে সাধন করিতে হয়।

১। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, চক্ষু খোলা রাখিয়া এত আল্লাহ্ আল্লাহ্ কহিবে যেন মুখ শুকাইয়া যায় এবং চক্ষু আঁধার হইয়া আইসে। ইহার ফায়দা অনেক। আদ্‌না (কমের কম) ফায়দা এই যে, প্রথম দেল বে-এখ্‌তিয়ার (বিনা চেষ্টায়) জাকের হইবে, তারপর শরীরের সমুদয় অঙ্গ এবং অবশেষ

জগতের সমুদয় বস্তু হইতে জেকের শুনিতে পাওয়া যাইবে ও অল্পকালের মধ্যে ফানা-ফিল্লাহ্ ও বাক্কাবিল্লাহের মকাম হাছেল হইবে।

২। পাছে আন্‌ফাছ—(নিশ্বাসের পাহারাদারি) নিশ্বাস ফেলিবার সময়ে 'লাএলাহা' এবং তুলিবার কালে 'ইল্লাল্লাহ্' কহিবে এবং নফি-এছ্‌বাতের মোরাকেবা করিবে অর্থাৎ 'লাএলাহা' কহিবার সময়ে 'নফি' অর্থাৎ 'জগৎ নাই' এই ধ্যান করিবে এবং 'ইল্লাল্লাহ্' কহিবার সময় 'এছ্‌বাত' অর্থাৎ 'খোদা আছেন' এই ধ্যান করিবে।

৩। "লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহম্মদুর্‌ছুলুল্লাহে"—এই কলেমা সংক্ষেপে হা-হু-হি বলিয়া জেকের করিবে। ইহা হজরত গওছুল্ আ'জম রহমতুল্লাহ্ আলায়হের তরিক। এ জেকেরের নিয়ম এইরূপ—চারজানু বসিয়া ঘাড় পেটের দিকে নত করিবে। ডান কাঁধের দিকে মুখ করিয়া 'হা,' বাঁ কাঁধের দিকে মুখ ফিরাইয়া 'হু' এবং ছিনার দিকে মুখ নামাইয়া 'হি' কহিবে। যতক্ষণ শক্তি চলে জেকের করিতে থাকিবে; কালে কশ্‌ফ্ হাছেল হইবে।

জেক্‌রে-এছ্‌বাতে মোজার্‌রাদ খফি।

এই জেকের মগরেবের যাবতীয় নামাজ ও নফি এছ্‌বাতের জেকেরের পরে করিতে হয়। সময় অভাব হইলে এশার

পরেও করা চলে। প্রথমে জানিয়া রাখ, মানুষের এই রক্ত-মাংসের দেহটি যেমন আব, আতশ, খাক, বাদ বা মাটি, জল, বায়ু ও আগুনের মিশ্রণে গঠিত, সেইরূপ তাহার প্রাণ বস্তুটীও ছয়টী নূর দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। যথা—

১। নফ্‌ছ—ইহার স্থান নাভির নীচে।

২। কল্‌ব্‌—(হৃদয়) বাম স্তনের দুই আঙুল নীচে।

৩। রুহ্‌—ডান স্তনের দুই আঙুল নীচে।

৪। ছির্‌—কল্‌ব্‌ রুহের মাঝখানে।

৫। খফি—কপালে।

৬। আখ্‌ফা—মগ্‌জে (মস্তিষ্কে)।

আব, আতশ, খাক, বাদকে জাহেরি চারি লতিফা এবং নফ্‌ছ্‌, কল্‌ব্‌, রুহ্‌, ছির্‌, খফি ও আখ্‌ফাকে বাতেনি ছয় লতিফা বলে। দোজানু বা চারজানু বসিয়া জেকেরের দোয়া ও নিয়মাদি সাধন করিবার পর চক্ষু মুদিয়া লও। পরে তছ্‌বিহ হাতে লইয়া এই ধ্যান কর যে, তোমার মাটির অংশ অর্থাৎ অস্থিমাংস ইত্যাদি দেহের কঠিন ভাগ 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করিতেছে। ঐ কল্পিত শব্দ ১০০ বার শুনিয়া লও। তারপর দেহের জলভাগের নিকট ১০০ বার, বায়ুর নিকট ১০০ বার ও আগুনের নিকট ১০০ বার শুনিয়া লও। তাহার পর যথাক্রমে বাতেনি ছয় লতিফার অর্থাৎ প্রথমে নফ্‌ছ, তারপর কল্‌ব্‌, তারপর রুহ্‌, তারপর ছির্‌, তারপর খফি, তারপর আখ্‌ফা—ইহাদের যেটি যেখানে আছে, সেই

সেই মকাম হইতে ১০০ বার করিয়া শুন। এবং অবশেষে একযোগে সমুদয় লতিফার নিকটে ১০০ বার, মোট ১১ শতবার জেকের শেষ করিয়া মোরাকেবা করিবে।

ফানা ফিশ্‌শেখ, ফানা ফির্‌ছুল ও ফানা ফিল্লাহ্‌।

অন্তরে অন্তরে আপ্‌না মোর্শেদের ছুরত এত ধেয়ান করিবে যেন চক্ষু মেলিলে কিম্বা মুদিলে, সকল অবস্থায় ঐ ছুরত দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে হইতে ঐ ছুরত কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিবার হয়, জিজ্ঞাসা করিবে; সুন্দর উত্তর পাইবে। তারপর ঐ ছুরতের ধেয়ানে এমন মগন্‌ হইয়া যাইবে যে, শেষে আপনাকেই স্বয়ং মোর্শেদের রূপে দেখিতে পাইবে; **দুই-ভাব ঘুচিয়া** মোর্শেদের সহিত এক হইয়া যাইবে। এই মকামেরই নাম 'ফানা ফিশ্‌শেখ'। ইহার পর ফানাফিশ্‌ শেখের গুণে হুজুর আলায়হেছ ছালামের জামাল (সুন্দর ছবি) কি ঘুমে, কি চেতনে সকল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইতে থাকিবে। হইতে হইতে ঐ পবিত্র মূরতি কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। ইহার পর স্বয়ং রছুল করিম ভিন্ন আর আপনাকেও দেখিতে পাইবে না। এই রছুলময়-ভাবের নাম ফানা ফির্‌ছুল।

কানা ফির্‌ছুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফানা ফিল্লাহের মকাম লাভ হয়। বলিতে গেলে ফানাফিল্লাহ্‌ ভিন্ন ফানাফির্‌ছুল বলিয়া ভিন্ন একটা মকাম্‌ই নাই।

মোরাকেবা

প্রিয় মুরিদ! খোদা তোমার তত্বজ্ঞানের চক্ষু বিকাশ করুন। জানিয়া রাখিও, দেলের নেগাবানি করাকে মোরাকেবা কহে। মানে,—সর্ব্বদা পাহারা রাখিবে, যেন অন্তরে এক খোদা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর খেয়াল আসিয়া উহাকে একেবারে দখল করিয়া না বসে। মনে রাখিও, 'খোদাকে ভুলিয়া যাওয়া' এই-যে দেলের ব্যারাম, তাহা তিন কারণে উৎপন্ন হয়। প্রথম, হদিছে নফ্‌ছ্‌—অর্থাৎ এই-যে আমরা মুখে মুখে বা মনে মনে আপন ইচ্ছায় নানা বস্তুর, নানা কথার আলোচনা করি, ইহাদ্বারাও খোদার কথা ভুলিয়া যাই। দ্বিতীয়, খৎরা অর্থাৎ যে সকল বাজে খেয়াল বিনা ইচ্ছায় আপনা আপনি অন্তরে উপস্থিত হয় ও বহিয়া যায়; তৃতীয়, চতুর্দ্দিকে নানা বস্তুর দিকে চক্ষুপড়া। শোগ্‌লে-বাতেন অর্থাৎ জগৎ ভুলিয়া মাত্র খোদার ধ্যানে ডুবিয়া থাকার জন্য যে সকল বাতেনি আমল সাধন করিতে হয়, তাহা ভিন্ন এ ব্যারামের আর কোন ঔষধ নাই। শোগ্‌লে-বাতেন বহু রকমের।

(ক) হদিছে নফ্‌ছের স্থানে "আল্লাহ্‌" এই নাম আরবী

অক্ষরে অঙ্কিত করিবে, অর্থাৎ যখন তুমি খোদাকে ভুলিয়া যাও, তখন অবশ্য তোমার দেলে কোন এক জিনিসের ছবি আঁকা পড়ে—তোমার অন্তরের আসনে তখন ঐ বস্তুরই লীলাখেলা আরম্ভ হয়। এখন তুমি ঐ বস্তুর ছবি মুছিয়া ফেলিয়া তথায় মোরাকেবার কলমে "আল্লাহ্" এই নামের ছবি অঙ্কিত কর।

(খ) খৎরার জায়গায় "আছ্মায়ে-ছেফাতেউম্মহাৎ"* বসাইবে।

(গ) দেলের নজর মোর্শেদের চেহারার দিকে রাখিবে। তাহা হইলে নানাবস্তু দেখিয়া যে নানারকমের খেয়াল আইসে, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। মোর্শেদের চেহারাকে ওয়াস্তা রাবেতা ও বর্জখ কহে।

হজরত মির ছৈয়দ মোহম্মদ গিছুদারাজ কোদ্দেছা ছিরোঁহু কহিয়াছেন—চুপ হইয়া রহিবে ও ভাবিবে, 'আমি নই তিনি।'

---

* আছ্মা-এ-ছেফাতে উম্মহাৎ—মাতা গুণসকলের নামগুলি—খোদার গুণ ও শক্তি অসংখ্য ; তার মধ্যে এই সাতটী প্রধান। যথা—

(১) হায়াত (চেতনা)
(২) এল্‌ম (জ্ঞান)
(৩) কোদ্‌রৎ (শক্তি)
(৪) এরাদৎ (ইচ্ছা)
(৫) ছম্‌অ (শ্রবণ)
(৬) বছর্ (দর্শন)
(৭) কালাম (বচন)

"মন্ নিয়ম্ ওয়াল্লাহ্ ইয়ারাঁ। মন্ নিয়ম্
জানে জানম্ ছিরে ছিরম্ তন্ নিয়ম"

অর্থ—হে বন্ধুগণ! খোদার কছম, 'আমি' আমি নই—'আমি' আমি নই, আমি জানের জান, আমি ভেদের ভেদ, আমি শরীর নই।

যখন এই অর্থের চিন্তা করিবে, তখন মিথ্যা 'আমি' 'আমি' ভাব দূর হইয়া যাইবে এবং সেই এক-সত্য আল্লাহ্ পাক ওয়াজেবুল-অজুদ আছেন, এই মহাতত্ত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিবে। যথা—আল্লাহ্ পাক জল্লা-জালালোহু আদেশ করিয়াছেন, "ওয়া কুল্ জা-আল্ হক্কো ওয়া জাহাকাল্ বাতেল, অর্থ,—"এবং বল সত্য আসিল ও মিথ্যা দূর হইল।" আপনা হারাইয়া খোদার

অন্যান্য যাবতীয় অনন্ত গুণ এ সাতটী গুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই সাতটী গুণের নাম "ছেফাতে—উম্মহাত"। এখন এই সাত গুণের হিসাবে খোদার সাতটী প্রধান নাম আছে—

১। হাইওন্—চেতন
২। আলীমোন্—জ্ঞাতা (জান্‌নেওয়ালা)
৩। কদিরোন্—শক্তিমান
৪। মুরিদোন্—ইচ্ছাময়
৫। ছমিওন্—শ্রোতা (ছোন্‌নেওয়ালা)
৬। বছিরোন্—দ্রষ্টা (দেখ্‌নেওয়ালা)
৭। কলিমোন্—বক্তা (বোল্‌নেওয়ালা)

এই সাতটী নামকে 'আছমা-এ ছেফাতে উম্মহাৎ' বলা হয়।

সহিত এক হইবার অর্থাৎ ফানা-ফিল্লাহ্ ও বাকা-বিল্লাহের মকাম লাভ করিবার পক্ষে ইহাই সকলের চেয়ে নিকটের পথ।

খেয়াল রাখিয়া দেখিতে দেখিতে খুব মোর্শেদের চেহারা একদিন খেয়ালের মধ্যে মজবুত হইয়া যাইবে। এবং সর্ব্বদা ঐ খেয়ালি চেহারার দিকে নজর রাখিবে, খোদি (আমি আমি) দূর হইয়া যাইবে।

'আল্লাহ্' এই নাম কাগজে বা তখ্তায় সোনালি কালিতে আরবী অক্ষরে লিখিয়া সর্ব্বদা চক্ষের সাম্নে রাখিবে ও দেখিতে থাকিবে।

'আল্লাহ্' এই নামের খেয়ালি ছবি কল্বের উপরে আঁকিবে এবং সর্ব্বদা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে—খোদা ছাড়া অন্য বস্তুর জ্ঞান রহিত হইয়া যাইবে।

"মন্ লায়ছা লহুশ্ শেখো ফশেখোহু শয়তানোন্"—যাহার পীর নাই, তাহার পীর শয়তান; অতএব যাহারা ছাহেব-দের্দ্ অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে প্রেম আছে, খোদাকে পাইবার পিপাসা আছে, তাহারা যেন উপযুক্ত কামেল পীরের নিকটে আপনাকে

স'পিয়া দেয়। হজরত শেখ মহিউদ্দিন আবু মোহম্মদ আব্দুল কাদের আল্‌জয়লী কোদ্দেছা ছিরে'হু কহিয়াছেন, অৰ্দ্ধ রাত্রিতে উঠিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। আল্‌হাম্‌দোর পর কোর্‌আন্‌ শরিফের যে আএত ইচ্ছা হয়, পাঠ করিবে ও ছেজ্‌দায় পড়িয়া খোদার কাছে খুব কান্নাকাটা করিবে এবং এই দোআ পড়িবে—

"ইয়া রব্বে দোল্লানি আলা আব্দেম্‌ মিন্‌ এবাদেকাল্‌ মোকর'বিনা হাত্তা ইয়াদোল্লানি আলায়কা ওয়া ইওআল্লেমানি তরিকাল্‌ ওছুলে এলায়কা"

অর্থ—হে খোদা, আমাকে তোমার এমন একজন বান্দার খবর মিলাইয়া দাও, যিনি তোমার নিকটে স্থান পাইয়াছেন এবং তিনি যেন আমাকে, তোমাকে লাভ করিবার উপায় শিখাইয়া দেন।

নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা দয়া করিয়া ছাচ্চা মোর্শেদ মিলাইয়া দিবেন। ইহা বহুজনে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন।

নামাজ

ছালাতোল্‌-আওয়াবিন

মগ্‌রেবের ফরজ ও ছুন্নত নামাজের পর দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত। প্রতি রাকাতে আল্‌হাম্‌দোর পর ছুরা এখ্‌লাছ্‌ তিনবার। মোনাজাত করিবার পর,

---

ছালাতোল্-হেফ্‌জোল্ ঈমান

দুই রাকাত। আল্‌হাম্‌দোর পর প্রতি রাকাতে ছুরা এখ্‌লাছ ১১ এগার বার। ছালামের পর ছেজ্‌দায় মাথা রাখিয়া এই দোআ ১১ এগার বার পড়িবে—

'ইয়া হাইও ইয়া কাইউমো
ছাবেবৎনী আলাল্ ঈমান।'

ছালাতোল্ হাদিয়া

এশার ছুন্নৎ-নফলের পর বেতেরের পূর্ব্বে দুই রাকাত। প্রথম রাকাতে আল্‌হাম্‌দোর পর ছুরা ওয়াজ্জোহা, দ্বিতীয় রাকাতে আলাম-নাশ্‌রাহ্, ছালামের পর ১১ এগার বার দরুদ শরিফ পড়িয়া এই ভাবে মোনাজাত করিবে—"হে খোদা! এই নামাজের ছওয়াব আমি হজরত রছুল করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের রুহ্-মবারকের নিকটে হাদিয়া (নজরানা) স্বরূপ দান করিলাম, তাহার তোফায়লে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

তাহাজ্জোদ

দ্বিপ্রহর রাত্রির পর হইতে আরম্ভ করিয়া ফজরের নামাজের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নামাজের সময়। কিন্তু ঘুমের পর হওয়া

চাই। চারি রাকাতের কম নয়, বার রাকাতের বেশী নয়। প্রতি রাকাতে আল্‌হাম্‌দোর পর ছুরা এখ্‌লাছ তিনবার। কেহ কেহ প্রথম রাকাতে ছুরা এখ্‌লাছ্‌ ১২ বারো বার, দ্বিতীয় রাকাতে ১১ এগার বার, তৃতীয় রাকাতে ১০ দশ বার, এই ভাবে শেষ একবার পর্য্যন্ত। প্রতি দুই রাকাতের পর কমের ভাগে তিন তিন বার আস্তাগ্‌ফার ও দরুদ পড়িবে ও প্রতি চারি রাকাতের পর মোনাজাত করিবে। সময় থাকিলে 'জেক্‌রে এছ্‌বাতে মোজার্‌রাদ জলি' করিয়া ফজরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোরাকেবায় থাকা অতি উত্তম। শেজ্‌রা মুখস্থ থাকিলে তাহা মোরাকেবা ভঙ্গের পর দুই হাত তুলিয়া মোনাজাতের মত কাঁদিয়া বা কাঁদিবার মত হইয়া পড়িবে।

এশরাক্

ফজরের নামাজের পর দোয়া দরুদ ও জেকেরের শেষে মোরাকেবায় রহিয়া, বেলা ভাল করিয়া উঠিলে, দুই-রাকাত খাড়া হইয়া ও দুই রাকাত বসিয়া পড়িবে। প্রতি রাকাতে আল্‌হাম্‌দোর পর এখ্‌লাছ্‌ পাঁচবার।

চাশ্‌ত্‌

এশরাকের পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার সময়। আল্‌হাম্‌দোর পর প্রথম রাকাতে কাফেরুন, দ্বিতীয় রাকাতে

এজা-জা-আ, তৃতীয় রাকাতে তাব্বাৎ-ইয়াদা ও চতুর্থ রাকাতে কুল্‌হু আল্লাহ্ (এখ্‌লাছ্) এক এক বার।

তাহিয়্যাতুল্-অজু

এই নামাজ প্রত্যেক অজুর পর কোন কথা না বলিয়া অজুর অঙ্গ সকল ভিজা থাকিতে থাকিতে পড়িবে। কিন্তু আছেরের পর হইতে মগরেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং ফজরের সময় হইতে বেলা-উঠা পর্য্যন্ত এই দুই সময়ের ভিতর কোন অজু করিলে এ নামাজ পড়িবে না; কারণ এ-দুই সময়ে কোনও নামাজ পড়া উচিত নয়। ইহা খাছ্ করিয়া জেকের ও মোরাকেবার সময়। এই নামাজ দুই রাকাত মাত্র। প্রথম রাকাতে আল্‌হাম্‌দোর পর পড়িবে—

"ওয়া লাও আন্নাহুম্ এজ্ জলামু আন্‌ফোছাহুম্ জাউকা ফাস্তাগ্ ফেরুল্লাহা ওয়াস্তাগ্‌ফারা লাহুমোর্‌রছুলো লওয়া-জাদুল্লাহা তওয়াবাররহিমা।"

দ্বিতীয় রাকাতে পড়িবে—

"ওয়া মাঁই ইয়া'মাল ছু-আন্ আও ইয়াজ্‌লেম্ নফ্‌ছাহু ছুম্মা ইয়াস্তাগ্ ফেরিল্লাহা ইয়াজেদিল্লাহা গফুরোর্ রহিমা।"

রোজা

রমজানের রোজা ছাড়াও অনেক অতিরিক্ত রোজা তরিকা-ভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আবশ্যক। যথা,—শওয়ালের ছয় দিন দুই একদিন অন্তর অন্তর, জিল্‌হজ্জের ৯ই অর্থাৎ আর্ফার দিন, মহর্রমের ১০ দিন, কমপক্ষে ৯।১০ দুই তারিখ; রজ্জবের প্রথম সপ্তাহ বা অন্ততঃ ১।২।৩ তারিখ, শা'বানের ১৩ই ১৪ই ও ১৫ই তিন দিন এবং প্রতি চাঁদের ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই তিন দিন—যাহাকে আইয়াম বিজের রোজা বলা হয়।

তেলাওতে-কোর্‌আন্‌

ছাচ্চা মুরিদের পক্ষে প্রতিদিন অন্ততঃ একপারা কোর্‌আন্‌ তেলাওত করা একান্ত আবশ্যক—যাহাতে প্রতি-মাসে এক খতম শেষ হয়। এবং কোন এজাজৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট দালায়েলে-খায়রাতের এজাজৎ লইয়া প্রত্যহ এক হেজ্‌ব্‌ করিয়া সাতদিনে সাত হেজ্‌ব্‌ শেষ করিবে। আমরণ কাজা করিবে না।

কোর্-আন্ তেলাওতের আদাব।

এশরাক, চাশ্ত ও জওয়াল—এই কয় সময়ই কোর্-আন্ তেলাওতের উপযুক্ত সময়। প্রথমে কোর্-আন্ কি মহা-পবিত্র ও উচ্চসম্মানের বস্তু তাহার ধেয়ান করিয়া—খুব ভক্তি ও ভয়ের সহিত কেব্লামুখে দোজানু বসিয়া কোর্-আন শরিফ হাতে লইবে বা রেহেলে রাখিবে। আশা ও ভয়ে জড়সড় হইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া না পারিলে কাঁদিবার মত হইয়া, বেশ উচ্চারণ করিয়া সুমধুর ভাবে পাঠ করিবে অথবা কাঁদ কাঁদ হইয়া নীরবে পড়িবে—যেমন অভিরুচি। লোকের সম্মুখে পড়িতে হইলে নীরবেই পড়িবে। পড়িবার কালে মনে করিবে, আমি পড়িতেছি; খোদা শুনিতেছেন। যদি তওহিদের মর্ম্ম বুঝিয়া থাক, তবে মনে করিবে—'খোদা কহিতেছেন, আমি শুনিতেছি।' যদি তওহিদে ডুবিতে পার, তবে ভাবিবে, তিনিই পড়িতেছেন, তিনিই শুনিতেছেন।

মর্জখের মর্ম্ম

প্রিয় মুরিদ! তুমি কি চাও? তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ জীবন যে-জীবনের সঙ্গে গাঁথা, তুমি সেই

জীবনের জীবনের সঙ্গে এক হইতে চাও। ইহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাই শরিয়ৎ, ইহাই তরিকৎ, ইহাই হকিকৎ, ইহাই মা'রেফৎ। কোন প্রেমিক মহাজন কি সুন্দর গাহিয়াছেন—

"মন্ না খাহম মালোজ্বাহো তম্‌তরাক্
এশ্‌ক্ খাহম্ ছোজো দর্দে এশ্‌তিয়াক্"

আমি চাই না ধনসম্পত্তি, চাই না মান-ইজ্জৎ, চাই না সাজ-সজ্জার জাঁকজমক—চাই শুধু প্রেম, মনের আগুন, অন্তরের ব্যথা, আর প্রাণের প্রবল পিপাসা।

আল্লাহ্-পাক অনন্তসুন্দর যদি এই স্থূল চক্ষে দেখিবার জিনিস হইতেন, তবে তাঁহার প্রেমে আপনহারা হইয়া সংসারের মোহের বন্ধন সকলেই সহজে কাটিতে পারিত, —এত সাধ্যসাধনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি যে নিজেরই মহিমার পর্দায় আপনাকে গোপন করিয়া প্রেমিকগণকে তাঁহার তালাশ করিবার আদেশ করিয়াছেন। কি-ভাবে তালাশ করিতে বলিয়াছেন, শুনিয়াছ কি? বলিয়াছেন—"ওয়াব্‌তাগু এলায়হেল্ অছিলাঃ"—তোমরা তাঁহার কাছে (আমার কাছে) আসিবার জন্য অছিলা বা এক উপলক্ষের অনুসন্ধান কর। বল ত এ অছিলা কে? এ অছিলা হুজুর মোহম্মদুর্‌ছুলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়াছাল্লাম্—কারণ তিনিই তো

"আঁ নূরে জানেজাঁ কে যে ইয়াজদাঁ বরামদা
আছ্‌লে অজুদ আউয়লে ফয়জাঁ বরামদাঃ"

সেই প্রথম-নূর বা আদি জ্যোতিঃ, যাহা সকলের প্রাণের প্রাণ এবং যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌ হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনিই তো সমুদয় সৃষ্টির মূলবস্তু, তিনিই তো প্রথম ফয়জান্‌।

কবি যখন কোন কাব্য লেখেন, তখন তাঁহার অন্তরে একটী অতিসুন্দর অতি মনোমোহন ভাবের উদয় হয়। তিনি তখন সেই ভাবের উল্লাসে—সেই ভাবটীমাত্র অবলম্বন করিয়াই নানা ছন্দে এক বিরাটকাব্য রচনা করিয়া ফেলেন।

তেমনি আল্লাহ্‌ পাক জাল্লাজালালোহু আম্মা নওয়ালোহুর অন্তরে প্রথম যে-একটী অতি সুন্দর—অতি মনোমোহন ভাবের উদয় হইল, তাহাই সেই আদিজ্যোতিঃ বা নূরে মোহম্মদী বা প্রথম ফয়জান্‌। খোদা এই পরম সুন্দর প্রেমভাব বা নূরে-মোহম্মদী হইতে নানারঙ্গে এই আঠার হাজার আলম সৃষ্টি করিলেন। এই মর্ম্মের দিকে ইঙ্গিত করিয়া হুজুর আলায়হেছ্‌ ছালাম আদেশ করিয়াছেন—

"আনামিন্‌ নূরেল্লাহে ওয়া কুল্লোল্‌ খালাএকে মিন্‌ নূরি।" আমি খোদার নূর হইতে এবং সমুদয় সৃষ্টবস্তু আমার নূর হইতে।

অতএব বুঝিতে পারিলে, ঐ আদিনূর বা হকিকতে-মোহম্মদীর মধ্যে খোদার খোদায়ী সম্পূর্ণ প্রকাশিত ছিল; এই অর্থেই হুজুর আলায়হেছ-ছালাম জানাইয়াছেন—

"মার্ রাআনি ফাকাদ্ রাআল্ হক্কা"—যে আমাকে দেখিল, সে নিশ্চয় খোদাকে দেখিল। কিন্তু সাবধান! এ দেখা অর্থে হুজুরের বাহিরের সেই মানুষের আকারখানি মনে করিও না, তাহা তো কাফেররাও দেখিতে পাইয়াছিল। প্রকৃত এছ্ লাম ও ঈমানের ছোর্ম্মায় যাঁহাদের অন্তরের চক্ষু ফুটিয়াছিল, তাঁহারাই —শুধু তাঁহারাই তাঁহার মধ্যে অনন্তের অনন্ত মহিমা ও অপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঈমানের আলোকে আলোকিত অন্তরের চক্ষে এই ভাবের মোহনমেলা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে কোন আশেক্ (প্রেমিক) গাহিয়াছেন—

"তজল্লা তেরি জাত্ কা ছুবছু হয়্
জিধর্ দেখ্তা হোঁ ওধর তুহি তু হয়্,
জাহাঁ দেখ্তা হোঁ জাহাঁ ছোন্তা হোঁ
তেরি গোফ্ত্গু আওর তেরি জোস্ত্জু হয়্,
জিছ্নে না দেখা জামালে-খোদা কো
মোহম্মদ্কো দেখে ওহি হু-বহু হয়,
তেরে দর্ কো মিছ্কিঁ হাছন কয়্ছে ছোড়ে,
গোলামি তেরি মুঝ্কো তওকেগুলু হয়্।"

পদ্যানুবাদ।

তোমারি রূপের হাসি হেরি চারিদিকে,
সেদিকে তুমিই তুমি নেহারি যেদিকে।

যেখানে যা দেখি, আর যেখানে যা শুনি,
সকলি তোমারি ধাঁধা ওহে গুণমণি ;
যে দেখেনি বিধাতার সৌন্দর্য্য অপার,
দেখুক সে মোহম্মদে ঠিক ছবি তার।
'হাছান' কেমনে তব ছাড়িবে দুয়ার ?
তোমারি গোলামি বটে তার কণ্ঠহার।

ভ্রাতঃ! বছ—ইহাতেই বুঝিয়া লও, হুজুর আলায়হেছ্ ছালামের নূরময় পরম পবিত্র দেহখানি যেন একখানি আয়না ও তাহার মধ্যে খোদার অনন্ত রূপের ছায়া পড়িয়াছে। এই অর্থেই হুজুরকে খোদা ও জগতের মধ্যবর্ত্তী বর্জখ্ বলা হয়। বর্জখ মানে,—দুই বস্তুর মধ্যেকার পর্দা।

তারপর আর এক কথা বুঝিয়া দেখ। ধর—একখানা আয়নায় কোন বস্তুর ছবি পড়িয়াছে। এখন যদি এই আয়নাখানির ঠিক সাম্নে আর একখানা আয়না ধরা যায়, তাহা হইলে এ-আয়নার মধ্যেও ও-আয়নার ছবিটী আসিয়া পড়িবে। ঠিক এইভাবে খোদার নূর রছুল ছল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াছাল্লামের প্রাণে, হুজুরের নূর হজরত আলি কার্রা-মাল্লাহো ওয়াজ্হাহুর প্রাণে, তাঁহার নূর হজরত হোছাএন রযিআল্লাহো আন্হুর প্রাণে, তাঁহার নূর হজরত জয়নুল আবেদিন রযিআল্লাহো আন্হুর প্রাণে ইত্যাদি—এইরূপে আপন আপন পীরমোর্শেদ পর্য্যন্ত সকল বোজর্গানের প্রাণে খেলাফতের পর খেলাফতের দ্বারা একই রূপের,

একই হকিকতের, একই ফয়জানের যোগাযোগ রহিয়াছে! অতএব মুরিদের পক্ষে আপন মোর্শেদ-ই সেই বর্জখ বা অছিলা, যাহার আশ্রয় করিয়া খোদা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার আদেশ হইয়াছে। তারপর আরও দেখ, তুমি যদি লেখা-পড়া জানা লোক হও, তবে 'জ' এবং 'ল' এই দুই অক্ষরে যে 'জল' শব্দটি রচিত হয়, তাহা যদি কাগজের উপরে লিখিত দেখ, তবে তাহা দেখিয়া তোমার অন্তরে 'জ'এর ছবিও পড়িবে না, 'ল'এর ছবিও পড়িবে না,—পড়িবে 'জল' বলিলে যে তরল বস্তুটি বুঝায় শুধু তাহারি ছবিটি। আর যদি তুমি লেখা-পড়া না শিখিয়া থাক, তবে মাত্র ঐ লেখাটিই দেখিবে,—দেখিবে, কয়েকটা আঁকা-বাঁকা কালীর দাগ। কিন্তু ঐ লেখা দ্বারা যে বস্তুটির ইশারা করা হইয়াছে, তাহার খেয়াল তোমার অন্তরে যাইবে না।

তবেই বুঝিলে, বর্জখ্ কিংবা তরিকতের আর আর যত রকমের শোগল আছে, তার প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ভাব আছে—খুব গুরুতর অর্থ আছে, তাহাকেই হকিকৎ বলে। ঐ সকল হকিকৎ যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা স্বীকার করিবে, তরিকতের কোন কার্য্য শরিয়তের খেলাফ নহে।

পীরের মূর্ত্তি, যাহাকে 'বর্জখ' বলা হয়, সেটি যেন অক্ষর গুন্তার অর্থ হইতেছে—আল্লাহ্।

যদি বল, এ-হিসাবে আর্শ্ হইতে ফর্শ্ পর্য্যন্ত সমুদয় জগতটাকে, অথবা চন্দ্র, সূর্য্য, গাছ-পালা, জীব-জন্তু যে-কোন

বস্তুকেও তো অক্ষর ধরিয়া তার অর্থ খোদা বা খোদার একটি নাম ধরা যায় ?

আমি বলি, যায় বৈ কি ! ইহাও এক রকমের মোরাকেবা। কিন্তু প্রথম প্রথম এ মোরাকেবা কখনই ঠিক থাকিবে না। বড় বই পড়ার জন্য পাকা পণ্ডিত হওয়া চাই, বড় জ্ঞান থাকা চাই।

কোন মহাজনের হাতে মুরিদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খামাখা তাঁহার প্রতি এমন এক অগাধ ভক্তির সৃষ্টি হয় যে, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মন খোদার প্রেমে ও খেয়ানে ডুবিয়া যায়। এমন কি শত বৎসর এবাদৎ করিয়াও এশ্‌কে-এলাহীর যে গন্ধ, যে আনন্দ মিলে না, পীরকে দেখিবামাত্র, তাঁহার সঙ্গে বসিবামাত্র সে গন্ধ, সে আনন্দ অন্তরে আপনা আপনি ভরপূর হইয়া উঠে। তুমি যদি ছাচ্চা মুরিদ হও, ছাচ্চা মোর্শেদ পাইয়া থাক, তবে তোমাকে এ সব কথা বেশী বুঝাইতে হইবে না।

অতএব মোব্‌তদী (প্রথম শিক্ষার্থী) মুরিদের পক্ষে অন্তরের নানা খেয়ালের হাট-বাজার ভাঙ্গিয়া, এক খেয়ালের ধান্দা পোখ্‌ত্‌ করিবার পক্ষে শোগ্‌লে-বর্জখের মত অতি সহজ ও অতি উত্তম মোরাকেবা আর নাই। যদি বল, পীর ছাড়া অন্য কোন সুন্দরের প্রেমেও যদি আমি পবিত্র ভাবে ভরপূর হইয়া জগৎ ভুলিতে পারি, তবে তাহাকে বর্জখ করিতে পারি কি না ? যদি বল, আমি যেমন আমা হইতে

উৎপন্ন শব্দের দ্বারা আমার মনের ভাব, নানা ছন্দে, নানা সুরে বাজাই, খোদাও তো তেমনি তাঁহারই অব্যক্ত রূপ হইতে উৎপন্ন নানা রূপের ইঙ্গিতে অনাদি অনন্ত কালের পৃষ্ঠায় নিজেরই মনোভাব নানা রঙ্গে, নানা আকারে ব্যক্ত করিয়া যাইতেছেন। তবে যে-কোন রূপের সাহায্যেও তো আমি তাঁহার অনন্তরূপে মগ্ন হইতে পারি!

হাঁ, পার বৈ কি!

লায়লীর সঙ্গে মজনুর যে ভাব হইয়াছিল, শিরিঁর সহিত ফর্হাদের যে প্রেম জন্মিয়াছিল, অথবা আয়াজের সহিত ছোলতান মহমুদ গজনবির যে পিরীত ফুটিয়াছিল, তোমারও যদি সেই রকম ভাব, সেই রকম প্রেম কাহারও সঙ্গে ঘটিয়া থাকে, তাহাকেও তুমি বর্জখ ধরিতে পার। যে রূপ তোমার অন্তরের বহু-রূপের জঙ্গল জ্বালাইতে পারে, তাহাকেই তুমি বর্জখ করিয়া, এক—শুধু একের ধ্যানে, ডুবিতে পার। মজনুঁ একদিন এক নির্জ্জন কুঠরীতে বসিয়া খোদার কাছে কাঁদিতেছিল—

"আজচেরা নামম্ তু মজনুঁ কর্দায়ি
বহ্‌রে লায়লী দেল্ মরা খুঁ কর্দায়ি"

হে খোদা! হে আমার জীবনের মালিক! কেন তুমি আমার নাম মজনুঁ (পাগল) করিলে—লায়লীর জন্য কেন আমার হৃদয় খুন করিলে?

খোদা উত্তর করিলেন—

"এশ্‌কে লায়লী নিস্ত ইঁ কারে মনস্ত্‌
হোছনে লায়ল আক্‌ছে রোখ্‌ছারে মনস্ত্‌"

ইহা লায়লীর প্রেম নয়—ইহা আমারি কাজ। লায়লীর সৌন্দর্য্য আমারি মুখের প্রতিবিম্ব। মজনুর জ্ঞানের চক্ষু ফুটিয়া উঠিল। সে লায়লীর বর্জখে খোদাকে দেখিতে পাইল, —অনন্ত প্রেমে ডুবিয়া গেল! বছ্‌, এই যথেষ্ট। শরিয়ত আমাদের বাদশাহ্‌। তাঁহার হাতে লাঙ্গা তলোয়ার আছে, বেশী বলিলে মাথা কাটা যাইবে। আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ করি, যেন আমরা প্রেমময়ের প্রেমের ডাকে—করুণার টানে মুক্তি পথে অনন্ত প্রেমের আনন্দ-নগরে পৌঁছিতে পারি। এখন বিদায় হই। ওয়াছ্‌ছালাম।

ছামা (ধর্ম্ম-সঙ্গীত)।

বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় কতিপয় নিরক্ষর ব্যক্তি ছামা* (ধর্ম্ম-সঙ্গীতকে) একেবারে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এমন কি, যাহাদের তরিকায় সহস্রবার ইহা

---

* বঙ্গভাষায় "ছামা" শব্দের ঠিক কোন প্রতিশব্দ নাই। পাঠকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ আমরা প্রায়শঃ অধিকাংশ স্থলে 'গান' ও 'সঙ্গীত' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাদ্বারা যাহাতে লোকে যাত্রা, থিয়েটার, খেমটা, বাই প্রভৃতি গানের সহিত ছামার তুলনা না করেন—এ জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারাও "বিষকুম্ভ পয়োমুখঃ" সাজিয়াছে। ইঁহারা বোধহয় কোর্ আন্ ও হাদিছ ভালরূপ আলোচনা করিয়া দেখে নাই যে, ইহা সিদ্ধ এবং এ সম্বন্ধে অনেক বড় বড় হাদিছ ও কোর্-আনের তফসিরে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। আশা করি—অনভিজ্ঞ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতা-ভগিনীগণ ইহার সাহায্যে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। কারণ দূরদর্শিতাভাবে কতকগুলি ব্যক্তি 'ছামা'কে অসিদ্ধ ও শ্রোতাকে "কাফের" (বিধর্ম্মী) ও "বেদ্আতি" (শাস্ত্র বিগর্হিত নূতনের অনুষ্ঠাতা) বলিতেছে।

যাহা হউক, যাহারা অজ্ঞাতসারে বা না জানিয়া এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেছে, পরম দয়াময় খোদাতাআলা যেন তাহাদিগকে সুমতি দান করেন। কেন না, ঐ সকল কঠোর উক্তি রসুল মকবুল হইতে তদীয় অনুচর ও সাধুবৃন্দ পর্য্যন্ত উপচিত হয়। বিশেষতঃ যাহারা পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে এজন্য হৃদয়ে কুভাব পোষণ করে, তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনের পথ অন্ধকার হয়। সুতরাং সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য।

সমুদয় কার্য্যের মূল "নিয়তের" (উদ্দেশ্যের) উপর নির্ভর করে। যদি ছামা সদুদ্দেশ্যে শুনা যায়, তবে সিদ্ধ, নতুবা অসিদ্ধ। ইহা শ্রবণে মানুষের মনে ঐশ্বরিক অনুকম্পা অবতীর্ণ হয়; তবে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত—

(ক) এমন স্থানে না হয়, যেখানে মানুষের মন সংযত

হইতে পারে না। যেমন—পথের ধার, বাজার ইত্যাদি স্থান।

(খ) কোনপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের সময় না হয়।

(গ) শ্রোতারা সকলেই এক মতাবলম্বী হয় এবং সকলের চিন্তা একই পথে প্রধাবিত হয়। *

ছামা, অন্তর্নিহিত ভগবৎ-প্রেমকে স্পষ্ট উদ্দীপিত করে। ইহা প্রেমিকের আহার স্বরূপ। এমন কি ইহার শ্রবণাভ্যাসের ফলে, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় গভীর তত্ত্ব-সমূহের দিকে আকৃষ্ট হয়। চক্ষু, সেই ভাবাপন্ন তত্ত্ব-সমুদ্রের শোভা সন্দর্শনে ব্যস্ত

---

* কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এক সময়ে সকলের চিন্তা একই পথে ধাবিত হইবে, ইহা অসম্ভব। এতদুত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যখন কোন নূতন নামাজী এমামের পশ্চাতে আসিয়া 'এমামের যে উদ্দেশ্য আমারও তাই' বলিয়া নামাজে দণ্ডায়মান হয় এবং শাস্ত্রানুসারে ঐটুকু বিশ্বাসের ফলেই তাহার নামাজ (উদ্দেশ্য) সিদ্ধ হয়, তখন ছামা শুনিবার সময় সকলের চিন্তা এক ভাবাপন্ন হওয়া অসম্ভব, এই দোহাই বলে কি উহা অসিদ্ধ হইবে? তবে তো নামাজ পড়িবার সময় যদি সকলের হৃদয় একভাবে মত্ত না হয়, তাহাও অসিদ্ধ হইতে পারে! এমামের পশ্চাতে যদি এই প্রকার নামাজ শাস্ত্রানুযায়ী সিদ্ধ হয়, তবে নিজের গুরুর সহিত অর্থাৎ তিনি যাহা শুনিতেছেন ও করিতেছেন, আমিও তাহা শুনিতেছি ও করিতেছি, এই অটল বিশ্বাস, নিশ্চয় ছামা-শ্রোতার পক্ষে প্রথম অবস্থাতেও পুণ্য-প্রদায়ক হইতে পারে।

হয়। মুখ, নিগূঢ় কথারাশি ব্যক্ত করিবার জন্য ক্ষমতাবান্ হয়। নাসিকা; মন-প্রাণ বিমুগ্ধকারী তত্ত্বের সুবাস গ্রহণে ব্যাকুল হয়। হস্ত-পদ, সৎ-পথের পথিক হইতে চেষ্টা করে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে যাহার অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার পক্ষে একমাত্র ছামার সাহায্যই যথেষ্ট উৎকর্ষ-সাধক। ইহাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সরল ও সুদৃঢ় হয়। মানব-হৃদয়কে সন্দেহের মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া এক অপূর্ব্ব পথে নিঃশঙ্কে দীক্ষিত করে। প্রেমিককে ঈশ্বর-সন্নিধানে উপনীত করে। এই জন্যই মওলানা হজরত শাহাবুদ্দিন সোহারওয়ার্দী বলিয়াছেন—

"যে ছামাকে অবিশ্বাস করে, সে শরিয়ত বিষয়ে নিশ্চয় অন্ধ। সে হৃদয়ে প্রেমের কোনপ্রকার প্রভাব নাই। ছামা একদল সাহাবী (হজরতের অনুচর) তাবেয়ীন (সাহাবা-দিগের মধ্যে যে সমস্ত সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) কর্ত্তৃক বংশানুক্রমে প্রচলিত আছে।"

অপর স্থানে তিনি বলিয়াছেন,—"গান, শ্রোতাদিগকে আল্লাহের প্রেমের দিকে আকর্ষণ করে।" মওলানা শেখ আবদুল হক্ মোহাদ্দেছ্ দেহ্লবি বলিয়াছেন ;—"সাধুপ্রবর হজরত জুনেদ বাগ্দাদী (রঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, তিন স্থানে খোদাতায়ালার অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়। ১। আহারের সময় ; ২। সদালাপের সময় ; ৩। ছামা শুনিবার সময়।

আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"এমাম চতুষ্টয়ের

মধ্যে কেহই ছামাকে অবিশ্বাস করেন নাই।" উল্লিখিত গ্রন্থকার প্রণীত "নেকাতুল হক্" নামক পুস্তকে লিখিত আছে— "যে ব্যক্তি ছামাকে সকল প্রকারে (অল্প কিংবা বিস্তর) অসিদ্ধ মনে করে, সে-ই মূর্খ।"

স্থানান্তরে তিনি আবার লিখিয়াছেন—

"হাদিছ-সংগ্রাহকেরা বলিয়াছেন, যে-কোন হাদিসে ছামা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা নাই।"

"ফতোয়া-খাইরিয়া" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

"যে ব্যক্তি সিদ্ধ ছামাকে অসিদ্ধ বলে, সে নিশ্চয় ভ্রান্ত ও পাপী। কারণ ছামা অসিদ্ধ নহে। ছামা সম্বন্ধে আলেমেরা একমত হইয়া কোন নিষেধের আদেশ দেন নাই। আবার কোর্-আনেও ইহার অসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। সুতরাং সাহাবা ও তাবেয়ীনেরাও ইহাকে অসিদ্ধ বলেন নাই।"

"নেহায়া শরাহ্ হেদায়ায়" লিখিত আছে—"ছামা সিদ্ধ।"

"শরাহ্ বাজুদী ও শরহ্ কাফিতে" কথিত হইয়াছে— "কোনপ্রকার পাপ-কার্য্য সাধনেচ্ছায় কিংবা শুধু আমোদের জন্য যে ছামা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অসিদ্ধ;—নতুবা সিদ্ধ। যেমন চরিত্রহীন মদ্যপায়ীরা শ্রবণ করিয়া থাকে। যদি ছামা উপলক্ষে দুষ্ট-দল একত্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং নামাজ, কোর্-আন্ পাঠ ইত্যাদি অন্তর্হিত হয়, তবে অসিদ্ধ।"

"এব্রাহিম-বিন্-জহর আইনীর কাছে এমাম মালেক (রঃ আঃ) ছামার কথা শুনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রসিদ্ধ দার্শনিক শাফাই হজরত এমাম গাজ্জালী (রঃ আঃ) সাহেব লিখিয়াছেন,—"হজরত এমাম শাফাইর মজ্‌হাবে গান অসিদ্ধ নহে।"

"হজরত এমাম আহ্‌মদ হাম্বল সাহেব তদীয় "স্বালেহ্" নামক পুত্রের কাছে গান শুনিয়াছেন।"

"মোল্লা আলী কারী সাহেব অতীত এবং বর্ত্তমান কালের সাধুদিগের গ্রন্থাবলী হইতে গান শুনিবার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।"

"যে সকল ব্যক্তি নামাজী (উপাসক), ধার্ম্মিক ও কোর-আন্ পাঠে নিরত, তাহাদের পক্ষে ছামা হালাল (সিদ্ধ); ইহাদের জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। কারণ ছামা তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিকে বিভু-প্রেমের পবিত্র উচ্চমঞ্চে স্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত নিকটতর-সম্বন্ধে বন্দী করিবে। তাঁহারা এই সময়ে কেবল স্রষ্টা ও পরকালেরই স্মরণ করেন।"

"সামায়েল আৎকিয়া" গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নামাজীদিগের জন্য ছামা নিতান্ত আবশ্যক। মুরিদের (শিষ্য) জন্য মস্তহাব; অর্থাৎ করিলে পুণ্য, না করিলে পাপ নাই। প্রেমিকদের জন্য মোবাহ্ অর্থাৎ সিদ্ধ।"*

* শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলেও প্রেমিকদের পক্ষে ইহা শুনা

"একনায়ে" গ্রন্থে কথিত আছে—"যে বাদ্য মানুষের প্রাণকে কাঁদাইতে সক্ষম, অহঙ্কার চূর্ণ করিবার অমোঘ ঔষধ এবং করুণাময়ের প্রেম উৎপন্ন করিতে সমর্থ, তাহা ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া গণ্য।"

হজরত এমাম আবু হানিফা সাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলি **"খাজানা"** এবং **"কাফি"** গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"যখন কেবল আমোদের জন্য যন্ত্রাদি বাদন করা হয়, তখন উহা নিষিদ্ধ। যখন আমোদোৎপাদনের জন্য না হয় অর্থাৎ নেকাহ (বিবাহ), ওলিমা (বিবাহ-জনিত আহারাদি), গমনোদ্যত প্রবাসীদের বিদায়ের সময়, সমর-বিজয়ী গাজী-দিগের যাত্রার সময়, কঠিন প্রাণকে গলাইবার জন্য এবং ফকিরদিগের গান শুনিবার সময় উহা সিদ্ধ।"

ওমদাতুর রেয়ায়া হাশিয়া শরেহ বেকায়ায় মওলানা আব্দুল হাই লখ্নবী সাহেব লিখিয়াছেন—

"প্রকৃত পক্ষে, বাজনা সম্পূর্ণ হারাম (অসিদ্ধ) হইবার কোন কারণ নাই। কেবল যে বিদ্বানেরাই শুনিবেন, মূর্খেরা শুনিবে না ;—সেকালের লোকেরা শুনিবার উপযুক্ত ছিলেন,

---

সিদ্ধ। যেহেতু ইহাদ্বারা তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রেম-প্রবৃত্তি দ্বিগুণতর শক্তিসম্পন্ন হইবে ; সুতরাং সহজেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব।

একালে নাই ;—কিংবা বৃদ্ধেরাই শুনিবেন, যুবকেরা শুনিবে না ; শরাহে ইহার প্রমাণাভাব। বিধাতা যাহাকে সদ্‌বুদ্ধি-প্রণোদিত করেন এবং যে পবিত্র উদ্দেশ্যে শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে উহা সিদ্ধ।"*

এখন প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এবং সাধুবৃন্দ যে সমস্ত কথা স্ব স্ব গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, পবিত্র হাদিছ শরিফের (ব্যবস্থা শাস্ত্রের) এমন কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

হাদিছ "ছহি বোখারী" ও "মেছলেমে" হজরত আয়েশা (রঃ আঃ) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"একদা ঈদের দিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) আমার নিকট আগমন করেন; তৎকালে দুইটী আনুছারী বালিকা গান গাহিতেছিল। আর হজরত রছুলে করিম (ছঃ আঃ) আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত আবুবকর (রাজিঃ) বালিকাদ্বয়কে নিষেধ করিলেন; তখন হজরত মুখের আবরণ সরাইয়া কহিলেন—"হে আবুবকর! ইহাদিগকে কিছু বলিও না। আজ সকলের

---

* হজরত রেছালতপানা (ছঃ আঃ) বলিয়াছেন—"আমার উম্মত বর্ষার মত; অর্থাৎ বর্ষার জল সম্বন্ধে যেমন বলা যায় না, ইতঃপূর্ব্বে ভাল হইয়াছে, পরে আর ভাল হইবে না, তেমনই আমার উম্মতগণ মধ্যে আগে সাধু জন্মিয়াছে, আর জন্মিবে না, এমত নহে।"

জন্য ঈদ,—সকলেরই আনন্দের দিন।" (ছহি বোখারী শরিফ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত নেছায়ী "**এছনাদছাহিতে**" এবং তেবরানি "**কবির**" গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—"একদা কোন রমণী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ আঃ) র কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি হজরত আয়েশা (রাঃ আঃ) কে কহিলেন ;—"তুমি কি ইহাকে চেন ?" উত্তরে হজরত আয়েশা (রাঃ আঃ) কহিলেন—'না'। তখন পুনরায় হজরত কহিলেন—"এ রমণী অমুক স্থানের সঙ্গীত-ব্যবসায়িনী, তুমি কি ইহার গান শুনিতে ইচ্ছা কর ?" হজরত আয়েশা (রাঃ আঃ) 'হাঁ' বলিতেই সেই রমণী গাহিতে লাগিল।"

এব্‌নে মাজা, হজরত ওনছ-এব্‌নে-মালেক (রাঃ আঃ) হইতে প্রকাশ করিয়াছেন ;—"একবার নবি করিম (সঃ আঃ) কোন পথে মদিনা গমন করিতেছিলেন। আর কতকগুলি বালিকা চতুর্দ্দিকে "দফ্" বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। তখন হজরত মোহাম্মদ (সঃ আঃ) দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "খোদাতায়ালা জানেন,—আমি তোমাদিগকে আমার উপকারী বন্ধু মনে করি।"

আবুদায়ুদ তেরমেজি কহিয়াছেন—নবি (সঃ আঃ) "বাআজে মগাজী" হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হুজুর-সদনে জনৈকা রমণী উপনীতা হইয়া নিবেদন করিল—"আমি মনস্থ

(মান্নত) করিয়াছিলাম, যখন আপনি কুশলে ফিরিয়া আসিবেন, তখন আপনার সম্মুখেই 'দফ্' বাজাইয়া গান গাহিব।" হজরত রমণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া গাহিতে আদেশ দিলেন।"

বোখারী হজরত জোবয়দহা-বিন্তে গোফ-রায়ে (রাঃ আঃ) কহিয়াছেন—"আমার বিবাহে হজরত (সঃ আঃ) আগমন করেন এবং আমার বিছানায় উপবিষ্ট হন। এই সময়ে বালিকারা 'দফ্' বাজাইয়া গান গাহিতে-ছিল ; উহাদের মধ্যে একজন হজরতের নিকট আসিয়া গান ধরিল—

"আমাদের প্রেরিত-পুরুষ এমন শক্তি-সম্পন্ন যে, যাহা আগামী কল্য ঘটিবে, তাহা তিনি আজই বলিয়া দিতে পারেন।" গান শুনিয়া হজরত কহিলেন—"এ গান ছাড়িয়া দাও, তোমরা যাহা গাহিতেছিলে, তাহাই গাও।"

"বোখারী শরিফে" হজরত আয়েশা (রাঃ) কর্ত্তৃক হাদিস আছে,—"আমি জনৈক আন্সারের সহিত একটি বালিকার বিবাহ দেই। ইহাতে হজরত রসুলে করিম (সঃ) কহিলেন,—"তোমার ওখানে কি কোন সঙ্গীত-ব্যবসায়িনী ছিল না ? আন্সারিরা যে গানকে খুব ভালবাসে।" এই ঘটনা নানা প্রকারে বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হজরত ইঙ্গিত দ্বারা সঙ্গীত-নিপুণা জয়নবের প্রতি দেখাইয়া দিয়া কহিলেন,—"ইহাকে সঙ্গে করিয়া দিলেই হইত।"

কথিত আছে, একদা হজরত ওমর (রাজিঃ) পথে চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একস্থানে বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কি হইতেছে?" উত্তরে লোকে বলিল, "অদ্য আহ্‌বানের বিবাহ।" উত্তর শুনিয়া বীরবর হজরত ওমর (রাঃ) নীরবে চলিয়া গেলেন,—নিষেধ করিলেন না।

ইউনূস-বিন-আব্দুলআলা, এমাম শাফাই সাহেবের কাছে (ছামার বিষয়) জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মদিনার অধিবাসীরা তো ইহাকে সিদ্ধ বলিতেছে।" এতদুত্তরে এমাম সাহেব কহিলেন, "আমি হেজাজের এমন কোন লোক দেখিলাম না, যে ছামাকে অসিদ্ধ মনে করে।"

এব্‌নে তাহের বলেন—"গান সম্পূর্ণ সিদ্ধ (সোন্নত)। এমন লোক খুব কম দেখা যায়, যে ইহাকে (হারাম) অসিদ্ধ মনে করে। বিবাহে, খাৎনা প্রভৃতিতে ছামার অনুষ্ঠানকে এ পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই; সুতরাং করিবার উপায়ও নাই।"

আল্লামা-শেখ-আবুতালেব মাক্কী বলিয়াছেন—"যদি আমি ছামা-শ্রোতাদিগের প্রতি কটূক্তি করি, তবে ৭০ জন সিদ্দিক-বংশীয়ের উপর যেন কটূক্তি করিলাম। কারণ সিদ্দিক বংশীয়েরা আগাগোড়া ছামা শুনিয়া আসিতেছেন।"

আব্দুর রহমান সাহেব (প্রোপ্রাইটার কাণপুর নেজামি-

প্রেস) একবার মওলানা ফজলর রহমান মোরাদাবাদী সাহেবের কাছে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"হজরত নেজাম উদ্দীন আউলিয়া মহবুব এলাহী তো খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন!" উত্তরে মওলানা সাহেব কহিলেন,—"মিয়াঁ! উনি এমন সাধুপুরুষ যে, কেবল সঙ্গীত শ্রবণ তো দূরে থাক্, যদি সে সময় তিনি আমাকে নাচিতে আদেশ করিতেন, তবে আমি নাচিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।"

"মোকাশেফল্ কলুব" হইতে আবু তালেব মাক্কী —"আবাহাত ছামা" নামক পুস্তকে কতকগুলি স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সাহাবারা ছামা শুনিয়াছেন, উঁহাদের মধ্যে আব্দুল্লা-এব্‌নে-জাফর, আব্দুল্লা-এব্‌নে-জারিব, মোগেইরা-বিন-সাবা ও মাবিয়া ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। আরও কথিত আছে,—সাহাবা, তাবেয়ীন ও সলফ্-সালেহীনবৃন্দ ছামা শুনিয়াছেন। সকল সময়েই হেজাজের অধিবাসীরা মাক্কা-মাজ্জামায় ছামা শুনিয়া থাকেন। শুভদিন অর্থাৎ হজ্, ঈদ, শবে-কদর প্রভৃতি পুণ্য দিনেও ইহা শ্রুত হয়। আর মক্কাবাসীদের ন্যায় মদিনাবাসীরাও চিরদিন ছামা শুনিয়া আসিতেছেন, এমন কি অদ্যাপিও শ্রবণ করিতেছেন।"

আবুলহোসেন-এব্‌নে-সলিমের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল;—"আপনি কি জন্য ছামাকে অসিদ্ধ বলিতেছেন?

হজরত জুনিদ বাগদাদী, হজরত ছ্রীসাকতি ও হজরত জুন্নুন মিস্‌রী তো ইহা শ্রবণ করিতেন?” তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—“যাঁহারা আমার অপেক্ষা মহৎ, তাঁহারা যখন ছামাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, তখন আমি কি উহা অবিশ্বাস করিতে পারি?”

“হজরত আব্দুল্লা-এব্‌নে-জাফর তইয়ার, ছামা শ্রবণ করিতেন।”

“হজরত এব্‌নে-মোজাহেদ্‌ ছামার অনুষ্ঠান ব্যতীত কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।”

“আবুল হোসেন-আস্কোলানী অল্‌-আছদ্‌ও ছামা শ্রবণ করিতেন। ইনি এই বিষয়ে একখানি পুস্তিকাও প্রণয়ন করিয়াছেন। যাহারা সঙ্গীতের বিরুদ্ধবাদী ছিল, এই পুস্তকে তিনি তাহাদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রকার অনেকেই বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিয়া পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন।”

হজরত মোমসাদ দায়নূরী বলিতেছেন—

“একদিন স্বপ্নাবস্থায় আমি হজরত রসুলে করিম (সঃ আঃ) কাছে নিবেদন করিলাম যে—“ছামার মধ্যে আপনি কি কিছু অন্যায় বলেন; কি সিদ্ধ বলেন?”

প্রত্যুত্তরে হজরত কহিলেন, “আমি এই ছামার কোন অনুষ্ঠানকেই মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু হে মোমসাদ! তুমি শ্রোতাদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহারা ছামা শুনিবার

প্রথমে ও শেষে যেন কিছু কিছু কোরান শরীফ পাঠ করিয়া লয়।” *

বিখ্যাত অধ্যাত্মদর্শনবিদ্ মহাত্মা তাহের-এব্‌নে-বেলাল-হামদানী-আল্-বেরাক কহিয়াছেন “আমি জেদ্দার জামে মসজিদে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সাধন-লিপ্ত ছিলাম। একদা দেখিতে পাইলাম, রাত্রিকালে তথাকার সাধু ব্যক্তিরা ছামার অনুষ্ঠান করিলেন। এই ঘটনায় আমি নিতান্ত বিরক্ত হইলাম। মসজিদে এ প্রকার কার্য্য হওয়াতেই আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহার পর দেখিলাম যে, হজরত মোহম্মদ (সঃ আঃ) সে রাত্রে ঐ মসজিদেই অবস্থান করিতেছেন, আর তাঁহার কাছে বসিয়া হজরত আবুবকর সিদ্দিক গান গাহিতেছেন। তখন হুজুর বক্ষে করস্থাপন পূর্ব্বক ভাবোন্মত্ত হইয়াছেন! এতদ্দর্শনে আমার মনে নিতান্ত পরিতাপ উপস্থিত হইল। কারণ আমি অজ্ঞতা-প্রযুক্ত অনর্থক সুফীসম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। হজরত তো নিজেই সেই কার্য্য করিতেছেন। অতঃপর হজরত আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“এই সত্য, সত্য হইতেই উদ্ভূত।” †

---

* মুসলমান মাত্রেই অবগত আছেন যে, শয়তান কখন হজরতের মূর্ত্তি অনুকরণ করিতে পারে না। প্রকাশক মহোদয়ও ধর্ম্মজগতের একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, সুতরাং এ ঘটনা অবিশ্বাস্য নহে।

† এখন পাঠক মহোদয়গণ বিচার করুন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

"মোল্লা আলী-কারী-হায়নাফী, এমাম আবু ইউসফ (রঃ আঃ) হইতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন তিনি বাগদাদাধিপতি খলিফা হারুন-অর্-রশিদের সমাজে যাইতেন, তখন সেখানে সঙ্গীত হইলে, এমাম সাহেব তাহা শ্রবণ করিতেন এবং অশ্রুবিগলিত-চিত্তে পরকাল স্মরণ করিতেন।"

"কস্‌ফ" হইতে "আজ্জাবির" নামক গ্রন্থে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই—"এমাম আবু ইউসফ (রঃ আঃ) যখনই সম্রাট হারুন-অর্-রশিদের সভায় গমন করিতেন, তখনই সেখানে গান শুনিয়া ক্রন্দন করিতেন। যখন এমাম সাহেবের কাছে সঙ্গীত সম্বন্ধে মসলা (ব্যবস্থা) প্রার্থনা করা হইল, তখন তিনি এমাম আবু-হানিফা (রঃ আঃ) সাহেবের গল্প বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"প্রোক্ত এমাম সাহেব প্রত্যেক রাত্রেই এই কার্য্যে সময় ব্যয় করিতেন।"

"ফাতেহোল কাদির" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, "যে গানে অশ্লীলভাষা এবং অশ্লীল ভাব বর্ত্তমান, শরাহে সে গান শুনা নিষিদ্ধ; কিন্তু সে প্রকার না হইলে সিদ্ধ।"

প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কারণ ইহাতে বাক্য এবং কার্য্য এই উভয় প্রকারে ছামা সিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে। বিচার এবং সত্য আবিষ্কারের জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট। আর "বিষকুম্ভ পয়োমুখঃ"দের কথা স্বতন্ত্র, উহাদিগকে যদি স্বয়ং হজরত আসিয়াও প্রবোধ দেন, তথাপি বোধহয় উহারা মানিবে না।

আল্লামা আব্দুলগণি নাবুলসী হায়নাফী বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি ছামার বিরুদ্ধবাদী এবং সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত মোহাম্মদকেও (সঃ আঃ) সে অসিদ্ধ কার্য্য সম্পাদনের জন্য দায়ী করিল এবং হজরত ইচ্ছা সত্ত্বে অসিদ্ধ কার্য্য (হারাম) করিয়াছেন ! বলা বাহুল্য আঁপনার নবির প্রতি যাহার এইপ্রকার বিশ্বাস, সে নিশ্চয় কাফের (সত্যপথভ্রষ্ট)। সঙ্গীতশ্রবণ, দফ্ বাজান এবং সুকণ্ঠে কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ সিদ্ধ ; সুতরাং গানকে অসিদ্ধ বলা উচিত নহে।"

কোন্ বাদ্য সিদ্ধ, কোন্ বাদ্য অসিদ্ধ, এই অমূলক তর্ক, মওলানা নাবুলসী ও কাজী সানাউল্লা পাণিপথী সাহেব মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

মদ্যপানের * সময় যে বাদ্য বাজান হইত, তাহাই অসিদ্ধ—নতুবা অন্য সকল প্রকার বাদ্য সিদ্ধ।

কাজী সানাউল্লা পাণিপথী সাহেব বলিয়াছেন—

"সাধারণ্যে বিবাহ প্রকাশের জন্য, হজরত মোহাম্মদ (সঃ আঃ) দফ্ সিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—

* হজরতের সমকালে আরবদেশে মদ্যপানের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই মদ্যপানের সময় তথায় একপ্রকার বাদ্য বাদন করা হইত। একদিন হজরত ওমর (রাজি) অতিরিক্ত সুরাপানে বিহ্বল হইয়া নামাজ পড়িতেছিলেন। মদিরার উষ্ণ-প্রভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল বাহিয়া লালা

দফে ও ঢোলকে, নাকারা ও তানপুরা ইত্যাদির কার্য্য ও উদ্দেশ্যে বিভেদ কি ? অবশ্য তামাসা করিবার উদ্দেশ্যে হইলে অসিদ্ধ ; কিন্তু সদুদ্দেশ্যে সমুদয়ই সিদ্ধ। দফ্ ও অন্যান্য বাদ্যে পার্থক্য সংস্থাপনের চেষ্টা কি কোন সদুত্তর ?'' জগদ্বিখ্যাত মওলানা সানাউল্লা পাণিপথী সাহেব অতি অল্প লোকেরই অপরিচিত। ইঁহারই গৌরবে মওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ মহাদ্দেস্ দেহ্লবী সাহেব, নিজেকে "জমখ্সারি সানি'' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। ইনি বহু প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রণেতা। তল্লিখিত "মালাবুদ

ঝরিতেছিল এবং উপর্য্যুপরি "সেজ্দা" দিয়া যাইতেছিলেন। মোটকথা তাঁহার নামাজে একটুও কায়দার বন্ধন ছিল না। তখন কতিপয় সাহাবী আসিয়া হজরতের কাছে নিবেদন করিলেন, "হুজুর! হজরত ওমর আজ বড় মজার নামাজ পড়িতেছেন। তাঁহার নামাজের আদি-অন্ত কিছুই ঠিক করা যাইতেছে না।" ঠিক এই সময়ে হজরত ওমর আসিয়া প্রেরিত-পুরুষকে বলিলেন, "হজরত! বাস্তবিক মদ্যপান অতি গর্হিত কার্য্য। আপনি দোওয়া করুন, যেন অচিরে আমার এ রোগ উপশম হয়।" হজরত তাঁহার কথা মত দোওয়া করিলেন, প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, এবং তৎক্ষণাৎ প্রত্যাদেশ হইল,—"আজ হইতে মোস্লেম-সন্তানের জন্য সুরারাধনা অসিদ্ধ হইল।" কিন্তু ইহার পরেও সেই বাদ্য প্রচলিত থাকায়, একদা সাহাবীনিচয় হজরতের কাছে পুনরায় নিবেদন করিলেন,— "হুজুর! এই বাদ্য শ্রবণ করিলে আবার সেই সুরা-পানের আকাঙ্ক্ষা চিত্তকে প্রলুব্ধ করে। সুতরাং ইহাও বন্ধ করা হউক।" প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এখন এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ সকল

ক্কো" "তক্‌সির মজ্‌হারি" * প্রভৃতি অতুলনীয় গ্রন্থ দ্বারা মুসলমান জাতির অবশ্য পালনীয় নামাজ রোজা ইত্যাদি কার্য্যে অদ্যাবধি সহায়তা পাওয়া যাইতেছে। লোকের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইতেছে।

আল্লামা আবদুল গণি নাবুলসী হায়নাফী তৎপ্রণীত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানীর কাছে ছামা প্রচলিত; ইহা গান বিশেষ। বাদ্যবিহীন বা বাদ্য-সম্বলিত গজল, অথবা শুধু বাদ্য, ইহাতে কোন বিভিন্নতা নাই। বিবাহে, অলিমায়, ঈদে, একাকী, কাহারো আগমন সময়ে, ঘরে কিম্বা মস্‌জিদে, বিদ্বান সৎপুরুষ-সমাজে, চেষ্টায় কিম্বা চেষ্টা ব্যতিরেকে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাছ্‌ লোকদিগকে একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা পুরুষ-স্ত্রী-ভেদে এই প্রকার অনুষ্ঠানের নাম ছামা।"

"দোরে মোখ্‌তারে" কথিত আছে—"বাদ্য অসিদ্ধ নহে, তবে কেবল আমোদের জন্য হইলে অসিদ্ধ।"

প্রকার বাদ্যকে অসিদ্ধ বলিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখেন যে, হজরত কেবল মদ্যপানের সময়ের বাদ্যকেই অসিদ্ধ বলিয়াছেন;—অন্য সময়ে অন্য উদ্দেশ্যের বাদ্যকে নহে, তবে আর বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হয় না।

* ইঁহার পীরের নাম মীর্জ্জা মজ্‌হারে জানজানা। ইনি স্বীয় পীরের নামে তৎকৃত তফ্‌সীরের নামকরণ করিয়াছেন।

"কাতাওয়ে হামদিয়া" প্রণেতাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি "সাবাবা" অর্থাৎ সকল প্রকার বাজনা ও ছামা সিদ্ধ বলিয়াছেন।

আল্লামা আইনি হানিফী "হেদায়ার" টীকায় লিখিয়াছেন—"যদি কোন ব্যক্তি মানসিক কষ্ট নিবারণের জন্য একাকীও গান-বাজনা দ্বারা চিত্তরঞ্জন করে, তবে তাহা সিদ্ধ। ইহা সকলের জন্যই ব্যবস্থিত হইতে পারে। এই কথা শামসোল্ আইমা সরখ্সিনে আর "হেদায়া"-বিধিবদ্ধকারক স্বীকার করিয়াছেন।"

কোন আরবী আয়েতের অর্থ এইরূপ—"গান যাহাকে খোদাতাআলার রাস্তা হইতে বিমুখ (গোমরাহ্) করে, তাহার পক্ষে অসিদ্ধ। আর যদি পাইবার সহায়তা করে, তবে সিদ্ধ। ফকির ও তদীয় শিষ্যদিগের গানেই খোদাতাআলাকে পাইবার 'নিয়ত' (প্রত্যাশা) থাকে। যে সকল ব্যক্তি তামাসার জন্য গানের আয়োজন করিবে, তাহাদের পক্ষে অসিদ্ধ (হারাম)। যথা—নামাজ ফরজ ; অথচ কেবল লোক দেখানের জন্য পড়া হারাম। নেকাহ্ (বিবাহ) বংশবৃদ্ধির জন্য হইলে 'সোন্নত' ; ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য হইলে হারাম।"

কথিত আছে—একদিন হজরত (সঃ আঃ) খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। চারিদিকে অনেক সাহাবা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বাদ্যাদি বাদন করিতে করিতে একদল ব্যবসায়ী শহরে প্রবেশ করিল। মক্কায় তখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য সম্ভাবনায়-

আনন্দিত হইয়া (কেহবা কেবল বাদ্যাদি শ্রবণোদ্দেশ্যে) খোৎবা ছাড়িয়া সেইদিকে চলিয়া গেল। কেবল হজরতের প্রধান সঙ্গী-চতুষ্টয় এবং অপর আটজন মাত্র অনুচর উপস্থিত থাকিলেন। তখন হজরত অবশিষ্ট কয়েক জনকে কহিলেন,—"তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও বাদ্য শুনিতে যাইতে, তবে আজ ঐশী অনল সহযোগে সমুদায় নগর ভস্মীভূত হইত!"

এই আয়েতের দ্বারা বুঝা যায়, বাদ্য ও ব্যবসা উভয়ই হারাম। কিন্তু যাঁহারা বাদ্যকে হারাম বলেন, তাঁহারাই আবার বাণিজ্যকে সিদ্ধ বলিতে কুণ্ঠিত নহেন! এখানে দুইটি কথার একই সঙ্গে উল্লেখ আছে; অথচ একেক বাদ দিয়া অপরকে অসিদ্ধ বলা হয়। আমরা বলি, যদি বাদ্য অসিদ্ধ হয়, তবে বাণিজ্য সিদ্ধ কিসে?

ঐতিহাসিক প্রমাণ

(বিখ্যাত ইতিহাস "তারিখ ফেরেস্তা" দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৭ পৃঃ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

সম্রাট গেয়াস উদ্দীন তোগ্‌লকের রাজত্বকালে জনাব মওলানা নেজাম উদ্দীন মহবুব এলাহী সাহেবের ফকিরির প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল।

ঘটনাক্রমে এক সময়ে সম্রাট, ফকির সাহেবের উপর

অসন্তুষ্ট হন এবং তজ্জন্য কিছু আন্তরিক ভক্তির লাঘব হয়। যাহারা পূর্ব্ব হইতে মহ্‌বুব এলাহী সাহেবের সহিত শত্রুতা সাধনের অবসর খুঁজিতেছিল, এই অনুকূল সময়ে তাহারা সম্রাটের সমক্ষে তাঁহার অযথা দুর্ণাম রটাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইল যে, ফকির সাহেব শিষ্যমণ্ডলী সমভি-ব্যাহারে অহোরাত্র কেবল ছামা শ্রবণে লিপ্ত থাকেন এবং রাগ-রাগিণী ইত্যাদি যাহা হানিফী মজ্‌হাবে সম্পূর্ণ হারাম, তাহাও শুনিয়া থাকেন। সম্রাটের কর্ত্তব্য যে, ওলামাদিগকে একত্রিত করিয়া একটি সভা আহ্বান করা এবং ফকির সাহেবকে এই প্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য সম্পাদনে নিষেধ করা।

অতঃপর সম্রাট তদীয় মনোনীত তোগ্‌লকাবাদ নামক স্থানে জনাব শেখ সাহেব এবং অন্যান্য ওলামাগণকে আহ্বান করিলেন। এই সভায় মহ্‌বুব এলাহী সাহেবের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ৫৩ জন বড় বড় আলেম তাঁহার সহিত তর্ক করিবার জন্য উপনীত হইলেন।

তখন মওলানা কমর উদ্দীন রাজি নামক শেখ সাহেবের জনৈক মুরিদ—যিনি মজ্‌তাহেদ বলিয়া কথিত হইতেন, তিনি সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, "উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হইতে আপনি এমন দুই জন তার্কিক নির্ব্বাচন করুন, যাঁহাদের মীমাংসিত মত নিরাপত্তিতে সকলে গ্রহণ করিবেন।" তখন সম্রাট নগরের প্রধান বিচারপতি কাজী

রোকন উদ্দীন আবুল হাইকে ইঙ্গিত করিলেন। বলা বাহুল্য এই লোকটি শেখ সাহেবের একজন প্রধান শত্রু ছিলেন।

বিচারপতি শেখ সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন— "দরবেশ! ছামা ও রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে তুমি কি কোন প্রমাণ দর্শাইতে পার?"

শেখ সাহেব—"আছ্-ছামাও মবাহাল্ লে-আহ্লেহি"— অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের নিমিত্ত ছামা সিদ্ধ।
(হাদিস)

কাজী রোক্নুদ্দীন এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন— "তুমি মকাল্লেদ (মতাবলম্বী), তোমার পক্ষে হাদিস প্রদর্শনের আবশ্যক কি? এ সম্বন্ধে এমাম আবু হানিফা সাহেবের একটি উক্তি প্রয়োগ কর।"

শেখ সাহেব বলিলেন,—"ধন্য তোমার জ্ঞান! আমি পয়গাম্বর সাহেবের (দঃ) হাদিস দেখাইতেছি, আর তুমি এমাম আবু হানিফার (রঃ আঃ) কথা প্রমাণার্থে প্রয়োগ করিতে কহিতেছ? বোধহয় রাজকীয় উচ্চপদই তোমাকে এমন অহঙ্কার-মত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাহউক, তোমার পদচ্যুতির সময় সন্নিকট। সাবধান! ফকিরের সম্মুখে এমন বে-আদবি করিও না।"

সম্রাট তখনও মনে মনে হাদিসটীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এদিকে ইঁহারা তর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ সেখানে মুলতানের বিখ্যাত দরবেশ বাহাউদ্দীন জিব্রিয়া সাহেবের

পৌত্র মওলানা আলিম উদ্দীন মুলতানী সাহেব উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং সম্রাট, পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত সসম্মানে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন নবাগত মওলানা সাহেব ফকির সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইয়া যথারীতি অভিবাদন করতঃ সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কারণে এহেন মহাত্মাকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে ?"

উত্তরে সম্রাট্ কহিলেন—"আমাদের এখানে ছামা সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। তাই শেখ সাহেব ও এই সমস্ত পণ্ডিত মহোদয়গণকে একত্রিত করা হইয়াছে। খোদা-তা'আলাকে ধন্যবাদ যে, এমন সময়ে আপনি আমাদের এই সভায় শুভাগমন করিলেন।"

মওলানা আলিম উদ্দীন সাহেব তাৎকালিক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি মক্কা, মদিনা, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক স্বধর্ম্ম-নিরত সাধু মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও ছামা শুনিতে বিরত দেখি নাই ; কেহই ইহাতে বাধা দেন না। ইহা নিরাপত্তিতে মোবাহ্ (সিদ্ধ)। আর এই শেখ সাহেব এবং তাঁহার যাবতীয় শিষ্যমণ্ডলী ইঁহারা সকলেই উপযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী এবং সাধুপুরুষ। অধিক কি, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) নিজেই ছামা শুনিয়াছেন ও তাঁহার ভাব আসিত।"

মওলানা সাহেবের এই কথা শুনিয়া সম্রাট্ উঠিয়া

দাঁড়াইলেন এবং অতীব সৌজন্য সহকারে শেখ সাহেবকে বিদায় দান করিলেন।

এই ঘটনায় সম্রাট্‌ নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কাজী সাহেবকে পদচ্যুত করিলেন।

—০—

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	নে'ৎ	[illegible]া'ৎ
১৫	১৯	রেলাএৎ	বেলাএৎ
৩৫	৬	আৎতাহিয়াতে	আৎতাহিয়াতো
ঐ	২০	তৈলাওৎ	তেলাওৎ
৫৬	২০	একটী	দুইটী
৫৮	১০	সারাব	তোরাব
৬৪	৩	আন্‌ম্‌	আ[illegible]
৬৬	১৮	কশ্‌কোল	কশ ফোল
৭১	১৫	কাওয়াজাদা	ফাওয়াজাদা
৭২	৮	কোতাব	কেতাব
৯৫	৪	বেদাদী	বিদিদী
৯৭	৯	দন	দিন
১০২	১৫	নগদদ্‌	নগর্দদ্‌
১২৬	১৩	ধোয়ানে	ধেয়ানে
১২৭	৪	কাটাইতে	কাটিতে
[illegible]২	১০	কো	কে
১৩৯	২০	আমারা	আমরা
[illegible]৬৭	৩	চালিবে	চলিবে

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৫ ...	২ ...	ইল্লিছোর অর্শ	ইল্লিছের আর্শ
২৬৬ ...	১৫ ...	শরহ্‌ ...	শরাহ্‌
২৭০ ...	৩ ...	এছ নাদ ছাহিতে	এছ্‌নাদ ছহিতে